* সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

জে. এন. দত্ত এণ্ড সন্স
পোষাক, পরিচ্ছদ, হোসিয়ারী, ষ্টেশনারী, সুন্দর মজবুত লেদার সুটকেস ও খেলা ধূলার সরঞ্জাম ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
২১২-এ ও বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭ · ফোন: ৩৩-৮৭৯৮

আনন্দ বাজার পত্রিকা
ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

হারাণ মার্কা
খাঁটী সরিষার তৈল
ব্যবহার করুন
সব সময় আগমার্ক গ্রেড ১ নং পাওয়া যায়
ফোন: ৫৫-৫০৮৮ ও ৫৫-৯৪৯৪
প্রস্তুতকারক:- উল্টাডাঙ্গা অয়েল মিলস্
৩৫/৫, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৪

৫০ বর্ষ, ২২৬ সংখ্যা

বুধবার, ১০ কার্ত্তিক, ১৩৭৮ (৫ কার্ত্তিক, ১৮৯৩ শক) Wednesday, Oct 27, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রবেশ

মার্কিন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাইওয়ান বহিষ্কৃত। ৭৬-৩৫ ভোটে সিদ্ধান্ত

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৬ অকটোবর—চীন অবশেষে রাষ্ট্রপুঞ্জে ঢুকল, তাইওয়ান বহিষ্কৃত হল। রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ গতকাল রাত্রে ভোটাধিক্যে প্রজাতন্ত্রী চীনকে সদস্যভুক্ত করেছে এবং তাইওয়ানকে বহিষ্কৃত করেছে। সাধারণ পরিষদে ৭৬-৩৫ ভোটে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। ভোটদানের সময়ে ১৭টি দেশ অনুপস্থিত ছিল।

তাইওয়ানের বহিষ্কার রোধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব দিয়েছিল তা অগ্রাহ্য হয়ে যাওয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রবেশের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে তাইওয়ানকে বহিষ্কার করার জন্য আলবেনিয়া যে চেষ্টা করছিল তার জন্য দুইতৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার প্রয়োজন বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। ৫৯—৫৫ ভোটে মার্কিন প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে যাওয়ায় আলবেনিয়ার প্রস্তাবটি বহাল থাকে।

চীনা কূটনীতিকরা শীঘ্র রাষ্ট্রপুঞ্জে আসতে পারেন

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৬ অকটোবর—চীনা কূটনীতিকরা হয়ত শীঘ্রই এখানে আসছেন। ডি পি এ ওয়াকিবহাল সূত্রকে উদ্ধৃত করে এই খবর দিয়েছেন।

ভোটের ফল জানার ঠিক পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারি জেনারেল য়ু থানট পিকিংয়ে সরকারিভাবে এই খবরটি পাঠিয়েছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারিয়েট মহল মনে করেন, পিকিং সরকার প্রথমে

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিনিধিগণ তাইওয়ানের আসন রক্ষায় মার্কিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে হৈচৈ শুরু করে দেন এবং কেউ কেউ আবার গান গাইতে ও নাচতে থাকেন।

ভোটাভুটির ফলে বৃটেন ও ফ্রান্স সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি মিত্র শক্তির সঙ্গে তার ভাঙ্গন দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের বহিষ্কার রোধ করবেই বলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীজর্জ বুশ-এর স্থির বিশ্বাস সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবুশ আলবেনিয়ার প্রস্তাব থেকে বহিষ্কারের ধারাটি বাদ দেবার চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৬ অকটোবর—প্রস্তাবের পক্ষে: ভারত, আফগানিস্থান, আলবানিয়া, আলজিরিয়া, অসট্রিয়া, বেলজিয়াম, ভুটান, বটসোয়ানা, ব্রিটেন, বুলগেরিয়া, ব্রহ্ম, বুরুনডি, বাইলোরুশিয়া, ক্যামেরুন, কানাডা, সংহল, চিলি, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমারক, ইকুয়েডর, মিশর, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইথিওপিয়া, ফিনল্যানড, ফ্রানস, ঘানা, গিনি, গুয়ানা, হাঙ্গারি, আইসল্যানড, ইরান, ইরাক, আয়ারল্যানড, ইসরায়েল, ইটালী, কেনিয়া, কুয়াইত, লাওস, লিবিয়া মালয়েশিয়া, মালি, মরিটেনিয়া, মঙ্গোলিয়া, মেকসিকো, মরককো, নেপাল, নেদারল্যানডস, নাইজিরিয়া, নরওয়ে, পাকিস্তান, দক্ষিণ ইয়েমেন, পিপলস রিপাবলিক অফ দি কঙ্গো, পেরু, পোলানড, পরতুগাল, রুমানিয়া, রোয়ানডা সেনেগাল, সিয়েরা লিনো, সিঙ্গাপুর সোমালিয়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন, সুদান, সুইডেন, সিরিয়া, টোগো, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, টিউনিসিয়া, তুরস্ক, উগানডা, ইউক্রেন, তনজানিয়া, ইয়েমেন, যুগোশ্লাভিয়া, জামবিয়া।

প্রস্তাবের বিপক্ষে: আমেরিকা, অসট্রেলিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, কেন্দ্রীয় অফরিকান রিপাবলিক চাদ, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গো, কসটারিকা, দহমে, ডমিনিকান রিপাবলিক এল স্যালভাডর, গ্যাবন, গামবিয়া গুয়াতেমালা, হাইতি, হনডুরাস, আইভরি কোসট, জাপান, খেমের প্রজাতন্ত্র, লেসেথো, লাইবেরিয়া, মাদাগাসকার, মালয়ই, মালটা, নিউজিল্যানড নিকারাগুয়া, নিগার প্যারাগুয়ে, ফিলিপাইনস, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফরিকা, সোয়াজিল্যানড আপার ভলটা, উরুগুয়ে, ভেনিজুয়েলা।

ভোটদানে বিরত: আরজেনটিনা, বাহরিন, বারবাডোস, কলমবিয়া, সাইপ্রাস, ফিজি, গ্রীস, ইনদোনেশিয়া, জ্যামাইকা, জরডন, লেবানন, লুকসেমবারগ, মরিশাস, পানামা, কোয়াটার, স্পেন, থাইল্যানড।

অনুপস্থিত: ওমান, তাইওয়ান, ম্যালদিভ দ্বীপপুঞ্জ।

—রয়টার

ভারতের মার্কিন প্রস্তাবের বিরোধিতা

তাই ওয়ানের বহিষ্কার একটি "গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন" এবং প্রস্তাবটি পাশ করাতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন ভারত সহ ৫৯টি দেশ এর বিপক্ষে ভোট দেয়।

মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে যে ৫৫টি দেশ ভোট দেয় তারা হল:— আরজেনটিনা, অসট্রেলিয়া, বাহরিন, বারবাডোজ, বলিভিয়া, ব্রাজিল, সেনট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, ছাদ, কলমবিয়া ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক, কঙ্গো (কিথসাসা), কস্টারিকা, দহমে, ডমিনিক্যান রিপাবলিক, এল স্যালভডর। ফিজি, গ্যাবন, গামবিয়া, ঘানা, গ্রীস, গুয়াটেমালা, হাইতি, হনডুরাস, ইনদোনেশিয়া, ইজরায়েল, আইভরি কোস্ট, জ্যামাইকা, জাপান, জরডন, সেমির সাধারণতন্ত্র, লেবানন, লেসোথো, লাইবেরিয়া, লুকসেনবারগ, মাদাগাসকার, মালয়ই, মরিসাস, মেকসিকো, নিউজিলানড, নিকারাগুয়ে, নিগার, পানামা, প্যারাগুয়ে, ফিলিপাইন, পর্তুগাল, রাওয়ানডা, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সোয়াজিল্যানড, তাইল্যানড, মারকিন

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

মার্কিন প্রতাপ ক্ষয়ের নিদর্শন

ডঃ জে কে ব্যানারজি

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৬ অকটোবর— আমেরিকা চেয়েছিল এবং প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল যে, তাইওয়ান বা তথাকথিত প্রজাতন্ত্রী চীন যেন রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বহিষ্কৃত না হয়। অবশ্য আমেরিকা এটাও চেয়েছিল যে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বা পিকিং রাষ্ট্রপুঞ্জে আসুক। সোজা কথায় আমেরিকা চেয়েছিল তার দুই চীন নীতির স্বীকৃতি। কিন্তু গত রাত্রে সাধারণ পরিষদে আমেরিকার প্রচণ্ড হার হয়েছে। এর তাৎপর্য যদি কিছু থাকে তা এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার যে প্রবল প্রতাপ ছিল তা অনিবার্যভাবে ক্ষয় পেতে শুরু করেছে।

জাপানী মন্ত্রিসভার সমস্যা। টোকিও থেকে এশিয়ান নিউজ সারভিস জানাচ্ছেন: রাষ্ট্রপুঞ্জে তাইওয়ান সম্পর্কে মার্কিন নীতির প্রতি জাপান পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। আমেরিকার হারের প্রতিক্রিয়া জাপানী মন্ত্রিসভার ওপর পড়বেই।

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ভারত আরও উদ্যোগী হবে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ অকটোবর— রাষ্ট্রপুঞ্জে আসন লাভ করায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে ভারত অভিনন্দন জানিয়েছে।

১৯৪৯ সালের পরে এই ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য বিদেশে শ্রীমতী গান্ধী এবং ভারত সরকারের পক্ষে বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের জনৈক মুখপাত্র আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

ভারত ১৯৫০ সাল থেকেই রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের অন্তর্ভুক্তির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে এসেছে। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সংঘর্ষ সত্ত্বেও এই মনোভাব ত্যাগ করা হয়নি। কাজেই রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের অন্তর্ভুক্তির দরুন ভারতের সন্তোষের কারণ বোঝা যায়। এই সিদ্ধান্তের ফলে দুই চীন নীতির অবসান হবে। ভারতের মতই অনেক দেশ ওই নীতির বিরোধী।

কিন্তু এখানে কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, কমিউনিসট চীনকে সদস্যপদভুক্ত করে এবং তাইওয়ানকে বহিষ্কার করে আলবেনিয়ার প্রস্তাব রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত হওয়ার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন হাত রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না—স্রেফ এটা দেখানোর জন্যই তারা প্রকাশ্যে তাইওয়ানের পক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার এতে বিরাট ঝুঁকিও ছিল। প্রথমত তাইওয়ানের সদস্যপদ যদি বজায় থাকত, তাহলে নপ্রসিডেনট

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

রাষ্ট্রপুঞ্জ নিজের কবর খুঁড়েছে

—তাইওয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৬ অকটোবর— চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে তাইওয়ান সরকার ২২ বছর ধরে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের আসন দখল করে ছিলেন। তাইওয়ানই প্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জের ইতিহাসে এই সংস্থা থেকে বহিষ্কৃত হল। তাইওয়ান পরে ঘোষণা করে তাঁরা আর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যোগ দেবে না।

রাষ্ট্রপুঞ্জে পিকিং সরকারকে আসন দেবার এবং তাইওয়ানকে বহিষ্কারের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করে তাইওয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী চৌ চু-কাই বলেন যে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিজেই নিজের কবর খুঁড়েছে।

শ্রী চু বলেন—তাঁর দেশ চীনের মূল ভূখণ্ড মুক্ত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। ফরমোজা অথবা তাইওয়ান নাম নিয়ে তাঁদের রাষ্ট্রপুঞ্জে ফিরে আসার কোন কথাই ওঠে না।

যা অবধারিত তাই মেনে নিয়ে চীনের আসন সম্পর্কে চূড়ান্ত ভোট গ্রহণের আগেই তাইওয়ান আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব সংস্থা ছেড়ে যায়। কাজেই তাইওয়ানকে প্রকৃত প্রস্তাবে বহিষ্কারের অপমান সহ্য করতে হয় নি।

—ইউ এন আই, ডি পি এ

পিকিংয়ে থানটের তারবার্তা

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৬ অকটোবর—কমিউনিসট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণ করে গতকাল সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, সেকরেটারি জেনারেল উ থানট আজ ভোরে পিকিং-কে তা জানিয়েছেন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের উদ্দেশ্যে এক তারবার্তায় তিনি গৃহীত প্রস্তাবটির বয়ান জানান। —রয়টার

বেলজিয়ামের রাজা বাদুইন এবং রাণী ফাবিওলার সঙ্গে লায়েকেন রাজপ্রাসাদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। (সংবাদ ভিতরে)। —বেতার চিত্র

শ্রমিক নেতা দুর্গাপুর ইসপাতের চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ২৬ অকটোবর— ভারত সরকার একজন শ্রমিক নেতাকে দুর্গাপুর ইসপাত কারখানার চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইনি হলেন দুর্গাপুরের শ্রমিক নেতা শ্রীবাগারাম তুলপুলে।

শ্রীতুলপুলে হিন্দ মজদুর সভার সাধারণ সম্পাদক। তিনি শুধু একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাই নন, একজন বিশিষ্ট ইনজিনীয়ারও

হিন্দুস্থান স্টীলের নতুন চেয়ারম্যান

হিন্দুস্থান স্টীলের চেয়ারম্যান পদে শ্রী এইচ এন ভায়াকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রী কে টি চন্ডী আগামী মাসে পদত্যাগ করছেন।

—ইউ এন আই

বসিরহাট সীমান্তে পাক গোলা: নিহত ১

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার দুপুরে বসিরহাটের হাকিমপুর সীমান্তে পাক গোলাবর্ষণে অন্ততপক্ষে একজন ভারতীয় নিহত ও ৬জন আহত হয়। ওই সীমান্তে এদিন বেলা এগারটা থেকে পাক ফৌজ গুলিগোলা ছুড়তে শুরু করে। ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বেলা একটা নাগাদ পাক গোলাগুলি বর্ষণ থেমে যায়।

এদিন রাত্রে চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক শ্রীবিশ্বরূপ মুখার্জি এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, স্বরূপনগর থানার হাকিমপুরে এদিনকার পাক গুলিবর্ষণ সম্পর্কে প্রথম বার্তায় ওই তথ্য জানা গিয়েছে।

বেসরকারী সূত্রে বলা হয়, হাকিমপুরের ঘটনায় পাক গুলিতে নিহতের সংখ্যা ২। এর মধ্যে একজন মহিলা। আহতের সংখ্যা ২৬। ৩জনের অবস্থা গুরুতর।

পাক জাহাজ ঘায়েল

মুজিবনগর থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন: মুক্তি বাহিনীর সদর দফতরে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়েছে যে মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা সম্প্রতি সুন্দরবন এলাকায় কয়বার পাকিস্তান ন্যাশানাল শিপিং করপোরেশনের "লানশিরা" নামক একটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।

২২ অকটোবর মুক্তি বাহিনী চাকনায় পাক সেনা বাহিনীর একটি ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালিয়ে নয়জন পাক সৈন্য খতম করে। রংপুর জেলার জাবরিদুয়ারে একটি ঘাঁটির উপরও মুক্তি বাহিনী আক্রমণ চালায়।

মুক্তি বাহিনী লালমণিরহাট ও মুঘলঘাটের মধ্যবর্তী এলাকায় রেল লাইন তুলে দিয়ে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করেছে।

পাক সেনা বোঝাই ট্রেন ধ্বংস

কৃষ্ণনগর থেকে পি টি আই-এর খবর: দর্শনা থেকে সাত মাইল দূরে আন্দুলবাড়িতে মুক্তি ফৌজ গতকাল পাক সেনা বোঝাই একটি বিশেষ ট্রেন মাইনের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়েছে। ট্রেনের তিনটি বগী সম্পূর্ণ ধ্বংস ৫০ জন পাক সেনা খতম।

পাক ফৌজের প্রস্তুতি

বালুরঘাট থেকে সুখরঞ্জন

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

কিসিংগারের ওয়াশিংটন যাত্রা

বেলগ্রেড, ২৬ অকটোবর— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেনট নিকসনের বিশেষ রাষ্ট্রদূত শ্রীহেনরি কিসিংগার আজ সকালে পিকিং থেকে ওয়াশিংটন যাত্রা করেন। যুগোশ্লাভ সংবাদ প্রতিষ্ঠান তানযুগ চীনের রাজধানী থেকে এই সংবাদ দেন।

তানযুগের সংবাদদাতা বলেন, পিকিংএ শ্রীকিসিংগারের আরও দুই দিন বেশি থাকা নিয়ে নানারূপ জল্পনাকল্পনা হয়েছে। এর সঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ভোটের প্রশ্নও জড়িত ছিল।

সংবাদে বলা হয়েছে, চীন যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জে ভোটের ব্যাপারে আশান্বিত ছিল, ভোটের ফলাফল সম্বন্ধে পিকিংএ কোন মন্তব্য করা হয়নি।

পূর্ববর্তী সংবাদে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে শ্রীকিসিংগার সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাঁদের আলাপ-আলোচনা থেকে কিছু জানা যায়নি। —এ পি

বিদ্যুৎ পর্ষদের আরও কিছু কর্মীকে সসপেনড করার ব্যবস্থা হচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

কর্তব্যে চরম অবহেলা ও শৃঙ্খলাহীনতার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ এই সংস্থার বেশ কিছু সংখ্যক কর্মীকে সসপেনড করার ব্যাপারে একটি তালিকা তৈরি করেছেন। ইতিমধ্যেই সোমবার উত্তরবঙ্গের জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাতজন কর্মীকে অনুরূপ অভিযোগে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। এর পর কোন্ কেন্দ্রের কর্মীদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হবে তা অবশ্য সরকারী মুখপাত্র বলতে চান না।

আরও জানা গিয়েছে, কর্মীদের ওই তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কর্তব্যে অবহেলায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মঙ্গলবার মহাকরণে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একজন মুখপাত্র জানান যে, জলঢাকা প্রকল্পের ওই সাতজন কর্মীর

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ

ভূপাল, ২৬ অকটোবর—বর্তমানে ভূপালের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরা ছাড়া ৯০ জন সদস্যযুক্ত মধ্য প্রদেশের শ্রীশুক্ল মন্ত্রিসভার প্রায় সমস্ত সদস্যই মুখ্যমন্ত্রীর নিকট তাঁদের পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন।

শ্রীশুক্ল যাতে তাঁর মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই পদত্যাগ। —পি টি আই

১৫ নবেমবরের পর

পঃ বঙ্গ সম্পর্কে সংসদীয় পরামর্শ কমিটির বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ অকটোবর—আগামী ১৫ নবেমবর সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবার পরেই পঃ বাংলা সম্পর্কিত সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠক বসবে।

বৈঠকের আলোচ্য সূচী এখনও ঠিক করা হয়নি। তবে, রাজ্যের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা আছে। সংসদীয় কাজের চাপ থাকার ফলে গত বৈঠকে রাজ্যের আইন শৃংখলা বা অন্যান্য সমস্যা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

দিল্লিতে ফেরুবিনের আলোচনা

আজ যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হবে

নয়াদিল্লি, ২৬ অকটোবর—সোভিয়েট সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীফেরুবিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট সরকারী প্রতিনিধি দল এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সম্পর্কে গতকাল একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হবে। আজ এখানে সরকারিভাবে এ কথা জানানো হয়েছে।

শ্রীফেরুবিন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করা ছাড়াও গত কয়েকদিনে বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের অফিসারদের সঙ্গে বিশদভাবে কথাবার্তা বলেছেন। আজ কোন আলাপ-আলোচনা হয়নি।

আগামীকাল শ্রীফেরুবিন মসকো রওনা হবেন। —ইউ এন আই

নারায়ণগঞ্জে বিস্ফোরণে ছয়জন নিহত

ঢাকা, ২৬ অকটোবর—সরকারি-সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গতকাল রাত্রে নারায়ণগঞ্জের কালীবাজার অঞ্চলে এক বিস্ফোরণে অন্তত ছয়জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়েছে।

ঐ সূত্রে বলা হয়েছে যে, পূর্ববঙ্গের পাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা।

পুলিসসূত্রে জানা যায় যে, গত রবিবার ঢাকা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে কাজলীর একটি স্টোভের কারখানায় এক বিস্ফোরণের ফলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। কারখানাটিরও ক্ষতি হয়। পুলিসসূত্রে জানা যায় যে, আনুমানিক ত্রিশজন সশস্ত্র লোক কারখানাটি ফিরে ফেলে তার মধ্যে বোমা রেখে যায়।

—পি টি আই

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা

আপনার ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, বিবাহ বা নতুন বাড়ী তৈয়ারী কিংবা চিরাচরিত উৎসবাদির জন্য আপনি কি নিয়মিতভাবে সঞ্চয় শুরু করেছেন?
আপনার বিভিন্ন পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে সেভিংস ব্যাঙ্ক, রেকারিং ডিপজিট ও ফিক্সড্ ডিপজিট ইত্যাদি বিভিন্ন আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প রয়েছে।

বিশদ বিবরণের জন্য আপনার নিকটবর্তী আমাদের শাখা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস: ১৪, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

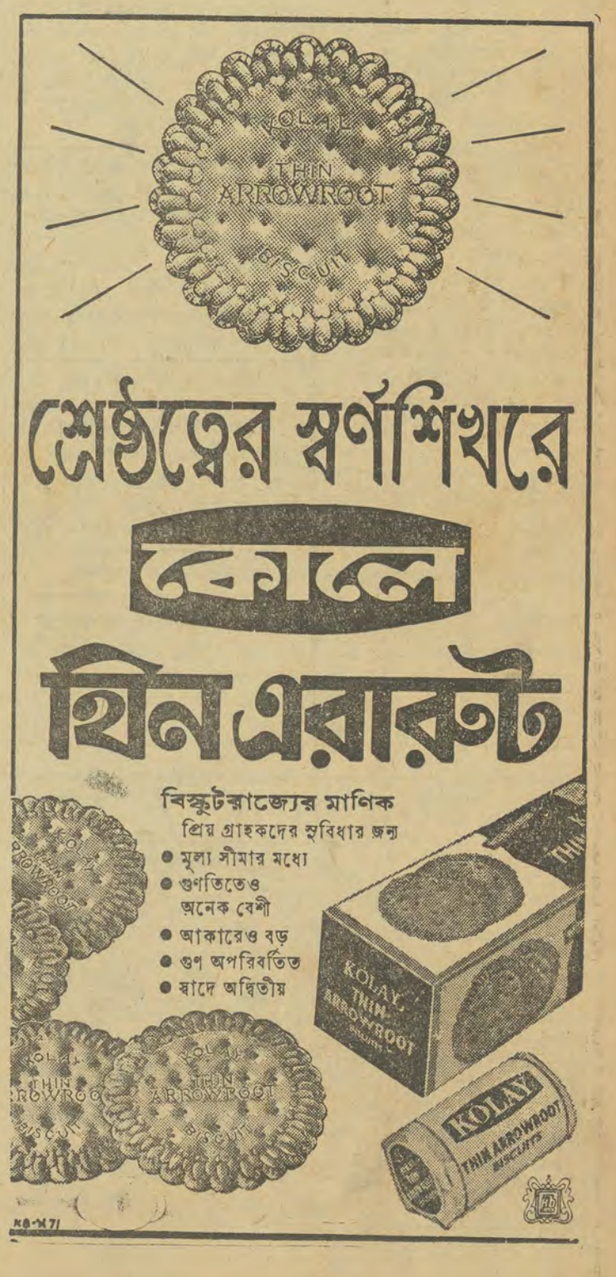

শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্ণশিখরে
কোলে
থিনএরারুট
বিস্কুটরাজ্যের মাণিক
প্রিয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য
● মূল্য সীমার মধ্যে
● গুণতিতেও অনেক বেশী
● আকারেও বড়
● গুণ অপরিবর্তিত
● স্বাদে অদ্বিতীয়

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৪৫.০০ টাকা	৯০.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১২৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫১.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	×××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন

পদ নং ৭১/৮। অ্যাসিঃ মাইনস ম্যানেজার (২য় শ্রেণী) : ডি ভি সি বেরমো কোলিয়ারীর জন্য : একটি পদ : যোগ্যতাবলী : ডিরেক্টর জেনারেল অব মাইনস সেফটি কর্তৃক প্রদত্ত ২য় শ্রেণীর ম্যানেজারস সার্টিফিকেট (কোল) অব কম্পিটেন্সীধারী কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউশন হইতে মাইনিং এঞ্জিনীয়ারিংয়ে গ্রাজুয়েট। অন্তত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই; তন্মধ্যে এক বৎসর কনভেয়র, কোল কাটিং মেশিন ইত্যাদি ব্যবহারকারী কোন আন্ডারগ্রাউন্ড মেকানাইজড্ কোলিয়ারীতে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়া থাকা চাই। বয়স : ২৭ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে। বেতনক্রম : ৪৫০—৩০—৬০০—৩৫—৬৭০—যোঃ বাঃ—৩৫—৯৫০ টাকা। বর্তমান হারে প্রারম্ভে এবং বেতনক্রমের সর্বোচ্চ মোটমাট মাসিক পারিশ্রমিক হইবে যথাক্রমে প্রায় ৭০৭ টাকা ও ১২০১ টাকা। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতনের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

দ্রষ্টব্য : ১। অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হইবে, তবে চালিবার সম্ভাবনা আছে। ২। কর্পোরেশনের রুল অনুযায়ী দুর্মূল্য ভাতা ও অন্যান্য ভাতা প্রদেয়। লোক্যাল ভাতা বেতনের ৮% হারে প্রদেয়। ৩। তফসিলি জাতি/উপজাতির এবং ভূতপূর্ব যুদ্ধ-চাকুরিয়া প্রার্থীদিগকে এ বিষয় দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহার আবশ্যক প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে। সংরক্ষিত গ্রুপের মধ্য হইতে যদি উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না যায়, তাহা হইলে শূন্যপদগুলি অসংরক্ষিত বলিয়া গণ্য করা হইবে। ৪। সরকারী / আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদিগকে তাঁহাদের বর্তমান নিয়োগকর্তার মারফত আবেদন করিতে হইবে। ৫। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারী তারিখের বয়স ধরিয়া বয়স হিসাব করা হইবে; তবে তফসিলি জাতি/উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স পাঁচ বৎসর শিথিলযোগ্য। ৬। সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন রাহাখরচা দেওয়া হইবে না।

(১) প্রার্থিত পদের নাম ও নম্বর, (২) পুরা নাম ও বর্তমান ঠিকানা, (৩) জন্মতারিখ, (৪) নাগরিকত্ব, (৫) যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ, (৬) বেতনক্রমের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম বেতন, (৭) বাড়ির স্থায়ী ঠিকানা, (৮) 'রেফারি' হিসাবে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত দুই-জন লোকের নাম ও ঠিকানা (গেজেটেড অফিসার বাঞ্ছনীয়) (দরখাস্তকারীর আত্মীয় নহেন) উল্লেখে এবং (৯) ম্যাট্রিকুলেশন/স্কুল লীভিং এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্রাদির প্রত্যায়িত নকল-সহ দরখাস্ত খামে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া এবং খামের উপর "পদের নাম ও নম্বর" এবং 'রিক্রুটমেন্ট সেকশন' কথাগুলি লিখিয়া ১৯৭১ সালের ২৫ নভেম্বর বা তৎপূর্বে ডিরেক্টর অব পার্সোনেল, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, ভবানী ভবন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭ বরাবর পাঠাইতে হইবে; উক্ত তারিখের পর কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না। (২৪০২এ)

কর্মখালি

শান্তিনিকেতনী ব্যাগে রং এবং ফিটিং-এর কাজ জানা মেয়ে (১৬—২৫) আবশ্যক। উত্তর কলিকাতা/উত্তর সহরতলীর দাবী অগ্রগণ্য। সাক্ষাৎকাল: ১০—১২টা। আর্ট ইন্ডাস্ট্রীজ এ্যান্ড এজেন্সিজ। ৯/২-৩, হারসী স্ট্রীট, ফ্ল্যাট—৮ কলিকাতা-৯। (সি ৩৫৪৩)

ঔষধের দোকানের জন্য ফার্মাসিস্ট আবশ্যক। লাইসেন্স সমেত সন্ধ্যা ৬টা—৯টায় ১৭/৩, মহাত্মা গান্ধী রোডে দেখা করুন। (সি ৩৫১২)

(১) রেডিমেড শার্ট ও বুশশার্ট কাটিবার জন্য অভিজ্ঞ কাটার মাস্টার প্রয়োজন। রেডিমেড লাইনে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। বেতন ২০০/২৫০ টাকা। (২) অর্ডারী উলেন, টেরিকটন ও টেরিলিন ফুলপ্যান্ট তৈরী করার জন্য অভিজ্ঞ দর্জি আবশ্যক। সাক্ষাৎ করুন—নির্মল মৈত্র, C/o. এস হরলালকা এন্ড কোং, ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১ সময় ১টা—৩টা। (২৭৯৫ এ)

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত বন্দ্যজ ঘোষ (ফরিদপুর সৌকালীন) বি এ দিয়াছে। সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৬৬৮, আনন্দবাজার, কলি-১।

পাত্রী চাই

আমি দাবীহীন কায়স্থ ২৭ এম এক পাশ ৪৭৫। ফর্সা, সুন্দরী, কায়স্থ এস-এফ পাত্রী চাই। বক্স নং ২৭০৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ২৪০৬)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

টালিগঞ্জে ৪নং বাসরুটে নূতন দোতলা বাড়ী সত্বর বিক্রয়, বক্স নং ২৭৮৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৩৪৪৩)

বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

টালিগঞ্জে ওয়ারলেস নিকটে ১টি বা ২টি রুম ৬০/৯০ টাকা, সঃ চাকুরীয়া, অবাঙ্গালী অগ্রগণ্য। বক্স নং ২৭৮৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৩৪৪৪)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

প্রেমের কবিতা সংকলন

ছোট কবিতা চাই। রিফ্লেক্ট, ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। (সি ৩৩৯১)

টাইপরাইটার

কয়েকটি স্ট্যান্ডার্ড, পোর্টেবল টাইপ-রাইটার সুলভে সত্বর বিক্রয়। ম্যাকাসম মার্ট। ১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ৩৫০৪)

মোটরকার ও লরী

৩বি বাস লীজ দিব। স্পেয়ার বাসের মালিক ফোন করুন: ৩৪-৫১৪০ (৩—৪টা)। (সি ৩৪৫৯)

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

গত ২৫শে অক্টোবর ১খানি বি ই (সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং) সার্টিফিকেট হারাইয়া গিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া ফেরত দিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। সুভাষচন্দ্র ঘোষ। ১/সি, কার্তিক বোস লেন, কলিকাতা-৬। (সি ৩৪২৯)

জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনা

গ্রহশান্তি কি? কেন?? কিভাবে? বিস্তৃত বিবরণ বিনামূল্যে জানুন। এ দাশশর্মা, কামারহাটী, কলিকাতা-৫৮। (সি ২১১৫)

ছাপাখানা

বিক্রয় : এসপ্ল্যানেডের নিকট একটি ছাপাখানা। স্থানের আয়তন ২,০০০ বর্গফুট। দাম ১,২৫,০০০ টাকা। ফোন : ৫৫-৯৪২৪। (২১৫৫)

ব্যক্তিগত

কলিকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনের নিবেদন—জেজমার, শুম্যান ও শুবার্টের সহযোগিতায় প্রফেসর হুগো স্টেরার-এর পিয়ানো বাদন স্থান এম এম বি অডিটরিয়াম ৩-১১-১৯৭১ সন্ধ্যা ৭-৩০টা। টিকিট ৩ টাকা। আজ থেকে এম এম বি, ৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলি-১৯ ঠিকানায় পাওয়া যাবে। (২৮৬৬)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

কুণ্ডু তীর্থ স্পেশ্যালে

শ্রীশ্রীরামেশ্বরধামসহ সমগ্র দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ। ট্যুরিস্ট কোচে—২৪/১২/৭১। বুকিং চলিতেছে। ৩৭, স্ট্র্যান্ড রোড, কলি-১. ২২-৪৪৩০। (বি ও ৭১৭)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ

প্রথম বর্ষ আর্টস, কমার্স ও স্পেশ্যাল অনার্স-এ ভর্তি চলিতেছে। আর্টস-এর সকল অনার্স বিষয়ে এখনও কিছু সিট আছে। (২৮৬৫)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

উমা, শঙ্কর মিশন কলেজ

বাগুইআটি, ভি আই পি রোড, কলিকাতা-৫৯

পূজার ছুটির পর দ্বিতীয় বর্ষ কলা ও বাণিজ্য ক্লাস খুলিয়াছে। ২২শে অক্টোবর প্রথম বর্ষ কলা ও বাণিজ্য ক্লাস আরম্ভ হইয়াছে। ২৯শে অক্টোবর হইতে প্রি-ইউ ক্লাস আরম্ভ হইবে। প্রি-ইউ দিবা ছাত্রী, বি-এ কলা ছাত্রী দিবা ছাত্র, প্রি-ইউ দিবা ও সান্ধ্য ক্লাসে ও প্রথম বর্ষ সান্ধ্য বাণিজ্য ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে। ছাত্রীদের ক্লাস ও সময় পৃথক। (সি ৩৫০১)

বঙ্গবাসী কলেজ অব কমার্স

৮/১, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কলি-১২

পি-ইউ এবং বি-কম পাস ও অনার্স ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে। অ্যাকাউন্টেন্সী গ্রুপে অনার্স (রেগুলার ও স্পেশাল)। —প্রিন্সিপ্যাল। (২৯১৩ এ)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কার্পেন্ট্রিতে ট্রেনিং

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, উড ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্টার, শিলিগুড়ি বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, শিলিগুড়িস্থিত উড ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্টারে কার্পেন্ট্রিতে ট্রেনিং লইবার জন্য ট্রেনী মনোনয়নের নিমিত্ত জন্মস্থান, বর্তমান ঠিকানা, পিতার নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির বিবরণী উল্লেখে দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১০ই নভেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সদাচার এবং সন্তোষজনক অগ্রগতির শর্ত সাপেক্ষে মনোনীত প্রার্থীগণ শিক্ষাকালে (এক বৎসর) প্রতি মাসে ২৫ টাকা করিয়া মাসিক স্টাইপেন্ড পাইবেন। প্রার্থীদের বয়স ১৬ হইতে ২২ বৎসরের মধ্যে এবং অভিপ্রেত যোগ্যতা ৮ম মান পর্যন্ত হওয়া চাই।

৪০০৭(৪) আই পি আর/এ/৭১ (২৮০৬)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ইকনমিক্সে আন্ডার-গ্রাজুয়েট অনার্স কোর্সে ভর্তি

ইকনমিক্সে ১ম বার্ষিক বি-এ অনার্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ৩ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রার্থীদিগকে অবশ্যই আর্টস বা সায়েন্সে এইচ এস/পি ইউ/সমতুল পরীক্ষায় (ইলেকটিভ ম্যাথমেটিক্সসহ বাঞ্ছনীয়) পাশ করিয়া থাকিতে হইবে।

দরখাস্ত অবশ্যই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে রেখিত পোস্টাল অর্ডার মারফৎ বা নগদে ২ টাকা আদায় দিয়া রেজিস্ট্রারের অফিস হইতে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে হওয়া চাই।

স্বাঃ বি কে বিশ্বাস
অ্যাসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রার
(২৬৬৫)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিহারীলাল কলেজ অব হোম এন্ড সোস্যাল সায়েন্স, হেস্টিংস হাউস কম্পাউন্ড, আলিপুর, কলিকাতা-২৭

এই কলেজে নিম্নলিখিত কোর্সে কেবলমাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

(ক) এক বৎসরের প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স : স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীরা এই কোর্সে ভর্তি হইতে পারিবে। (১) ইংরাজী, (২) বাংলা, (৩) হাউস হোল্ড সায়েন্স এবং নিম্নলিখিত যে কোন দুইটি বিষয়: (৪) হাউস হোল্ড আর্ট, (৫) চাইল্ড কেয়ার এন্ড ট্রেনিং, (৬) সোস্যাল সায়েন্স এবং মিউজিকে (উচ্চাঙ্গ ও রবীন্দ্র সংগীত) এবং ৪নং হইতে ৭নং বিষয়ের যে কোন একটিকে ঐচ্ছিক হিসাবে লইয়া পড়িতে হইবে।

(খ) তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স (বি এ/বি এস-সি) : (নিম্নলিখিত ছাত্রীরা ভর্তি হইতে পারিবে)।

(১) উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমতুল কোন পরীক্ষায় (হোম সায়েন্স বিভাগ লইয়া) যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

(২) উচ্চ মাধ্যমিক অথবা প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় যাহারা পাশ করিয়াছে (হোম সায়েন্স ব্যতীত) ভর্তি হইবার পর তাহাদের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পূর্বেই (১) হাউস হোল্ড সায়েন্স, (২) চাইল্ড কেয়ার এন্ড ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়সমূহে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে।

বি এ : (১) ইংরাজী, (২) বাংলা, (৩) হাউস হোল্ড সায়েন্স এবং আরও যে কোন একটি বিষয়, (৪) হাউস হোল্ড আর্ট, (৫) চাইল্ড কেয়ার এন্ড ট্রেনিং, (৬) সোস্যাল সায়েন্স এবং মিউজিক (উচ্চাঙ্গ ও রবীন্দ্র সঙ্গীত), বি এস-সি: হাউস হোল্ড সায়েন্স এবং আরও যে কোন দুইটি বিষয়, (২) হাউস হোল্ড আর্ট, (৩) চাইল্ড কেয়ার এন্ড ট্রেনিং, (৪) সোস্যাল সায়েন্স লইয়া পড়িতে হইবে।

(গ) এক বৎসরের 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-হোম সায়েন্স (শিক্ষক শিক্ষণ) কোর্স : যে কোন বিষয় লইয়া স্নাতকোত্তীর্ণ ছাত্রীই এই কোর্সে ভর্তি হইতে পারিবে।

মাসিক ৪০ টাকা হারে (আবাসিক) এবং ২০ টাকা হারে কিছু সংখ্যক সরকারী বৃত্তি আছে।

ভর্তির জন্য মার্কশীট সহ সাক্ষাৎ করিতে হইবে। (২৭৮২)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

ইংরাজীতে কথা বলিতে লিখিতে

অতি অল্প দিনের মধ্যে শিখুন। জীবনে উন্নতি করিবার ইহাই একমাত্র সহজ উপায়। অল্প লেখাপড়া জানা থাকিলেও শিখিতে পারিবেন। মাসিক বেতন ১০-৫০, ভি টি কলেজ, ১৫৪ বৌবাজার স্ট্রীট, দোতালায়, শিয়ালদহ। (১২১২এ)

প্রাইভেটে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে যে কোন বিষয়ের গবেষণা কেন্দ্র। ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৯৪, হ্যারিসন রোড, কলি-৭। (সি ৩৩৬৩)

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের নির্বাচিত এম-এ, এম-কম, এম এস-সি (অঙ্ক) অনার্স, ডিগ্রী কোর্সের প্রথম শ্রেণীর নোট, ক্লাস ও সাজেসান্সের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সেন্ট্রাল করসপন্ডেন্স কলেজ, ৭৩, হ্যারিসন রোড, কলি-৯। (সি ৩৩৬৪)

স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার

সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ বয়স বেশী তাঁহাদের অল্পদিনের ভিতর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ভর্তির সময় কোন সার্টিফিকেট দরকার নাই। মাসিক বেতন ১৫-৫০। রয়েল কলেজ ১২ ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ। শাখা: ৮৭/২ বিধান সরণি (দর্পণার পাশে); ৫ ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে); ১৪৩ সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর। (১২০৮ এ)

গ্যারান্টিড এম-এ নোটস/সাজেসান্স-এর জন্য ১টা হইতে ৭টার মধ্যে বাসন্ত টিউটোরিয়াল, ২৩/বি, শিবনারায়ণ দাস লেন (শ্রীমানি বাজারের বিপরীত দিকে), কলি-৬এ যোগাযোগ করুন। (২৮০১এ)

পাবলিক নোটিস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাবলিক ভেহিকলস ডিপার্ট
৩৮ বেলতলা রোড, কলিকাতা-২০
বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু কলিকাতার রেজিস্টারিং অথরিটি নিম্নোক্ত রেজিস্ট্রেশনসম্বলিত যথাঃ—(ক) প্রাইভেট কার ও ওমনিবাস: ডবলিউ বি ই—৭৫; ৯০৭৩; ৭২১৮; ৫৯৩৯। ডবলিউ বি জি—৮৪২৪। ডবলিউ বি জে—২০২৪। এন এল কে—১৫২৩। (খ) মোটর সাইকেল: ডবলিউ বি এম—৩৪০৬; ৭০৩২; ৩৬০০। ডবলিউ বি এন—৬৫৩১; ৫৬৬১; ৭৪৭২; ৯০৬৪। (গ) ট্রাক: ডবলিউ বি কে—১৯১১; ৬৮৬১; ৮১৪৬। ডবলিউ জি এ—১৫৫৪। ডবলিউ জি এইচ—৫২৭৮। (ঘ) স্কুটার: বি আর এ—৮৬১৮। মোটর ভেহিকলের মালিকানা হস্তান্তরের জন্য দরখাস্ত পাইয়াছেন এবং এই রেজিস্টারিং অথরিটি প্রস্তাবিত হস্তান্তর সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা প্রয়োজন মনে করেন সেইহেতু এক্ষণে উল্লেখিত ভেহিকলগুলির যেকোন একটি হস্তান্তর সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে সাত দিন মধ্যে আহবান করা যাইতেছে। উক্ত আপত্তি যে-কোন কাজের দিন বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১২-৩০টার মধ্যে স্বয়ং অথবা কোন উকিল মারফত আসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (রেজিস্ট্রেশন) পাবলিক ভেহিকলস ডিপার্টমেন্টে-এর নিকটপেশ করিতে হইবে। আপত্তির দরখাস্ত তিন প্রস্থে হইতে হইবে; উহাতে বিশদভাবে আপত্তির হেতুসমূহ থাকা চাই এবং আপত্তির যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য উহার সঙ্গে প্রামাণিক কাগজপত্র (যেক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে) থাকা চাই। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি পেশ করা না হইলে আর কোন বিজ্ঞপ্তি না দিয়াই মালিকানার হস্তান্তর অনুমোদন করা হইবে।

স্বাঃ এস কে চক্রবর্তী,
রেজিস্টারিং অথরিটি,
কলিকাতা।
তারিখ ১১-১০-৭১

৪০২৩(৫) আই পি আর/এ/৭১ (২৮০৫)

টেন্ডার

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লু ডি, আলিপুর ডিভিসন, ১১এ, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, নিউ বিল্ডিংস (৪র্থ তল), কলিকাতা-১৬—২৪ পরগণা জেলায় পূর্ব বিষ্ণুপুর রায়দীঘি রোডের ৩য় মাইলে আর সি বক্স ব্রিজ পুনর্নির্মাণের জন্য ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত বিল্ডিং/বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহবান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয় : ১,৪০,৯৩১ টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৩,৫২৩ টাকা। আয়কর এবং বিক্রয় কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র এবং আবশ্যক পরিচয়পত্রাদি দেখাইলে ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত প্রতি প্রস্থ বাবদ ৫ টাকা আদায় দিলে বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে উক্ত অফিসে টেন্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা/দেখা যাইবে। ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে।

৪০১৯(২)আইপিআর/এ/৭১ (২৮০৯)

টেন্ডার

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পুরুলিয়া ডিভিসন, পুরুলিয়া, পুরুলিয়া জেলায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য বি এফ ২৯১১ (২)-তে পৃথক পৃথক সীলকরা টেন্ডার আহবান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত বরাদ্দ, বায়নার পরিমাণ, কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ, বায়নার টাকা জমা দেওয়া হইতে রেহাই পাইতে হইলে নিম্নতম স্থায়ী আমানত এবং যোগ্য ঠিকাদারদের শ্রেণী যথাক্রমে এইরূপ:—(১) কাশীপুর ব্লকের অধীন কুশীজুরি হেলথ সেন্টারে একটি সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার নির্মাণ; ৯১,৪৬০ টাকা, ২,২৮৭ টাকা, ১ বৎসর, ২,৫০০ টাকা, পি ডব্লু ডি এবং কনস্ট্রাকশন বোর্ডের তালিকাভুক্ত ২য় শ্রেণীর রোড ও বিল্ডিং ঠিকাদার। (২) ঝলদাতে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার নির্মাণ (স্ট্রাকচারাল অংশ), ২,০৩,২৫০ টাকা, ৪,০৬৫ টাকা, ১২ মাস, ৫০,০০০ টাকা, পি ডব্লু ডি এবং কনস্ট্রাকশন বোর্ডের তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর রেড ও বিল্ডিং ঠিকাদার/প্রকৃত এবং সঙ্গতিপন্ন বাহিরের ঠিকাদার। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া প্রতি প্রস্থ বাবদ ১০ টাকা আদায় দিলে উক্ত অফিসে টেন্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। টেন্ডারের কাগজপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ: ৯ই নভেম্বর ১৯৭১ (বেলা ৩টা পর্যন্ত) (১নং কাজের জন্য) এবং ১৯শে নভেম্বর ১৯৭১ তারিখ (বেলা ৩টা পর্যন্ত) (২নং কাজের জন্য)। টেন্ডার গ্রহণের শেষ তারিখে টেন্ডারের কোনো কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে না।

৪০১৬(২)আইপিআর/এ/৭১ (২৮১১)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ময়ূরাক্ষী হেড কোয়ার্টার্স ডিভিসন, পোঃ অঃ সিউড়ি, জেলা বীরভূম, ময়ূরেশ্বর ইরিগেশন সাবডিভিসনের অধীন বীরভূম জেলায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য আই অ্যান্ড ডব্লু ডি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তালিকাভুক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর ঠিকাদার/বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেন্ডার আহবান করিতেছেন। ৮ই নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত উপরোক্ত অফিসে টেন্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণ করার প্রদত্ত সময় : ৩ মাস। ৯ই নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ এবং যোগ্য ঠিকাদারদের শ্রেণী যথাক্রমে নিম্নরূপ:—(১) ময়ূরাক্ষী লেফট ব্যাংকের বন্যা বাঁধের (এক্স-জমিদারী) মৌজা আগনা হইতে নিমা পর্যন্ত চেন ০ হইতে চেন ৬০ পর্যন্ত মেরামত এবং পুনরুদ্ধার; ৯৬৪৫৯ টাকা; ১৯২৯ টাকা; ২য় শ্রেণীর এবং বাহিরের। (২) মৌজা নিমায় উপরের অনুরূপ চেন ৬০ হইতে চেন ৯০; ৮৩০৪২ টাকা, ১৬৬১ টাকা, ২য় শ্রেণী এবং বাহিরের। (৩) নিমা মৌজায় চেন ৯০ হইতে চেন ১৭০, ঘোর হইতে নামদুলিয়া পর্যন্ত মেরামত ও পুনরুদ্ধার; ১৪২২৭৭ টাকা, ২৮৪৬ টাকা; ১ম শ্রেণীর এবং বাহিরের। (৪) ময়ূরাক্ষী লেফট এমব্যাংকমেন্টের (সার্লকি-উলকুন্ডা এমব্যাংকমেন্ট) চেন ২৪৩·৫০ হইতে চেন ৩৮৩·৫০ পর্যন্ত। মৌজা সার্লকি হইতে উলকুন্ডা পর্যন্ত মেরামত ও পুনরুদ্ধার; ১৭১৯৯৬ টাকা; ৩৪৪০ টাকা, ১ম শ্রেণীর এবং বাহিরের। (৫) ময়ূরাক্ষী লেফট এমব্যাংকমেন্টের (এক্স-জমিদারী) চেন ১৭০ হইতে চেন ২৪৩·৫০ পর্যন্ত মৌজা আমলিয়া হইতে সার্লকি পর্যন্ত মেরামত ও পুনরুদ্ধার। ৮২৩০০ টাকা, ১৬৪৬ টাকা, ২য় শ্রেণী এবং বাহিরের। (৬) উপরের অনুরূপ চেন ৩৮৩·৫০ হইতে চেন ৪৪৩·৫০ পর্যন্ত মৌজা উলকুন্ডাতে, ৮১২০৪ টাকা; ১৬২৪ টাকা; ২য় শ্রেণী এবং বাহিরের।

৪০১৪(৩) আই পি আর/এ/৭১ (২৮০৭)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

বিষয় : স্কিম নং ৭-এম-তে উল্টাডাঙ্গা সিউয়ারেজ এবং স্টর্ম ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনে মোটর এবং সরঞ্জাম সমেত পাম্পিং সেট সরবরাহ এবং সংস্থাপনের জন্য টেন্ডার।

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, উক্ত টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ (বেলা ১২টা) পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখের (বেলা ৩টা) মধ্যে বায়নার টাকা অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

পি-১৬ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ
প্লেস এক্সটেনশন,
কলিকাতা-১২
ডি এস সি বনার্জি
চেয়ারম্যান
(১৮৪)

টেন্ডার

নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ময়ূরাক্ষী সাউথ ক্যানালস ডিভিসন, পোঃ অঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম কর্তৃক আই অ্যান্ড ডব্লু ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর ঠিকাদারগণ এবং অনুরূপ কাজে অভিজ্ঞ বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারগণের নিকট হইতে ফরম নং ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেন্ডার আহবান করা হইতেছে। কাজের নাম, কাজের অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ এবং কাজ শেষ করার সময় যথাক্রমে নিম্নরূপ—(১) বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত মৌজা নারেঙ্গা হইতে মৌজা চরকি পর্যন্ত ভূতপূর্ব জমিদারির অজয় নদের বামতীরবর্তী বাঁধের মেরামত ও পুনর্নির্মাণ: ১৩,৯৯,০০০ টাকা; ২০,০০০ টাকা; চার মাস। (২) জেলা বীরভূমের নানুর থানার অন্তর্গত মৌজা জাহানাবাদ হইতে মৌজা নারেঙ্গা পর্যন্ত ভূতপূর্ব জমিদারির অজয় নদের বাম তীরবর্তী বাঁধের চেঃ ৫৯০·০০ হইতে চেঃ ৮০০·০০ পর্যন্ত (ডি/এস অব রেলওয়ে ব্রিজ সাহেবগঞ্জ লুপ) মেরামত ও পুনর্নির্মাণ; ১৫,৮৮,৬০০ টাকা; ২০,০০০ টাকা; চার মাস। (৩) "ভাঙ্গা জায়গাগুলি বুজাইয়া দেওয়া এবং বন্যাজনিত ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলির সংস্কার সমেত উন্নয়ন কার্যাদি সহ বোলপুর থানার অধীন মৌজা নুরপুর হইতে মৌজা ইটান্ডা পর্যন্ত ভূতপূর্ব জমিদারির অজয় নদের বাম তীরবর্তী বাঁধের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ" কার্য সংক্রান্ত চেঃ ০·০০ হইতে চেঃ ২৫০·০০ পর্যন্ত (ডি/এস অব রেলওয়ে ব্রিজ) সার্ভিস রোড নির্মাণ; ১,৫৪,১৭২ টাকা; ৩,৮৫৪ টাকা; চার মাস। টেন্ডারের কাগজপত্র ১৩ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখের বেলা ১টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হইবে। টেন্ডার ১৫ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখের বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে।

৪০১৩(৩) আই পি আর/এ/৭১ (২৮১৩)

"বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানায় মালিয়ারাজোর ইরিগেশনস্কীম সম্পর্কে (রাইট ব্যাঙ্ক ইরিগেশন ডিভিসন, পোঃ অঃ সোনামুখী, জেলা বাঁকুড়া) হেড ওয়ার্কস সাইটে হার্ড স্টোন বোল্ডার সরবরাহ"-এর জন্য সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার, দামোদর ইরিগেশন সার্কেল, কানাইনাটশাল, বর্ধমান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য, অভিজ্ঞ এবং সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে মুদ্রিত টেন্ডার ফরম নং ২৯০৮-তে সীলকরা টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় : ১,২১,৮৭৫ টাকা। বায়নার পরিমাণ: ৩,০৪৭ টাকা। কাজ শেষ করিবার সময় : তিন মাস। টেন্ডারের কাগজপত্র, টেন্ডারের তফসিল, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি টেন্ডার খোলার তারিখ ব্যতীত যে-কোন কাজের দিন নগদে অফেরৎযোগ্য ৪ টাকা আদায় দিয়া সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। টেন্ডারের কাগজপত্র ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত এবং সেইদিন তাহার অব্যবহিত পরই টেন্ডারদাতা বা তাঁহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সমক্ষে খোলা হইবে। রুল অনুযায়ী আই অ্যান্ড ডবলিউ ডিপার্টের যথোপযুক্ত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণ আবশ্যক টেন্ডারের কাগজপত্র পাইবেন কিন্তু তালিকাভুক্ত (আই অ্যান্ড ডবলিউ ডিপার্টমেন্ট) নহেন, এইরূপ ঠিকাদারদিগকে টেন্ডারের কাগজপত্র ক্রয়ের পূর্বে পূর্বোক্ত অফিসার অথবা ডিভিসনের যে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অধীনে কাজ করিতে হইবে, তাঁহাকে তাঁহাদের পরিচয়পত্রাদির এবং আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্র দেখাইতে হইবে এবং উপরে বর্ণিত যে-কোন একজন অফিসারের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি সংগ্রহ করিতে হইবে। আই অ্যান্ড ডবলিউ ডিপার্টমেন্টে তালিকাভুক্ত নহেন, এইরূপ ঠিকাদারদিগকে টেন্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করার অর্ডার সম্পর্কে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হইলেন দামোদর ইরিগেশন সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার। বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস, দফার তফসিল, অতিরিক্ত শর্তাবলী ও স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণাদি পূর্বোক্ত সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার অথবা সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে অফিসের কার্যকালে আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ দেখিতেও পারেন। সাইটের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে ঠিকাদারগণকে কাজের ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের সহিত অবশ্যই যোগাযোগ করিতে হইবে।

৪০১১(২) আই পি আর/এ/৭১

পরলোকে রুশ মহাকাশ বিজ্ঞানী

মস্কো, ২৬ অকটোবর—তাসের সংবাদে জানা যায়, গতকাল সোভিয়েট মহকাশ বিজ্ঞানী শ্রীমিখাইল কে, ইয়ানগেল হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা যান।

শ্রীইয়ানগেল একজন অসাধারণ বিজ্ঞানী। মহাকাশ রকেট কারিগরী বিদ্যার একজন উদ্ভাবক। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন কমিউনিস্ট পারটি প্রধান শ্রীলিওনিড ব্রেজনেভ, প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন, প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি ও অন্যান্য পদস্থ অফিসার এবং সোভিয়েট বিজ্ঞান এ্যাকাডেমীর সদস্যবৃন্দ।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৬০ বৎসর। —এ পি

টেন্ডার

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, কংসাবতী ক্যানেলস ডিভিসন—২নং, পোঃ অঃ খাতরা, জেলা বাঁকুড়া—কোনো রাজ্য সরকারের এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বা সি পি ডব্লু-তে তালিকাভুক্ত অথবা ডি ভি সি বা কংসাবতী ইত্যাদি বড় ধরনের প্রকল্পে কর্মরত প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে লেফট ব্যাঙ্ক ফিডার ক্যানেল, টেল চ্যানেল, সুপার মেন ক্যানেল এবং মুকুটমণিপুর (বাঁকুড়া জেলা) এলাকা হইতে কলিকাতায় সল্ট লেক এলাকাতে স্টোন ব্যালাস্ট এবং স্টোন চিপ পরিবহণের জন্য বি এফ ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেন্ডার আহবান করিতেছেন। অনুমিত বরাদ্দ: ৩,১০,০০০ টাকা। বায়নার পরিমাণ: ৬,২০০ টাকা। প্রদত্ত সময় : ৬ মাস। ২২ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র ও পরিচয়পত্রাদি দেখাইলে এবং প্রতি প্রস্থ বাবদ ৭ টাকা আদায় দিলে উক্ত অফিসে টেন্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে/ক্রয় করা যাইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়ার পদ্ধতি উক্ত অফিসে জানিয়া লইতে হইবে। ২৩শে নবেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৪০২৬(৩) আই পি আর/এ/৭১

বোঝাই, খালাস এবং এঞ্জিনীয়ার ইন চার্জের নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে গাদা করিয়া রাখাসহ শিলিগুড়ির মহানন্দপাড়াস্থিত ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের গুদামে ৮ এস ডবলিউ জি জি আই অয়ারের ৫,০০,০০০ বর্গফুট ৬"×(১৫২ মি মি×১০২ মি মি) রেকটাংগুলার মেশ ইন্টারলকড অয়ারনেটিং (প্রায় ১৫০'—০" (৪৫·৭২ মিঃ) লম্বা এবং ১৩'—০" (৩·৯৬ মিঃ) হইতে ১৬'—০" (৪·৮৮ মিঃ) চওড়া পিসে) সরবরাহের জন্য অ্যাডিঃ একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, শিলিগুড়ি ইরিগেশন ডিভিসন (ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), আশ্রমপাড়া পোঃ অঃ শিলিগুড়ি (দার্জিলিং) কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের আই অ্যান্ড ডবলিউ ডি-এর ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার এবং প্রকৃত, নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন ও অভিজ্ঞ বাহিরের সরবরাহকারীদের নিকট হইতে ডবলিউ বি ফরম নং ২৯০৮-তে পৃথক পৃথক সীলকরা টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় ৩,০০,০০০ টাকা। বায়নার পরিমাণ ৬,০০০ টাকা। কাজ শেষ করার মেয়াদ ৬০ দিন। শিডিউল ইত্যাদি সহ প্রতি প্রস্থ টেন্ডার ফরমের মূল্য ৪ টাকা (অফেরৎযোগ্য)। টেন্ডারের কাগজপত্র ২৫ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত উপরোক্ত অ্যাডিঃ একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিস হইতে যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত (শনিবার বেলা ১১টা হইতে ১টা পর্যন্ত) বিক্রয় করা হইবে। টেন্ডার গ্রাহ্য করা নর্থ বেঙ্গল সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনীয়ারের ইচ্ছাধীন। তিনি সর্বনিম্ন দরের টেন্ডার গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন এবং কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া প্রাপ্ত টেন্ডার অংশত বা সমগ্রত অগ্রাহ্য করিবার এবং দুই বা দুই-এর অধিক টেন্ডারদাতার মধ্যে কাজ বণ্টন করিয়া দেওয়ার অধিকার তাঁহার রহিল। সরবরাহের কাজের বিশদ বিবরণ উপরোক্ত অ্যাডিঃ একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে দেখা যাইবে। টেন্ডার ২৬ নবেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৪০২৫(৩) আই পি আর/এ/৭১ (২৮১২)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

১-১-১৯৭২ তারিখ হইতে ৩১-৩-৭২ তারিখ পর্যন্ত জামালপুরস্থ পূর্ব রেলওয়ের হাসপাতালের ইনডোর রোগীদের পথ্যের জন্য কাঁচা মাল অর্থাৎ (ক) সবজি ও ফল (খ) খাঁটি গোদুগ্ধ ও মাখন সরবরাহের নিমিত্ত সীলকরা টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে। ১-১১-১৯৭১ তারিখ হইতে ১৭-১১-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত অফিসের কাজের সময় অফেরৎযোগ্য ২ টাকা আদায় দিয়া জামালপুরের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেন্ডার জামালপুরের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে ১৮-১১-১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ৩টায় খোলা হইবে। জামালপুরের ওয়ার্কশপ ক্যাশিয়ারের নিকট বায়না হিসাবে ২৫০ টাকা জমা দিতে হইবে। উপরোক্ত সরবরাহ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ নিম্নবর্ণিতের অফিসে পাওয়া যাইবে। টেন্ডারের সঙ্গে অবশ্যই আয়কর ও বিক্রয় কর পরিশোধের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেকানিক্যাল
(ডব্লিউ) জামালপুর
জি ১০|৯|পি আর ও|মিসে-২৩ (২৯১৬)

টেন্ডার

কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে বিভিন্ন শপ ও ইয়ার্ডের জন্য ঘেঁস সংগ্রহ ও গাদা করা, ঘেঁস ও আবর্জনা বোঝাই ও খালাস করা, মূল্যবান দ্রব্যাদির জন্য অনুসন্ধান করা, কোল ও কোক খালাস করা গাদা করা এবং পুনরায় বোঝাই করার জন্য টেন্ডার গ্রহণের তারিখ (২৫-১০-৭১) ৮-১১-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐদিন বেলা ২টায় টেন্ডার খোলা হইবে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওয়ার্কশপস
কাঁচরাপাড়া
জি ১০|৯|পি আর ও|মিসে-২২ (২৯১৫)

দিল্লি লটারিজ

২৬-১০-১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ খেলা :
প্রথম পুরস্কার ৪,০০০ টাকা DU-073554
দ্বিতীয় পুরস্কার ১,০০০ টাকা DU-067328
তৃতীয় পুরস্কার ৫০ টাকা
DT হইতে DV সিরিজের নিম্নোক্ত নম্বর: 060107 060171
চূড়ান্ত খেলার তারিখ ১২-১১-১৯৭১ —প্রথম পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা।
এইচ. এন. ফতেদার
জয়েন্ট ডিরেক্টর দিল্লি লটারীজ।

ব্রাইডাল ফরম ব্রা

কেনবার আগে দেখে নেবেন নকল কিনছেন না তো? যাচাই করে নিন ব্রাইডাল ফরম কিনা।
আসল

অনুরূপ নাম, ডিজাইন ব. প্যাকিং দেখে ভুলবেন না। নকল ব্রাইডাল ফরম রাখা বা বিক্রি করা বে-আইনী।
প্রস্তুতকারক : কে আর ভিটল
১৩, কিচেন গার্ডেন রোড, বম্বে-২
পাইকারী স্টকিস্ট : মেসার্স চন্দ্র হোসিয়ারি, ২০৩/১, এম জি রোড, ৪ তলা, রুম নং ডি-১৫, কলকাতা-৭ (২১৯৭ এ)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

টেন্ডার নোটিস

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য দুই প্রস্থে টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে এবং ঐগুলি প্রত্যেকের পার্শ্বে উল্লিখিত তারিখে বেলা ১২টা পর্যন্ত ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। প্রত্যেক টেন্ডার দুই প্রস্থে "........এর জন্য টেন্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা খামে ভরিয়া কীপার অব রেকর্ডস-এর নিকট প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেন্ডার ফরমে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে:

টেন্ডারের নাম	অনুমিত ব্যয়	বায়না জমার পরিমাণ	টেন্ডার ফরম সহ স্পেসিফিকেশন-এর মূল্য	টেন্ডার খোলার তারিখ
১। ১৯৭২-৭৩ সালে পলতা পাম্পিং স্টেশনে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট সরবরাহ ও ডেলিভারি	২৫,০০০ টাকা (আনুমানিক)	১,০০০ টাকা (এল এস)	১০ টাকা প্রতি প্রস্থ	১১-১১-৭১
২। টালা ব্রিজ হইতে সাউথ সিঁথি রোড পর্যন্ত বি টি রোডের পূর্ব দিক বরাবর ৬" ব্যাসের ডিস্ট্রিবিউটিং মেন-এর ব্যবস্থাকরণ	৩,০৩,০০০ টাকা	৬,৫৪২ টাকা	৪০ টাকা প্রতি প্রস্থ	১৮-১১-৭১

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
২৫-১০-৭১
(২৮০৩)

শহীদ স্মরণ লটারী

(৪র্থ খেলা—১৬-১১-৭১)
প্রথম পুরস্কার – এক লক্ষ টাকা
প্রতি টিকিট এক টাকা
খেলার নিশ্চিত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ
সাধারণের সহযোগিতাধন্য
বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী স্মারক সমিতি

এঞ্জিনিয়ার, এঞ্জিনিয়ারিং, লাইসেন্সিয়েট, টেকনিসিয়ান ও সাধারণ গ্রাজুয়েটদিগের জন্য সুযোগ

নদীয়া জেলার মধ্যে টায়ার, তৈল ও জ্বালানী দ্রব্যাদির ডীলারশীপ পাইতে ইচ্ছুক এঞ্জিনিয়ার, এঞ্জিনিয়ারিং লাইসেন্সিয়েট, অন্যান্য টেকনিসিয়ান এবং সাধারণ বেকার গ্রাজুয়েটদিগের নিকট হইতে সমবায় বা বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে দরখাস্ত আহবান করা যাইতেছে। দরখাস্ত এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে নদীয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে। দরখাস্ত পাওয়ার পর উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে ডীলারশিপ হাতে লওয়ার ব্যাপারে দরখাস্তকারীদিগের সক্ষমতা এবং আন্তরিকতা বিচার করার জন্য এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাঁহাদের কেসগুলি যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান হইবে।

—ডবলিউ বি (আই অ্যান্ড পি আর) অ্যাড নং ৪০০৬(৪) আই পি আর/এ/৭১—

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

বর্ধমান জেলা প্রতিনিধি

সোমবার বর্ধমান পুলিশ ভাতার ৪ খণ্ডকোষ এলাকা থেকে ৬জনকে গ্রেফতার করেছে। বর্ধমান রাজের প্রধান পুরোহত সর্বেশ্বর মহাতো ও কংগ্রেস সমর্থক রঘুপত দত্তকে হতার ব্যাপারে ধৃত ব্যক্তিগণ লিপ্ত বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

কলিকাতা টেলিফোনস

লোকাল অ্যাসিস্ট্যান্স "১৯৯" সার্ভিস-এর জন্য টেলিফোন গ্রাহকদের নিমিত্ত অতিরিক্ত সুবিধার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত ডায়েলিং নম্বরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২২-৩০৩৩
২৩-০১৭১

"১৯৯" নম্বর পাইতে ক্রমাগত অসুবিধা হইতে থাকিলে গ্রাহকগণ উপরোক্ত নম্বর দুইটির যে কোন একটি ব্যবহার করিতে পারেন। এই অতিরিক্ত লোকাল অ্যাসিস্ট্যান্স নম্বর দুইটিতে যাহাতে বেশী চাপ না পড়ে তাহার জন্য গ্রাহকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থে "১৯৯" নম্বর পাইতে ক্রমাগত বিফল হইলেই কেবল এই নূতন নম্বরগুলির সুযোগ গ্রহণ করেন।

২৭-১০-৭১ তারিখ বেলা ৩টা হইতে এই ব্যবস্থা চালু হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার

(২৮০৪)

মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার একটি সর্বজনীন পুজামণ্ডপে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। —নিজস্ব চিত্র

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগরের বিখ্যাত চার দিনের সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় চন্দননগর বারাসত গড়ের ধার সর্বজনীনের রজত জয়ন্তী পূজানুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়।

চন্দননগরের তথ্য অফিসার শ্রী পি বি ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এ বছর সর্বজনীন পূজার সংখ্যা ৫৬ থেকে বেড়ে ৬১ হয়েছে। চন্দননগরের ধরনের জগদ্ধাত্রী পূজা হুগলি জেলার অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ছে।

পূর্ব রেলের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বৃহস্পতি, বুধ, ও শুক্রবার অধিক রাত্রে ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া একটি করে স্পেশ্যাল ট্রেন চালানো হবে।

চীনা পরিচয়ে উত্তর কোরিয়া প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর—উত্তর কোরিয়ার যে প্রতিনিধি দলটি অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তান সফর করেছিল তাদের চীনা বলে পরিচয় দেওয়া হয়।

উত্তর কোরিয়া থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র কেনা হচ্ছে সেগুলি আসছে পাকিস্তানের দুটি ডিভিশনকে সজ্জিত করার জন্য। গত ক মাস ধরে এই দুটি ডিভিশন গড়ে তোলা হচ্ছে। কারণ তিন ডিভিশনেরও বেশি সৈন্য পাক সরকার পূর্ববঙ্গে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন।

—পি টি আই

সিউড়িতে পৌরকর্মী ছুরিকাহত

সিউড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সোমবার সন্ধ্যায় সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী শ্রীইন্দ্র চ্যাটারজি তাঁর বাড়ির সামনেই আক্রান্ত হন। তাঁর ঘাড়ে ছোরা মারা হয়। তাঁকে সদর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ১২ থেকে ১৪ বছরের মাত্র চারটি বালক শ্রীচ্যাটারজিকে আক্রমণ করে। সন্দেহ করা হচ্ছে নকশালরা এই বালকদের তাদের দলে নতুন সংগ্রহ করেছে। একটি ডাকঘরেও আগুন লাগান হয়। পুলিশ সিউড়িতে নকশালপন্থী বলে বর্ণিত চারজনকে গ্রেফতার করেছে।

জেল পলাতকসহ ৭জন গ্রেফতার

মঙ্গলবার আসানসোল ও দুর্গাপুর এলাকা থেকে পুলিশ উগ্রপন্থী সন্দেহে দুজন নেতাসহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। এদের একজন জেল পলাতক। ধৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে পুলিশ ৩টি তাজা বোমা ও বে-আইনী কিছু কাগজপত্রও উদ্ধার করেছে।

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কলিকাতায় আরো একটি শাখা খোলার কথা সানন্দে ঘোষণা করছেন

স্থান ঃ

৩৬/১, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা—৭, পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ ২৭ অক্টোবর ১৯৭১, বুধবার

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে তাঁদের শাখা খোলার কথাও ঘোষণা করছেন ঃ

গান্ধীনগর, বিজয়বাড়া
অন্ধ্রপ্রদেশ

গঙ্গাবল্লী তালাইভাসাল | **সালেম জেলা, তামিলনাড়ু**

তারিখ ২৭ অক্টোবর, ১৯৭১ এবং

সফদরজং ডেভেলপমেণ্ট এনক্লেভ
এ-২/১, সফদরজং এনক্লেভ
নয়াদিল্লি—১৬

তারিখ ২৯ অক্টোবর ১৯৭১ শকাব্দ

আমরা ২৬ অক্টোবর, ১৯৭১ মঙ্গলবার অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় চল্লাপল্লিতে আমাদের শাখা খুলেছি।

সকল ধরনের ব্যাঙ্কিং সার্ভিসের জন্য আমাদের শাখাগুলিতে আসুন

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

(ভারত সরকারের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন)
সারা ভারতে ৩০০টি শাখা

(২৭০৯ এ)

যে সব ছাত্র এ-বৎসর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য নূতন জীবিকা

'আর্কিটেক্ট' অথবা 'ইলেকট্রিক্যাল-কম্যুনিকেশন এঞ্জিনীয়ার' হইতে হইলে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন—

"উইমেনস পলিটেকনিক"
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্পনসর্ড)

২১, কনভেণ্ট রোড,
কলিকাতা-১৪
টেলিফোন নং ২৪-৫৭৫৮

(২৮৬১)

'আমার চাই এমন পাইপ যা সহজে ফাটা, ফুটো বা ক্ষয় হয় না।'

'দোকানে গিয়ে বলুন আই-টি-সি ছাপ মারা পাইপ দিতে। তাহলেই জানবেন তার চাদর ঠিক মাপমতন পুরু এবং ওজনেও সঠিক। ফলে এ টিউব টের বেশিদিন টেঁকে।'

কাঁচামাল থেকে শুরু ক'রে পুরোপুরি তৈরি হওয়া পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান টিউব তার টিউবের গুণমান আগাগোড়া কড়া ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ব'লেই এ জিনিস সম্ভব হয়। টিউবে আই-টি-সি ছাপ দেখে আপনি সুনিশ্চিত হতে পারবেন যে, তার চাদর ঠিক মাপমতন পুরু এবং ওজনেও সঠিক। এ জন্যই বিচক্ষণ বাড়ির মালিক, ক্ষেতখামারের মালিক এবং অন্যান্য ক্রেতার কাছে আই-টি-সি টিউবের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

তাছাড়া, উৎকর্ষের তৃতীয় পক্ষীয় নির্ভরপত্র হিসেবে আই-এস ঃ ১২৩৯ (পার্ট ১)—১৯৬৮ অনুযায়ী আই-টি-সি টিউব ভারতীয় মানক সংস্থার প্রমাণপত্রের অধিকারী।
সুতরাং আই-টি-সি টিউব ব্যবহার করলে আপনি সবসময় আপনার টাকা ষোল আনা উশুল করতে পারবেন।

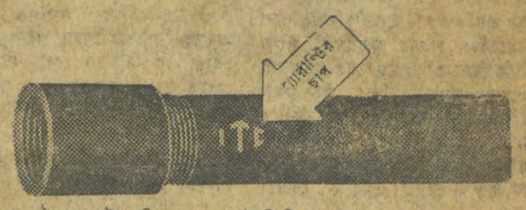

কিনতে হলে আই-টি-সি টিউব—তৈরির গুণে টেকসই

INDIAN TUBE

ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানি লিমিটেড টাটা-স্টুয়ার্টস অ্যাণ্ড লয়েডস্-এর যৌথ প্রচেষ্টা কলিকাতা বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ আমেদাবাদ কানপুর

AIYARS ECGC.26 BN

আফ্রিকার এক রাজ্যে হঠাৎ গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ায় শ্রী গোপিনাথের ব্যবসার সর্বনাশ হতে বসেছিল...

বহুবছর ধরে শ্রী গোপিনাথ বিশেষ সফলতার সঙ্গে আফ্রিকার এক নির্ভরযোগ্য ক্রেতার সঙ্গে রপ্তানির ব্যবসা করে আসছিলেন। এই ক্রেতা পাওনা টাকা চুকিয়ে দিতে কখনও দেরি করতেন না, আর শ্রী গোপিনাথেরও অভিযোগের কোনও কারণ ছিল না।

তারপর এলো সেই দুর্দিন—যে দিন খবরের কাগজে বেরোলো—শ্রী গোপিনাথ যে রাজ্যে মাল রপ্তানি করতেন সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে!

শ্রী গোপিনাথের পাওনা টাকা আসা বন্ধ হল। উনি আকুল হয়ে চিঠি লিখেও কোনও জবাব পেলেন না। ওঁর সামনে এসে দাঁড়ালো ১,৫৫,০০০ টাকা খোয়ানোর ভয়ঙ্কর সমস্যা! ওঁর ছোট ব্যবসাটি এইখানেই শেষ হয়ে যেতে পারতো।

কিন্তু শ্রী গোপিনাথ এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠলেন। কারণ, উনি বিচক্ষণতার সঙ্গে রপ্তানি করা মাল ই.সি.জি.সি.-র মাধ্যমে বিমা করিয়ে রেখেছিলেন। ওঁর দাবির পুরো টাকা ই.সি.জি.সি. মিটিয়ে দিল—ভয়ঙ্কর সঙ্কট কেটে গেল। একমাত্র ই.সি.জি.সি.-ই আপনাকে এই ধরণের সমগ্র সুরক্ষার সুযোগ দিতে পারে।

ই.সি.জি.সি. কিভাবে সার্ভিস দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন—অনুগ্রহ করে তার বিস্তারিত বিবরণ পাঠান।

নাম _____

ঠিকানা _____

ডিপার্টমেণ্ট ABP

বিস্তারিত বিবরণের জন্যে এই কুপনটি আপনার কাছাকাছি আমাদের যে শাখা দপ্তর আছে, সেখানে ডাকে পাঠিয়ে দিন।

এক্সপোর্ট ক্রেডিট এণ্ড গ্যারাণ্টি কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস: ১০ তলা, এক্সপ্রেস টাওয়ারস্, নারীম্যান পয়েণ্ট, বম্বে-১ (বি. আর.)
শাখা:
বম্বে: ৪, র‍্যাম্পার্ট রো, বম্বে-১
কলকাতা: টাটা সেণ্টার, ১০ তলা, ৪৩, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
নিউ দিল্লী: চৌধরী হাউস, ১০-এ, কার্জন রোড, নিউ দিল্লী-১
মাদ্রাজ: ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, ১ তলা, ১৭শ নর্থ বীচ রোড, মাদ্রাজ-১
কোচিন: চাতুরুতী বিল্ডিং, ১ তলা, মহাত্মা গান্ধী রোড, এর্ণাকুলাম, কোচিন-১১

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বুধবার, ১০ কার্তিক, ১৩৭৮

দিনের বাণী

আমি যে স্বপ্ন ভালবাসি—সে হইতেছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। আমি চাই—এই ভারত তাহার নিজ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হউক; তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার তাহারই হস্তগত হউক। আমি চাই—এদেশে একটা স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহার সৈন্য, তাহার নৌবল, তাহার বিমানপোত তাহার সমস্তই স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হউক।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

রাষ্ট্রপুঞ্জে বাস্তবের স্বীকৃতি

রাষ্ট্রপুঞ্জের বৃহৎ সংসারে আরও এক যোগ হইল। অথচ এক শো একত্রিশ এবার কিন্তু এক শো বত্রিশ হইল না। যথাপূর্বই রহিয়া গেল। সংখ্যাটি প্রতি বছরই কিছু-না-কিছু বাড়ে, রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বাস্থ্যে যাহাই হোক, পরিবার তাহার বর্ধমান। কিন্তু এবার যাহা ঘটিল তাহা নিছক যোগ অঙ্ক নয়, ছাব্বিশ বছরের এই প্রতিষ্ঠানের জীবনে রীতিমতো ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা, নবাগত রাষ্ট্রটির নাম চীন—পিপলস রিপাবলিক অব চায়না। তাহার আসনে এতকাল যে অধিষ্ঠিত ছিল, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা রায় দিয়াছে সে বেনামদার,—তাইওয়ান বহিষ্কৃত। সাধারণ পরিষদ একবাক্যে এ কথা বলে নাই অবশ্য, ভোটের ফল রীতিমতো নাটকীয়। তাইওয়ানকে বহিষ্কারের পক্ষে ভোট দিয়াছে ৭৬টি দেশ, বিপক্ষে ৩৫টি,—১৭টি দেশ যাহাকে বলে—নিরপেক্ষ। এই ফলাফল নাকি অপ্রত্যাশিত। কেননা, সকলেই ভাবিয়াছিলেন চীনের প্রবেশ এবং তাইওয়ানের প্রস্থান দাবি করিয়া আলবেনিয়ার নেতৃত্বে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে এ বছর যদিও তাহার খরিদ্দার বাড়িবে, তবু চীনের সঙ্গে তাইওয়ানকেও ওই একই বাড়িতে রাখিবার জন্য মার্কিন সহ-অবস্থিতির চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। শেষ পর্যন্ত "দুই চীন" না হোক, এক চীন আর এক তাইওয়ানের ভিত্তিতেই কোনও রফা হইবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল তাইওয়ান পত্রপাঠ বিদায়।

ভোটের বাক্সে অনেক বিস্ময়ই লুকাইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটির এই ফল বোধ হয় সেই অর্থে খুব বিস্ময়কর নহে। কেননা, ইস্যুটা পুরানো। বাইশ বছর ধরিয়া চীনের অধিকার লইয়া নিউইয়র্কের ওই কাচের বাড়িতে বিতর্ক চলিয়াছে। মাঝখানে বাদ ছিল মাত্র একটি বছর। ইদানীং ক্রমেই জানা যাইতেছিল চীনের অনুরাগী সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িতেছে। গত বছর দুই মতের ব্যবধান ছিল যৎসামান্য। ইতিমধ্যে চীন যেমন তাহার কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাড়াইয়াছে, ঠিক তেমনই চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য অন্যদের আগ্রহও বাড়িয়াছে। এমন কী কানাডা এবং ইতালির মতো দেশও আজ চীনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কিসিঙ্গার-দৌত্য এবং নিক্সনের চীন-সফরের বাসনা জানাইয়া দিয়াছে আমেরিকাও আর চীনকে ঠেকাইয়া রাখার জন্য ঠিক ততখানি ব্যস্ত নয়। আমেরিকা অবশ্য চাহিয়াছিল একই সঙ্গে শ্যাম এবং কুল দুইই রক্ষা করিতে। কিন্তু আর-সকলে যে এই অতি-মিহি কূট-নীতিতে ততখানি আগ্রহী নয়, তাহা বোঝা গেল। বস্তুত গোড়াতেই মার্কিন প্রস্তাবে সায় দিতে জাপানের দ্বিধা ছিল, শেষ পর্যন্ত সে পীড়া-পীড়িতে পড়িয়া রাজী হইয়াছে। ভোটের ফল জানাইয়া দিল, অন্যেরা দুই-চীন তত্ত্বে গররাজী। বস্তুত, তাইওয়ানও কি দুই-চীন তত্ত্বের বিরোধী নয়? এই ভোটাভুটির পরে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে তাইওয়ানের সত্তা লইয়াও জল্পনা চলিবে।

ভোটের ফল নয়, আসল ঘটনা—নিউইয়র্কের ওই অট্টালিকায় চীনের আবির্ভাব। লক্ষণীয়, চীন দরবার করিয়া নিজের জন্য সেখানে একটি আসন সংগ্রহ করে নাই,—আদায় করিয়া লইয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ তাহাকে সদস্যপদ দিতেছে তাহারই শর্তে। চীন সাফ জানাইয়া দিয়াছিল তাই-ওয়ান যতক্ষণ হাজির থাকিবে ততক্ষণ সে অনুপস্থিত। কিন্তু মজার কথা এই, চীন রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্পর্কে ইদানীং খুব অনিচ্ছা কিংবা অনীহাও প্রকাশ করে নাই। একসময় সুকর্ণের সহযোগিতায় চীন প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া তুলিবে বলিয়া হুমকি দিয়াছিল, এক সময় তাহার কাছে আরও কিছু "অ্যান্টি" বা বিরোধী বস্তুর একটি ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ, "পুঁজিবাদ আর আধুনিক শোধন-বাদের আখড়া।" ধীরে ধীরে সেই আস্তাখানাতেই সে নিজের জন্য একখানা আসন সংগ্রহ করিয়া লইল। সন্দেহ নাই, এটা তাহার প্রাপ্য ছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জে এইবার ৭০-৭৫ কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাইবে: এবং ইহাও ঠিক, ৭০-৭৫ কোটি মানুষের দেশকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্পূর্ণ হয় না।

ভারত অবশ্য ১৯৫০ সন হইতেই, অর্থাৎ কম্যুনিস্ট চীন গদিয়ান হওয়ার কয়েক মাস পর হইতেই চীনের জন্য সওয়াল করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অন্য আরও অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, একঘরে করিয়া রাখিবার ফলে ক্ষতি যতখানি না চীনের তার চেয়ে বেশী অনিষ্ট অবশিষ্ট দুনিয়ার। চীনের চালচলন সংযত, দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ ও স্বাভাবিক করিতে প্রয়োজন তাহার বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করা। দুনিয়ার সুস্থতা বজায় রাখার রাস্তা তাহাকে কূটনৈতিক "কোয়ারেণ্টাইনে" ফেলিয়া রাখা নয়। ১৯৬৪ সনে চীন পারমাণবিক ক্লাবের দুয়ারে হানা দিবার পর হইতে তাহার প্রতি অন্যদের আকর্ষণ স্বাভাবিক-ভাবেই বাড়িয়াছে। তাছাড়া, শুধু বিশ্বশান্তি কেন, চীনের ভৌগোলিক রাজনৈতিক গুরুত্ব, চীনের বাজার, চীনের সম্ভাবনা—সব চিন্তাই মাথায় ঠাঁই পাইয়াছে। তাহারই এক পরিণতি যদি চীন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমঝোতা, তবে আর-এক পরিণতি রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের এই অভিষেক।

এই ঘটনার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য। প্রথমত, রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাণহীনতা অবশ্যই ঘুচিবে। অভ্যাসে অভ্যাসে যে-আচরণ প্রায় দ্বিতীয় স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এবার অবশ্যই তাহা পালটাইতে হইবে। শক্তিবিন্যাসে হেরফেরও অবধারিত। এতকাল ছিল মোটামুটি দুই তরফ—এবার প্রায় সমান বলবান তৃতীয়পক্ষের অধিষ্ঠান; গোষ্ঠী-নিরপেক্ষরাও হয়তো নূতন চাপে এদিক ওদিক চাহিতে পারে। নূতন সেক্রেটারি-জেনারেল-নিয়োগে এবার "ঐক্য" বাস্তব চেহারা লইবে না,—চীনের সঙ্গে আলোচনা না করিয়া কাহাকেও নিয়োগপত্র দেওয়া দুঃসাধ্য। এ দিকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসনে চীনা-প্রতিনিধির আচরণ অবশ্যই সমগ্র দুনিয়া আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিবে,—"ভেটো" এবার চু এন লাইয়ের হাতে। হয়তো-বা অতঃপর নূতন করিয়া নিরাপত্তা-পরিষদের কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টা চলিবে। এক কথায়, বাহিরের দুনিয়ায় আজ যে কূটনৈতিক দ্রুতপরতা, রাষ্ট্রপুঞ্জের কক্ষে কক্ষেও তাহার প্রতিফলন অনিবার্য। এই নূতন হাওয়া সমন্বয়ের না সংঘর্ষের, সেটা অবশ্য ক্রম-প্রকাশিতব্য।

ভোট হারাইবার ভয়ে

প্রশাসনের জন্যই হউক আর উন্নয়নের জন্যই হউক, অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের প্রয়াস এ দেশে মোটের উপর শহর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বাড়তি রাজস্বের প্রয়োজনে প্রতি বৎসর যে নূতন নূতন কর ধার্য হইতেছে সে সব প্রধানত নগর অঞ্চলের অধিবাসীদের উপরই পড়িতেছে, বিশেষ করিয়া প্রত্যক্ষ করগুলি। যাহাদের সাধ্য বেশী, তাহাদের নিকট হইতে বেশী কর আদায় করাই নিয়ম। বিত্তশালী-দের আবাস মুখ্যত শহর অঞ্চলেই। কাজেই তাহাদের যে বেশী কর দিতে হইবে সে আর এমন বেশী কথা কী? কিন্তু সঙ্গতিই যদি কর দেওয়ার ক্ষমতার লক্ষণ হয় তাহা হইলে তাবৎ বিত্তশালী ব্যক্তির নিকট হইতেই তো উচ্চহারে কর আদায় করা উচিত—তা তাঁহারা গ্রামবাসীই হউন আর নগর-বাসীই হউন। শহর ও গ্রামের মধ্যে এক্ষেত্রে পার্থক্য করা উচিত নয়। শিল্প-পরিচালনা করিয়া যাঁহারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন তাঁহাদের উপর প্রত্যক্ষ কর বসাইবার পক্ষে যেমন জোরালো যুক্তি আছে তেমনই আছে কৃষিকর্ম হইতে যাঁহারা বিস্তর টাকা আয় করিতেছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রেও।

এ দেশে এখনও পর্যন্ত ধনী কৃষকদের বিত্তশালী শিল্পপতি কিংবা বণিকদের সঙ্গে সমানহারে কর দিতে হয় না। কৃষিকর্মে লোকে যে টাকা উপায় করে সে টাকা আয়করের আওতায় আসে না। যতদিন শিল্প ও বাণিজ্যের উপরই লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি ছিল ততদিন অবশ্য নিয়মটা অসংগত ছিল না। কিন্তু আগেকার দিন তো আর নাই। খাদ্যের অনটনের দরুন খাদ্যশস্যের দাম এতই চড়া যে চাষবাস করিয়াও এখন দিব্য অর্থ উপার্জন করা যায়। তবে অবশ্য বিঘা-দুই যাহাদের সম্বল তাহাদের আয় খুব বেশী হইতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যাহাদের জমির পরিমাণ মাঝামাঝি তাহারাও কৃষিজাত পণ্যের চড়া দরের কৃপায় সুখের মুখ দেখিতেছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা—যেখানে হরিৎ-বিপ্লবের সূত্রপাত—সেখানে এমন ধরনের সঙ্গতিপন্ন চাষীর সংখ্যা যথেষ্ট। অন্যান্য রাজ্যেও তাহারা নগণ্য নয়। ভারতবর্ষে ধনী কৃষিজীবীর অভাব এখন আর নাই।

ওই ধনী কৃষকশ্রেণী কিন্তু আয়কর আদৌ দেয় না। বিলাসের সামগ্রী তাহারা যে সমস্ত কেনে তাহার উপর পরোক্ষ কর অবশ্য দেয়। করের চাপ বলিতে তাহাদের উপর আর কিছু নাই। অথচ ইদানীং মূল্যবৃদ্ধির কল্যাণে কর দিবার সামর্থ্য তাহাদের যথেষ্ট বাড়িয়াছে। রাজ্যে রাজ্যে কৃষি-আয়কর একটা আছে বটে। কিন্তু তাহার হার অত্যন্ত কম। তাহাও আবার ঠিকমত আদায় হয় কি না সন্দেহ। কোনও কোনও রাজ্যে দেখা যাইতেছে সে খাতে সরকারী আয় কমিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ তাহাদের মধ্যে একটি। এই আয়হ্রাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির সীমা বাঁধিয়া দেওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে কি না সেটাও বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। যাহারা চাষ না করিয়া শহরে বসিয়া গ্রামের জমির উপস্বত্ব ভোগ করে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু জমি যে চাষ করে তাহার জমির অধিকার আইনের বেড়াজালে বাঁধিয়া না দিলে ক্ষতি কী? কৃষি-আয়কর এখন প্রধানত আসিতেছে বাগিচা হইতে। সেখানে জমির অধিকার আইনের বাঁধনে সীমিত নয়।

যোজনা-পর্ষদ চান সরকারের রাজস্ব বাড়াইবার উপায় হিসাবে বিত্তশালী কৃষকদের উপর কর ধার্য করা হউক কিংবা যেখানে সে কর আছে তাহাকে উচিতমতো বাড়ানো হউক। তাঁহারা দেখাইয়াছেন শিল্প বাণিজ্য হইতে আয়ের ২.৬ শতাংশ সরকারী তহবিলে সংগৃহীত হয় আয়কর হিসাবে অথচ কৃষি হইতে লওয়া হয় এক শতাংশেরও কম। এ বৈষম্য ন্যায়সঙ্গত নয়—বিশেষ করিয়া যখন কৃষিকর্ম হইতে লোকের আয় বেশ বাড়িতেছে। আয়কর বসাইয়াই হউক কিংবা অন্য কোনও কর ধার্য করিয়াই হউক গ্রাম অঞ্চলের নূতন ধনীদের বিত্তের একটা অংশ দেশের উন্নয়নের জন্য আদায় করা উচিত। যাহারা দরিদ্র কৃষক তাহাদের উপর করের বোঝা চাপানো অন্যায়, কিন্তু বিত্তশালীদের কেবল কৃষিজীবী বলিয়া রেহাই দেওয়া অসংগত। তবে মুশকিল বাধাইয়াছে ভোট-দেবতা। গ্রাম্য ভোট-দাতারা পাছে বিমুখ হন এই ভয়ে রাজ্য সরকারের দল এমন একটা আয়ের উৎসকে কাজে লাগাইতে ইতস্তত করিতেছেন। যোজনা-পর্ষদ কি তাঁহাদের ভয় ভাঙাইতে পারিবেন?

উদার অভ্যুদয়

আকাশে পাতিয়া কান, যাহা আজ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা যেন দুরায়াত এক ঝঞ্ঝার গুঞ্জন। মেঘ জমিয়াছে, বহ্নিময় বিদ্যুতের আভা ঝলক দিতেছে, এবং মাঝে মাঝে বজ্রের শব্দও গরগর করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে।

রূপক করিয়া না বলিয়া সাদা কথায় বলিতে পারা যায়, জাতির সম্মুখে ঘটনা আজ যুদ্ধের সম্ভাবনাময় একটি পরীক্ষার মূর্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে। দেশবাসীর প্রত্যেকের মনে আজ এই প্রশ্ন: যুদ্ধ কি অবধারিত? যুদ্ধ কি আসন্ন? মনের আকাশে কান পাতিলে শুনিতে হইতেছে, সত্যই বজ্রে তাহার বাঁশী বাজিতেছে। হইতে পারে, এই ঘনীভূত মেঘ সহসা কিংবা ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া অথবা উড়িয়া ও সরিয়া যাইবে। কিন্তু এমন কোন লক্ষণ ঘটনার আকাশে নাই যাহা দেখিয়া দেশবাসীর মনে এই ধারণা হইতে পারে যে, যুদ্ধ হইবে না।

দেশবাসীর মনে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইল যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি ও পরিণাম সম্বন্ধে। বিপুল আগ্রহে আলোড়িত কয়েকটি জিজ্ঞাসা। এই সব জিজ্ঞাসার সমূহ উত্তর অবশ্য দৈববাণীর মতো আপনি ধ্বনিত হইবে না। ইহা দেশবাসীর মন আপনি বিচার করিয়া পাইতে পারে। বাস্তব সত্য এই যে, জাতির জীবনেও ভালবাসার নায়িকার জীবনের মতো তিমিরাভিসার আছে। কঠোর পঙ্কিল-শঙ্কিল পথে যাত্রা করিয়া প্রিয় অভীষ্টের কাছে উপনীত হইতে হয়। আগ্রহে সততা আছে, অনুরাগে নিষ্ঠা আছে, তবু দুরূহ বাধা-বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে হয়। পদক্ষেপ কণ্টকে ক্ষতাক্ত হইবে, ঘোর তমিস্রার আবরণে পথচিহ্ন ঢাকা পড়িবে এবং হয়তো একটি ক্ষুদ্র খদ্যোতের দীপ্তিও সাহায্য করিতে আসিবে না। তবু তিমিরাভিসারিকার প্রাণ কোন ভয়ে কুণ্ঠিত হয় না। তিমিরের বাধা দলিত-মথিত করিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়।

কোন সন্দেহ নাই, আজ জাতির সম্মুখে এই প্রকারের নিষ্ঠা ও অনুরাগের প্রেরণা গ্রহণ করিবার কর্তব্য দেখা দিয়াছে। কোন সন্দেহ নাই, জাতির ইতিহাস আজ এক নূতন পরিণামের পথের মোড়ে এবং কালের সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এবং এই কর্তব্যের সব চেয়ে বড় সত্য এই যে, যুদ্ধ করিলে প্রবল ও বিপুল বন্যার আবেগ লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ, নিদারুণ হীনমতি ইয়াহিয়া ভারতের বিরুদ্ধে যে-ধরনের যুদ্ধ প্ররোচিত করিতে চাহিতেছে, তাহা হইল সামান্য যুদ্ধ ও সীমিত যুদ্ধ। বিশেষজ্ঞের ধারণা, পাকিস্তান কাশ্মীরকে এবং ত্রিপুরাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যের এমন এক ভিত্তি পাইতে চাহে, যাহার উপর দাঁড়াইয়া সে নিষ্পত্তির শর্ত ঘোষণা করিতে পারিবে ও ভারতকে সেই শর্তে আলোচনা করিতে বাধ্য করিবে।

আশার বিষয়, ভারতের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়াহিয়ার এই চটুল স্বপ্নের আনন্দ ভাঙিয়া দিবার মতো শর্ত ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। পাকিস্তান ভারতের উপর আক্রমণ করিলে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, থাকিবে ও লড়িবে। ইয়াহিয়ার চক্রান্তময় সীমিত যুদ্ধের স্বপ্ন ঘুচাইয়া দিয়া ভারত বস্তুত অসীমিত যুদ্ধ চালাইবে। ইয়াহিয়ার আশা, সীমিত যুদ্ধের কিছু কামান গর্জন করিলেই তাহার মুরুব্বী রাষ্ট্রগুলি শান্তি-শান্তি বলিয়া চিৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিবার অজুহাত পাইবে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আপোসের বৈঠক বসাইবার ধূর্ত প্রচেষ্টা মাতাইয়া তুলিবে।

কিন্তু হায় ইয়াহিয়া, তাহার শোণিতসিক্ত জল্লাদী বুদ্ধির চরম হিসাব-নিকাশ করিবার জন্য এইবার যে শমন আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, তাহা বোধ হয় সে এখনও দেখিতে পায় নাই। আর ওই যে পূর্ব বাংলা, যাহার প্রাণ আজ তিমিরবিদারী উদার অভ্যুদয়ে জাগ্রত হইয়া মূঢ় ইয়াহিয়ার স্বপ্নকে অন্ধকারে প্রোথিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ইয়াহিয়া এবং তাহার মুরুব্বী রাষ্ট্রেরা দেখিয়াও দেখিতেছে না। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কাহাকে কী দেখিতে হয়!

এলেন

গেলেন

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষের দেশ গণ প্রজাতন্ত্রী চীন বাইশ বছর বাদে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বীকৃতি পেল। অবসান হলো দুই চীন ধারণার। চিয়াং কাইশেক-এর চীনের অস্তিত্বও মুছে গেল রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধি এখন থেকে নিউ ইয়রকের রাষ্ট্রপুঞ্জ ভবনে পাশাপাশি বসবেন পৃথিবীর অন্য সব দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে—দাবি তুলবেন, যুক্তি সাজাবেন, তর্ক করবেন। বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রটিকে রাজনৈতিক ভাবে এক ঘরে করে রাখার অবাস্তব ব্যবস্থাটি এত দিন বাদে দূর হয়ে গেল। এই ঐতিহাসিক ঘটনায় ভারতের ভূমিকা ধারাবাহিক ভাবে বিশ্বস্ত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি ১৯৪৫ সালে যখন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চলছিল, তখন এই পরিকল্পনাটিকে স্বাগত জানিয়ে-ছিলেন মাও সে তুং। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই চীন এর সদস্য।

বাইশ বছর বাদে

কিন্তু ১৯৪৯-এর ১ অকটোবর মাও সে তুং চীনের মূল ভূখণ্ডে যখন প্রতিষ্ঠা করলেন গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের, চিয়াং কাইসেক বিতাড়িত হলেন ফরমোজায়—দ্বীপবাসী হয়েও চীন নামের একটি রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে রইলেন—সমস্যা দেখা দিল তখন। ভোটাভুটির পর ফরমোজাকেই দেওয়া হলো সদস্যপদ। বিশ্বসভায় চীনের মূল ভূখণ্ডের বিপুল জনসাধারণের কোনো প্রতিনিধি রইলো না।

কিন্তু ভারত প্রথম থেকেই গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সমর্থক: এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তিন মাস পরেই রাষ্ট্রপুঞ্জের পঞ্চম সাধারণ অধিবেশনে চীনকে স্বীকৃতি দেবার প্রশ্ন ওঠে। ভারত দাবি জানায়—জাতীয়তাবাদী চীনকে বাদ দিয়ে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনকে সভাপদ দেওয়া হোক। ভোটে সেবার প্রস্তাবটি পাশ হয়নি—কিন্তু এর পর যতবার এরকম প্রস্তাব উঠেছে—ভারত অবিচলিত সমর্থন জানিয়েছে। এমন কি ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষের পরও ভারত এই নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। চিয়াং কাইশেক-এর চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করেনি ভারত। এই কারণে পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছে জওহরলাল নেহরুকে অপ্রিয় হতে হয়েছে। এতদিন পর বিশ্ব সংস্থার মতি-বদলে ভারতের নীতিরই জয় হলো।

১৯৫০-এর জানুয়ারিতে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য পদ দেবার দাবি ওঠে। সেই থেকে, ১৯৬৪ সাল ছাড়া প্রতি বছরই সাধারণ অধিবেশনে এই বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে।

গণ প্রজাতন্ত্রী চীন গোড়া থেকেই রাষ্ট্রপুঞ্জে যোগদান করবার জন্য উৎসাহী। এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে চীন কখনো কখনো এই সংস্থার কড়া সমালোচনা করেছে। এমন কি, একবার চৌ এন-লাই রাগ করে বলেছিলেন—তিনি বিশ্বামিত্র কল্পিত দ্বিতীয় স্বর্গের মতন আর একটি সমান্তরাল বিপ্লবী রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠন করবেন। দ্বিতীয় স্বর্গের মতনই—এটি কার্যে পরিণত হয়নি অবশ্য।

দুই চীনের অস্তিত্ব মেনে নিলে, সম্ভবত অনেকদিন আগেই গণ প্রজা-তন্ত্রী চীনকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ দেওয়া হতো। কিন্ত চীন এই সর্ত রাখে যে, তাকে সদস্যপদ দেবার আগে তাইওয়ানের সদস্যপদ খারিজ করতে হবে। আমেরিকা এই সর্তে বরাবর আপত্তি জানিয়ে—এবার ভোটে হেরে গেল।

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে যখন বিশ্ব জনমত দানা বেঁধে ওঠে—তখন জাপান, ইতালি, কলাম্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব তোলে যে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের পদ প্রাপ্তির বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে দুই তৃতীয়াংশ সভ্যের সম্মতি থাকা দরকার। ১৯৬১-তে এই প্রস্তাব গৃহীত হলো ৬১ ভোটে, বিপক্ষে পড়েছিল ৩৪ ভোট, ৭টি দেশ ভোট দানে অনিচ্ছুক। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে একটি পাল্টা প্রস্তাব আনে—এবং সে প্রস্তাবও ভোটে পরাজিত হয়ে যায়। এরপরে পর পর দু'বছর ঐ প্রস্তাব আবার ওঠে এবং ভোটে হারে। ১৯৬৪ সালে বিষয়টি চাপা পড়ে গিয়েছিল কিন্তু ১৯৬৫-তে আবার প্রস্তাব উঠলে দেখা গেল পক্ষে বিপক্ষে দু'দিকেই ৪৭টি ভোট, ২০টি দেশ ভোটদানে বিরত।

১৯৬৯ সালের ১১ নবেম্বর আবার ঐ একই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যাবার ছ দিন বাদে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সংবাদ প্রতিষ্ঠান একটি সরকারি বিবৃতিতে প্রকাশ করেন যে, মারকিন যুক্তরষ্ট্রের বিরোধিতাতেই গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য-পদ পাচ্ছেন না। এই বিবৃতিতে ফরমোজার সঙ্গে আমেরিকার আঁতাতের প্রতিও কশাঘাত করা হয়। এদিকে মারকিন দেশ থেকেও কয়েকদিন আগে সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে গণতন্ত্রী চীনের সদস্যপদ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই —কিন্তু পিকিং এর নিজস্ব সর্তে নয়।

ক্রমশই বোঝা যাচ্ছিল যে, রাষ্ট্র-পুঞ্জে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের আগমনের আর দেরি নেই। প্রতিবছরই বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা কমে আসছে এবং গা বাঁচিয়ে ভোট না দেবার মতন প্রতি-নিধির সংখ্যা বাড়ছে। পৃথিবীর ভাগ্যচক্রে মাও সে তুং-এর চীনেরই বাস্তব ভূমিকা আছে — চিয়াং কাইসেকের চীনের ভূমিকা কাটা সৈনিকের। গত বছর আলবেনিয়া যখন গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি আবার তোলে তখন পক্ষে পড়ে ৫১ ভোট, বিপক্ষে ৪৯ এবং ২৫টি দেশের প্রতিনিধি নীরব দর্শক। নিরাপত্তা পরিষদে তাই-ওয়ানের দিন তখনই ঘনিয়ে এসেছে—তারপরই শুরু হয়েছে চীন-মারকিন পিং-পং কূটনীতি ও কিসিংগার দৌত্য।

বিশ্ব সংসারের "এক ঘরে রাগী ছেলে" চীন এবার স্থান পেয়েছে পারিবারিক আসরে। এবার দেখা যাক প্রথা সম্মত ভাষায় তার বক্তব্য ও যুক্তিজাল কতটা জোরালো হয়।

ইয়াহিয়া চান উ থানট ভারত ও পাকিস্তান সফর করুন

নয়াদিল্লি, ২৬ অকটোবর—ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের উত্তেজনা হ্রাস করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারি জেনারেল উ থানট যে প্রস্তাব করেছেন, তাকে কার্যকর করার জন্য প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ সেকরেটারি জেনারেলকে ভারত ও পাকিস্তান সফরে আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

পাক বেতার জানিয়েছে, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ উ থানটের ২০ অকটোবরের চিঠির জবাবে এই কথা বলেছেন।

পাক প্রেসিডেনট গত ২১ অকটোবরের রাষ্ট্রপুঞ্জ সেকরেটারি জেনারেলের চিঠির জবাব দেন। তিনি বলেন, আগে থেকেই যদি রাষ্ট্রপুঞ্জের হেড কোয়ারটার থেকে উ থানটের ভারত-পাকিস্তান সফরের কথা ঘোষণা করা হয়, তাহলে এই উপমহা-দেশের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা অনেকটা হ্রাস পাবে।

ওই চিঠিতে তিনি আরও বলেছেন যে উভয় দেশকেই সীমান্ত থেকে সেনা-বাহিনী এবং অন্যান্য সমরসম্ভার সরিয়ে নিতে হবে।

জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর অভিযোগ, ভারত এখনও পূর্ব বাংলায় অনুপ্রবেশ-কারী পাঠাচ্ছে। এটা বন্ধ করা উচিত। ভারত অবশ্য ইয়াহিয়ার এই বক্তব্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করে।

—পি টি আই

প্রথম প্রস্তাব এনেছিল ভারত

বিশেষ প্রতিনিধি

দীর্ঘ বাইশ বছর পরে গণ প্রজাতন্ত্রী চীন রাষ্ট্রপুঞ্জে আসন পেল। ১৯৫০ সাল থেকে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে নয়াচীনের অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবি জানিয়ে এসেছে। ভারত যা চেয়েছিল এতদিন পর তা পূর্ণ হল।

১৯৪৯ সালের ১ অকটোবর প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৪৫ সালের শেষভাগে তৎকালীন মারকিন প্রেসিডেনট ট্রুম্যান উপলব্ধি করেছিলেন যে চীনে শান্তি আনতে হলে কমিউনিসট-দের এবং জাতীয়তাবাদীদের (কুওমিংটাং) মধ্যে একটা আপস রফা হওয়া দরকার।

প্রথম-প্রথম মীমাংসার আশাও দেখা গিয়েছিল এবং ১৯৪৬ সালের ৭ জানুয়ারি দুই পক্ষের মধ্যে "রাজনৈতিক আলোচনা বৈঠকও" বসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। তার পর থেকে দুই পক্ষই পরস্পর বিরোধী। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র জেনারেল চিয়াং-এর পক্ষ অবলম্বন করলেন। তাঁরা প্রজাতন্ত্রী চীনকে স্বীকার করলেন না। অনুরূপভাবে, সোভিয়েট রাশিয়ায় কমিউনিসটরা ক্ষমতা হস্তান্তরের ১৭ বছর পর ১৯৩৪ সালে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ওই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

প্রজাতন্ত্রী চীন সম্পর্কে ভারতের মনোভাব বরাবরই এই: গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনই চীনের আইনানুগ সরকার এবং এই চীনই রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী। রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের আসনলাভের প্রতি প্রয়াসে ভারত প্রজাতন্ত্রী চীনের পক্ষে ছিল।

চীন গণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ৪ মাস পরেই ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে চীনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ভারতই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জে গণ চীনের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব এনেছিল।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ প্রজাতন্ত্রী নীচে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে প্রজাতন্ত্রী চীন ও জাতীয়তাবাদী চীনের পক্ষে ভোটাভুটির ফল দেওয়া হল।

বৎসর	প্রজাতন্ত্রী চীনের পক্ষে	জাতীয়তা-বাদী চীনের পক্ষে	গরহাজির
১৯৫০	১৬	৩৩	১০
১৯৫১	১১	৩৭	৪
১৯৫২	৯	৪২	১১
১৯৫৩	১০	৪৪	২
১৯৫৪	১১	৪৩	৬
১৯৫৫	১২	৪২	৬
১৯৫৬	২৪	৪৭	৮
১৯৫৭	২৭	৪৮	৬
১৯৫৮	২৮	৪৪	৯
১৯৫৯	২৯	৪৪	৯
১৯৬০	৩৪	৪২	২২
১৯৬১	৩৬	৪৮	২০
১৯৬২	৪২	৫৬	১২
১৯৬৩	৪১	৫৭	১২
১৯৬৫*	৪৭	৪৭	২০
১৯৬৬	৪৬	৫৭	১৭
১৯৬৭	৪৫	৫৮	১৭
১৯৬৮	৪৪	৫৮	২৩
১৯৬৯	৪৮	৫৬	২১
১৯৭০	৫১	৪৯	২৫

সাম্প্রতিক কালে কানাডা, ইটালি, অসট্রিয়া এবং তুরস্ক প্রজাতন্ত্রী চীনকে স্বীকৃতি জানিয়েছে।

১৯৭০ সালের ২০ নবেমবর রাষ্ট্র-পুঞ্জের সাধারণ পরিষদে চীন সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করলেও প্রয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৫১ ভোট ও বিরুদ্ধে ৪৯টি ভোট পড়ে ২৫ জন সদস্য অনুপস্থিত থাকেন।

২০ বছরের ভোটাভুটিতে এবারই প্রথম সাধারণ পরিষদে পিকিং সরকারকে সাধারণভাবে সমর্থন জানানো হয়।

ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছিল। ১৯৬৩ সালের পর ভারত এইবার প্রথম এসম্পর্কে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিল। অবশ্য ভারত বরাবরই পিকিংকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হল ১৩১।

বিষাক্ত মদ গিলে ১৩ জনের মৃত্যু

কানপুর, ২৬ অকটোবর—পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত পরশু রাতে এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে সচেনদিতে একটি সরকারী লাইসেনস প্রাপ্ত দোকানে দিশি মদ গিলে একজন পুলিশ কনেসটবল সহ ১৩ জন মারা যায়।

সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, আরও ২০ জন লোক হাসপাতালে অচৈতন্য অবস্থায় আছে। তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা সাংঘাতিক। ঐ বিষাক্ত মদ পানের ফলে অনেকের দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হয়েছে।

পুলিশ ঐ অঞ্চলে হানা দিয়ে ৭টি ড্রাম ও ১০০ বোতল বেআইনী মদ আটক করে।

—ইউ এন আই

২৬, ২৭ নভেম্বর রাজ্যপালদের অধিবেশন বসবে

নয়াদিল্লি, ২৬ অকটোবর—আগামী নবেমবর ২৬ এবং ২৭ তারিখে রাজ্যপালদের বাৎসরিক অধি-বেশন বসবে।

ঐ অধিবেশনে তখনকার জাতীয় পরিস্থিতি ছাড়াও, রাজ্যপালেরা পাঁচ-জন সদস্যবিশিষ্ট সাব-কমিটির রাজ্য-পালদের ভূমিকা সম্পর্কে সুপারিশ নিয়েও আলোচনা করবেন।

সাব-কমিটির আহ্বায়ক হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল শ্রীভগবান সহায়। অন্যান্য সদস্যরা: ডাঃ বি গোপালা রেড্ডি, শ্রী ভি বিশ্ব-নাথন, শ্রী এস এস ধাওয়ান এবং শ্রীআলী ইয়ার জং।

রাজ্যপালেরা রাজভবনে কিভাবে খরচ কমানো যায়, সে সম্পর্কেও আলোচনা করবেন। —ইউ এন আই

ষৎকিঞ্চিৎ

গত সোমবার সি-এম-ডি-এ'র বৈঠকে জানা গিয়াছে যে, প্রায় ছয় মাস আগে সি-এম-ডি-এ বোড়াল যক্ষ্মা হাসপাতালের খরচের জন্য পৌরসভাকে দুই লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু পৌরসভা এ পর্যন্ত সেই চিঠির কোন জবাব দেয় নাই, টাকা লওয়া তো দূরের কথা। ওই হাস-পাতালের ব্যাপারে পৌরসভার সত্য-সত্যই যে টাকার অভাব আছে, সি-এম-ডি-এ'র বৈঠকে হাসপাতালের জন্য ডেপুটি-মেয়র শ্রীপান্নালাল দাসের অর্থসাহায্যের আবেদনই তাহার প্রমাণ। চিঠির জবাব না দেওয়ার জন্য ডেপুটি-মেয়র অবশ্য স্বাস্থ্য-বিভাগের নিকট কৈফিয়ৎ দাবি করিয়াছেন। পৌরসভার অফিসে কাজের হাল ডেপুটি-মেয়রের নিশ্চয়ই জানা ছিল। সি-এম-ডি-এ'র সভায় যাওয়ার আগে পৌরসভার যে-সব বিষয় বৈঠকে তোলা হইবে, সেইসব বিষয় সম্পর্কে আগেই খোঁজ-খবর লওয়ার প্রয়োজন ছিল। পৌরসভা নিজস্ব সূত্র হইতে আয়বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইলে পৌরসভার স্বাস্থ্য-দপ্তর চিঠিপত্রের জবাব আগেই দিতেন, সব ব্যাপারের মতো যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্য টাকা চাহিতে গিয়া ডেপুটি-মেয়রকে অপদস্থ হইতে হইত না। আশা করা যায়, ওই ঘটনার পর বোড়াল যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ দুই লক্ষ টাকা পৌরসভা শীঘ্রই পাইবে। পৌর-সভার নিয়ম অনুসারে সি-এম-ডি-এ'র টাকা খরচ না করার পৌরসভার স্ট্যান্ডিং ফিনান্স কমিটি এবং কয়েকটি দপ্তরের মধ্যে যে-বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে, যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ টাকা খরচের ব্যাপারে ওই ধরনের বিরোধ এড়ানোর ব্যাপারে ডেপুটি-মেয়রের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ওড়িশায় অ্যাড হক নব কংগ্রেস

দু'টি পরিষদ থাকবে

নয়াদিল্লি, ২৬ অকটোবর—ওড়িশা নব কংগ্রেসের আবার নতুন করে অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হল। এই কমিটিতে দুটি পরিষদ থাকবে, ৪৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট কার্যনির্বাহক সমিতি ও ৭৭ জন সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ সভা।

শ্রীব্রিজমোহন মহান্তিই সভাপতি থাকবেন

—পি টি আই

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য: মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

রবীন্দ্র সদনের ব্যবহার

গত ১২ই অকটোবর আনন্দবাজার পত্রিকার রঙ্গ সভার যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅচিন্ত্য মজুমদারের লেখা 'রবীন্দ্র সদন কি ভাড়াই খাটবে?' শীর্ষক চিঠি-খানি পড়লাম। দেখলাম শ্রীমজুমদারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার খানিকটা মিল আছে।

সুরেশ সঙ্গীত সংসদ সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি আনবার চেষ্টায় ভারতের পূর্বাঞ্চলের শিল্পিবৃন্দকে নিয়ে প্রথম 'সঙ্গীত সংহতি সম্মেলনের' আয়োজন করেন রবীন্দ্র সদনে ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে। বলা বাহুল্য দেশের জনসাধারণ এই অভিনব প্রচেষ্টার প্রশংসা ও সমর্থন করেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলের একাধিক রাজ্য সরকার এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা ও সাহায্য করেন। পশ্চিম বাংলা সরকার জাতীয় সংহতি রক্ষায় সংসদের এই প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেন ও একাধিকবার অর্থ সাহায্যও করেন।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনের তুলনায় "সংগীত সংহতি সম্মেলনের" কিছু পার্থক্য থাকায় আয়োজনের দিক দিয়েও কিছুটা নতুনত্বের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্র সদনের তৎকালীন পরিচালক-বর্গের বিশেষতঃ প্রশাসন আধিকারিকের সহযোগিতার ফলে আমাদের পক্ষে এই নতুনতর আয়োজন করা সম্ভবপর হয় আর সে আয়োজন জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্য প্রকাশে সহায়ক হওয়ায় সঙ্গীত রসিক ও জনসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমা-দের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র সদনের কর্মি-বৃন্দ যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁদের কাছে সংসদ কৃতজ্ঞ।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সংসদ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্য সমূহের শিল্পিবৃন্দকে নিয়ে 'দ্বিতীয় সংগীত সংহতি" সম্মেলনের আয়োজন করেন ঐ রবীন্দ্র সদনেই। আশ্চর্যের বিষয় এবার রবীন্দ্র সদনের পরিচালক-বর্গ নিয়মকানুনের অজুহাত দেখিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় আয়োজনে বাধা দেন। বলা বাহুল্য সেই সব আয়োজনে যেমন রবীন্দ্র সদনের কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না তেমন তার অভাবে জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্য পুরোপুরি-ভাবে ফুটিয়ে তোলাও সম্ভব হলো না। শুধু তাই নয় যে আইনের ফ্যাকড়া তুলে সদন কর্তৃপক্ষ আমাদের আয়োজন পূর্ণাঙ্গ করতে বাধা দিলেন, সেই আইনেরই আওতায় আমরা যে সব সুযোগ সুবিধের অধিকারী, সে সব থেকেও আমাদের বঞ্চিত করা হলো।

উপায় না থাকায় সদন কর্তৃপক্ষের এই রকম মর্জির ওপর বাধ্য হয়ে নির্ভর করতে হলেও আমরা তা মেনে নিতে পারি নি তখন—এখনও পারি না। আমাদের স্মারক পুস্তিকায় আমরা সে কথা খোলাখুলি ভাবে বলেছিলাম যাতে জনসাধারণ সদন পরিচালকবর্গের 'খেয়াল খুশির' কিছুটা পরিচয় পান। কারণ রবীন্দ্র সদন জনসাধারণের সম্পত্তি। আমাদের স্মারক পুস্তিকায় ছিল "...আমাদের আশা ছিল এই প্রেক্ষাগৃহ সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠানের আদর্শ-স্থল হবে। আমরা যাঁরা কল-কাতায় সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করি তাঁদের আশা ধূলিসাৎ হয়েছে রবীন্দ্র সদনের সরকারী অসহযোগিতা-মূলক মনোভাবের জন্য। ...... রবীন্দ্র সদন জনসাধারণের সম্পত্তি। অথচ আমরা আশ্চর্য হই যখন দেখি এখান-কার পরিচালকবর্গের মনোভাব অনেক সময় জোর জুলুমের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়।"......

সোজা কথা সোজা ভাবে বলাই বোধহয় আমাদের কাল হলো। কারণ সংসদ ১৯৭২ সালে জানুয়ারী মাসে যখন "তৃতীয় সঙ্গীত সংহতি সম্মে-লনের" আয়োজন করবার জন্য সদন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পাঠালেন তখন সদন কর্তৃপক্ষ আমাদের ঐ প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহার করতে দিতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা সভা করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ মারফৎ আমাদের জানালেন—"সুরেশ সঙ্গীত সংসদ রবীন্দ্র সদন ব্যবহারের জন্য যে আবেদন করেছেন সে সম্বন্ধে সভায় আলোচনার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে উক্ত সংস্থা রবীন্দ্র সদন সম্বন্ধে অবমাননাপূর্বক যে মন্তব্য তাঁদের প্রকাশিত স্মারক পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন, তার পরে আর এই প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া দেওয়া হবে না। আরও স্থির হয় যে, প্রশাসন আধি-কারিক উক্ত সংস্থাকে সমিতির এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন।"

এখন আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন আছে রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষের আর জনসাধারণের কাছে। প্রথম,— যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, বিশেষত যাতে কোনরকম ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, সেগুলো দ্বিতীয়-বার দিতে আপত্তির কারণ কি? দ্বিতীয়— ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি জাতীয় সংহতি রক্ষা। আমরা আমাদের পথে অর্থাৎ সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য অনুসরণে প্রয়াসী। অথচ ভারত সরকারেরই আওতাভুক্ত রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতিতে কি করে বাধা দিতে পারেন? তৃতীয়—রবীন্দ্র সদনের নিজস্ব পুস্তিকায় উল্লিখিত দেয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেগুলো কার্যকরী করা হবে না কেন? (সারা-রাতব্যাপী অনুষ্ঠান)। চতুর্থ—দেশের সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্যই রবীন্দ্র সদনের সৃষ্টি—রবীন্দ্র সদনের আইনকানুনই বা সেই কাজের প্রতি-বন্ধক রূপে তৈরী হবে কেন?

আমাদের ধারণা রবীন্দ্র সদন যে-ভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, জন-সাধারণের স্বার্থে, দেশে সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রচারের স্বার্থে, কার্যত তা হচ্ছে না। পশ্চিম বাংলার রাজ্যপালের কাছে দেশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমাদের আবেদন এই যে, অগোণে একটি "বিচার বিভাগীয় তদন্তের" ব্যবস্থা করা হোক—তাঁরা দেখুন সদন পরিচালনায় কোন ত্রুটি আছে কি না? তাঁরা দেখুন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সদনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন কি না? —**সুরেশ সঙ্গীত সংসদ।**

স্বাধীনতার মূল্য

ভারতে আগত শরণার্থীর সংখ্যা ৮০ লক্ষকে ছাড়িয়ে গেছে। শরণার্থী এখনও আসছে এবং আরো আসবে। শুধু মানবিকতার খাতিরে প্রতিবেশী রাষ্ট্র আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, অন্ন দিয়েছে, বস্ত্র দিয়েছে। কিন্তু কিছু বিবেকহীন শরণার্থী (যদিও সংখ্যায় এরা খুবই অল্প) পশ্চিম বাংলার ট্রেনে-বাসে বা এখানে সেখানে বাংলা-দেশে যা ঘটেনি সেইসব আজগুবী গল্প বা যা ঘটেছে তার চেয়েও অনেক-বেশী প্রচার করে চলেছে। এটা ঠিক, বাঙ্গালী হিন্দুর সাম্প্রতিক ঘটনায় বাংলাদেশে সত্যি অল্পবিস্তর অত্যা-চারিত হয়েছে। সাম রকচক্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পরিকল্পনা-মাফিক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করেছে এবং তার ফলে কেউ কেউ হয়তো লুণ্ঠিত হয়েছে। একটা মহৎ কিছু পেতে ত্যাগের প্রয়োজন আছে বৈকি। বাংলার স্বাধীনতার বেদীমূলে বাঙ্গালী হিন্দুদের এই অত্যাচারিত হবার বেদনাকে 'ত্যাগ' বলে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না কি? আমি আন্তরিক অনুরোধ করবো বাংলাদেশ থেকে আগত সব হিন্দু শরণার্থীদের, আপনারা এমন সব কথা এখানে সেখানে প্রচার করবেন না (যা সত্যি বা মিথ্যা হোক) যাতে এখানকার পরিবেশ বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতায় ভরে ওঠে। ভারতে ঘৃণিত সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলে উঠলে ক্ষতি সবচেয়ে বেশী আমাদের স্বাধীনতা আন্দো-লনের। দয়া করে আমার বক্তব্যটা বিবেচনা করবার চেষ্টা করুন। শরণার্থী ভাইদের মনে রাখা উচিত এতে শুধু বন্ধুরাষ্ট্র ভারতই বিপন্ন হবে না, সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির। —**প্রণব ভট্ট,** নোয়াখালি, বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের মামুদ আলি চীন সফরে যাচ্ছেন

নয়াদিল্লি, ২৬ অকটোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদের পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীমামুদ আলি এক গুরুত্ব-পূর্ণ কাজের ভার নিয়ে ২৮ অকটোবর থেকে চীন সফর করবেন। করাচির জং পত্রিকা এই সংবাদ দিয়েছেন।

নিউইয়রকে ফিরে আসবার আগে তিনি জাপানেও দুইদিন কাটিয়ে আসবেন। —ইউ এন আই

যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ভারত সর্বপ্রকার চেষ্টা করছে

—শ্রীমতী গান্ধী

ডঃ তারাপদ বসু

ব্রাসেলস, ২৬ অকটোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে বলেন পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ নিবারণ করতে ভারত সর্বপ্রকার চেষ্টা করছে।

তিনদিন ব্যাপী বেলজিয়াম সফরের শেষে ভিয়েনা যাত্রার প্রাক্কালে তিনি সাংবাদিক বৈঠকে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এই মাস শেষ হবার আগেই যুদ্ধ লেগে যাবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি পূর্বোক্ত মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন সীমান্তের অবস্থা যে খুবই উদ্বেগজনক তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হবার গুরুতর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

একজন পাকিস্তানী সংবাদদাতা জানতে চান উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা অরম্ভ করবে কিনা।

এর উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, 'ভারত সবসময়ই সংঘাতের চেয়ে আলাপ-আলোচনার উপর জোর দিয়েছে। কিন্তু আলোচনার কিছু ভিত্তি থাকা দরকার। বাংলাদেশ সম্পর্কে পাক-ভারত আলোচনার কোন ভিত্তি নেই।

তিনি বলেন, 'পূর্ববঙ্গে এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তার জন্য আমরাই কষ্ট ভোগ করছি। আমরা প্রত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের জন্য সবপ্রথম কিছু করা দরকার। শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন এই সমস্যার একটি অংশ।

ভারত কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চায় না

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেন বাংলা দেশের জনগণের উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ভারতের নেই। সমস্যা তাদের। তারাই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে।

শরণার্থী ফেরৎ পাঠাবার দায়িত্ব সকল দেশের

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গতকাল এখানে বলেন যে, বাংলাদেশে শরণার্থীদের ফিরে যাবার মত অবস্থা সৃষ্টির দায়িত্ব শান্তিতে আগ্রহী সকল দেশের। সমস্ত শরণার্থী যাতে নিরাপদে ও অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন, সেজন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁদের সাহায্য করতে হবে। তিনি বলেন, পাকিস্তানের দিক থেকে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ ভারতের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে গুরুতর বিপদ। এখানে রয়াল ইনসটিটিউট অব ইনটার ন্যাশনাল রিলেসন্স-এ এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ভারত ও বিশ্ব সম্পর্কে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণ শেষ হলে সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, পূর্ববঙ্গ থেকে ৯০ লক্ষ লোক ভারতে চলে এসেছেন। এই সংখ্যা বেলজিয়ামের জনসংখ্যার সমান। এই বিরাট সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক মীমাংসা চাই।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী শ্রীগ্যাসটন আইসকেনসের আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া বাংলা দেশের সমস্যার কোন সমাধান নেই।

পাকিস্তান মূল রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের দিকে এগিয়ে আসবে কিনা সে সম্বন্ধে শ্রীআইসকেনস ও বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পি পরমেশ দুজনেই সন্দেহ প্রকাশ করেন বলে জানা যায়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী গতকাল বলেন মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের ভারতে শিক্ষা দিচ্ছে। ভারত সরকার বন্ধ করবার জন্য কিছু করতে পারছেন না।

ভিয়েনায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী

ভিয়েনা, ২৬ অকটোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ব্রাসেলস থেকে আজ এখানে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর তিন সপ্তাহব্যাপী পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের এবার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হল। —রয়টার

মার্কিন প্রতাপ ক্ষয়ের নিদর্শন

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

প্রধানমন্ত্রী সাতো এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীফুকুদা দুজনকেই আজ খুব বিষণ্ণ ও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। দুজনেই সাংবাদিকদের এড়িয়ে যান।

অন্য সূত্রে খবর : জাপান সরকার নাকি বলেছেন যে, তাঁরা চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

মার্কিন-চিয়াং সম্পর্কের কী হবে?

ওয়াশিংটন থেকে খবর : যদিও এটি নিকসন সরকারের পক্ষে একটি বড় রকমের পরাজয় তবু রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে তাইওয়ানের প্রস্থান চিয়াং কাইশেক সরকারের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কে কোনরকম হেরফের ঘটাবে না। কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক ছাড়া তাইওয়ানের সঙ্গে আমেরিকার প্রতিরক্ষা চুক্তি আছে তা বলবৎ থাকছে। একথা বলেছেন একজন মার্কিন সরকারী মুখপাত্র।

তিনি বলেছেন আমেরিকা চিয়াং কাইশেক সরকারকে স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে।

কূটনৈতিক মহল বলছেন যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জ এই পরাজয় কোন একটি বৃহৎ শক্তির পক্ষে হজম করা শক্ত তবু মনে হয় এর ফলে বিশ্ব পরিস্থিতি অনেকটা সুস্থতার দিকে এগিয়ে যাবে। তাঁদের ব্যাখ্যা, রাষ্ট্রপুঞ্জে তাইওয়ানের অনুপস্থিতি পিকিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভুল করার জন্য নিকসনের চেষ্টাকে একটু সহজ করে তুলতে পারে। আর একজন কূটনৈতিক বলেছেন, যখন বিতর্ক চলছিল তখনই কিসিংগার পিকিং সফর করছেন। সুতরাং তাইওয়ানকে রাখার জন্য নিকসনের জোর লড়াই তাঁর পিকিং সফরে বিঘ্ন উপস্থিত করবে না।

এদিকে সেনেটর জেমস বাকলে বলেছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন দান বড় রকমের ছাঁটাই করার জন্য তিনি আইন তৈরি করছেন।

গোয়েন্দারিপ/জন প্রেণ্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ভারত উদ্যোগী

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

নিকসনের পিকিং সফর বানচাল হয়ে যেত। তার ফলে আগামী বছরে প্রেসিডেনট পদের নির্বাচনী অভিযানে বড় রকমের ধাককা খেতে হতো।

দ্বিতীয়ত আলবেনিয়ার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে তাইওয়ানের কাছে মুখরক্ষার একটা চমৎকার অজুহাতও আমেরিকা পেয়েছে 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভোটে হেরে গিয়েছি বলে দুঃখিত।' এটাই হচ্ছে মার্কিন ভূমিকা।

এখন রাষ্ট্রপুঞ্জে তিনটি বৃহৎ-শক্তির ভূমিকা গ্রহণের আয়োজন সম্পূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া তৃতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে চীন।

আগামী বছর লাতিন আমেরিকার লিমাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য ৭৭টি (উন্নতিশীল ও অনগ্রসর) দেশের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, চীন তাতে যোগ দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা—চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ভারত এখন থেকে আরও বেশি উদ্যোগী হবে।

বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে অবশেষে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে তার ন্যায়সঙ্গত আসন দেওয়া হয়েছে বলে আমরা সুখী। ১৯৪৯ সাল থেকে ভারত ক্রমাগত এই দাবি সমর্থন করে এসেছে বলে আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ রয়েছে। আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি।

শ্রীমতী গান্ধী খুশি

ব্রাসেলস, ২৬ অকটোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রবেশকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, এরজন্য ভারত বহু বছর ধরে চেষ্টা করছিল।

শ্রীমতী গান্ধী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ভারত একথা সর্বদা বিশ্বাস করে চীনের মত বিপুল জনসংখ্যার একটি দেশকে যদি কেউ পছন্দ না করে তাহলেও তাকে অবজ্ঞা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

সি পি এম আনন্দিত

মঙ্গলবার কলকাতায় সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রবেশকে অভিনন্দিত করে বলেন, এত দীর্ঘকাল পরে তাইওয়ানকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বহিষ্কৃত করে চীনের জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি আসনলাভ করায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

এস ইউ সি-র আনন্দ প্রকাশ

এস ইউ সি নেতা শ্রীনীহার মুখার্জি আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, অনেক আগেই এটি হওয়া উচিত ছিল। বিশ্বরাজনীতিতে চীন এবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বসিরহাটে পাক গোলা

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন : পশ্চিম দিনাজপুর জেলার চারদিক দিয়ে, পাক ফৌজ সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষ করেছে। এই চারদিক হলো হিলি, রাধিকাপুর সমজিয়া ও মরাগাত (ইসলামপুর)। পাক দখলীকৃত এলাকায় প্রায় পাঁচ হাজার পদাতিক বাহিনী ছাড়া দূরপাল্লার রকেট কামান, গাছের উপর মেশিনগান মরটার এবং দিন ও রাত্রে সাঁজোয়া বাহিনীর চলাফেরা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আজ, ভোরে নতুন ফ্রন্ট অর্থাৎ মরাগাত সীমান্তে পাকিস্তান মরটার এল এম জি ও মেশিনগানের গুলি চালালে আমাদের সীমান্তে মরাগাত শরণার্থী শিবিরের পাঁচজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের শরণার্থী শিবির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিদের শরণার্থী শিবির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে পাক বাহিনী রাধিকাপুর ও হিলি সীমান্তে অবিরাম গোলাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীও পালটা জবাব দিচ্ছে।

পাকিস্তানের এই সীমান্তে বিপুল ফৌজী ব্যবস্থা দেখে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা যে কোন মুহূর্তে আমাদের পশ্চিম দিনাজপুরের ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

রাজশাহী সীমান্তের সিংগাবাদ ও মেধিপুরের কাছে পাক বাহিনী বাঙ্কার পিলবকস পরিখার খনন করে চলেছে। মুক্তিবাহিনী ওইসব এলাকায় পাক ফৌজের কয়েকটি বাঙ্কার ভেঙে দিয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পাক-ফৌজের সাজ সাজ রব

মাজদিয়া থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, কুষ্ঠিয়া জেলার জীবননগর, ধোপাখালি ও দত্তনগর সীমান্ত এলাকায় পাক-ফৌজ ভারতীয় সীমানার আরও কাছে এসে জড়ো হয়েছে। পাক-ফৌজ কানপুর, মতিয়ারি ও গেদে ভারতীয় অঞ্চল লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করছে।

কমলপুর শহরে পাক গোলা

আগরতলা অফিসের খবর : ত্রিপুরা সীমান্ত বরাবর পাক-ফৌজের সামরিক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাক-ফৌজ ভারতীয় এলাকায় গোলাবর্ষণ করে চলেছে। গতকাল রাত্রেও কমলপুর শহরে গোলাবর্ষণ করেছে।

জয়সলমীরে পাক-গুলি

জয়পুর থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন : সাত দিনব্যাপী সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনের পর রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবরকতুল্লা খান আজ এখানে সাংবাদিকদের বলেন চার দিন আগে জয়সলমীর সেকটরে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একটি ভ্রাম্যমাণ দলের উপর সীমান্তের ওপার থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়।

রক্ষী বাহিনী তার যথাযোগ্য জবাব দিয়েছে বলে তিনি জানান।

রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রবেশ

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

যুক্তরাষ্ট্র, আপার ভলটা, উরুগুয়ে ও ভেনেজুয়েলা।

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যেসব দেশ ভোট দেয় তারা হল : ভারত, আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আলজিরিয়া, ভূটান, বুলগেরিয়া, ব্রহ্ম, বুরুনডি, বাইলোরুশিয়া, ক্যামেরুন, ক্যানাডা, সিংহল, চিলি, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমারক, ইকুয়েডর, মিশর, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইথিওপিয়া, ফিনল্যানড, ফ্রানস, গিনি, গায়না, হাঙ্গারি, আইসল্যানড, ইরাক, আয়ারল্যানড, কেনিয়া, কুয়াইত, লিবিয়ান, আরব রিপাবলিক, মালয়েশিয়া, মালি, মরিটেনিয়া, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, নাইজেরিয়া, নরওয়ে, পাকিস্তান, পিপলস ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ইয়েমেন, পিপলস রিপাবলিক অফ কঙ্গো (ব্রাজাভিল), পেরু, পোলানড, রুমানিয়া, সিয়েরা লিওন, সিঙ্গাপুর, সোমালিয়া সুদান, সুইডেন, সিরিয়ান আরব রিপাবলিক, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, উগান্ডা, উকরানিয়ান, রাশিয়া, বৃটেন, তানজানিয়া, ইয়েমেন, যুগোশ্লাভিয়া ও জামবিয়া।

যে ১৫টি দেশ অনুপস্থিত থাকে তারা হলঃ—অসট্রিয়া, বেলজিয়াম, বটসওয়ানা, সাইপ্রাস, ইরান, ইতালি, লাওস, মালটা, মরক্কো, নেদারল্যানডস, কাতার সেনেগাল, টোগো, টিউনিসিয়া ও তুরস্ক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জরজ বুস সাধারণ পরিষদ মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিকদের বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ আজ রাত্রে একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক সেতু পার হয়েছে।

তিনি বলেছেন, ভোটের ফলাফলে তিনি হতবাক। "আমি মনে করেছিলাম যে, আমরা জিতব এবং খুবই অল্প ব্যবধানে।"

শ্রীবুস বলেছেন, মার্কিন জনগণের মধ্যে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলে মনে হয়। তবে তিনি জানেন না যে কংগ্রেস কী করবে।

পরিষদের প্রেসিডেনট আদম মালিক পরিষদে জানান, তিনি অবিলম্বে পিকিং সরকারকে ভোটের ফলের কথা জানাবেন। তবে জানা গিয়েছে যে, কিছু চীনের সমর্থক প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই অটোয়ার চীনা দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

আলবানিয়ার একজন প্রতিনিধি অবশ্য বলেছেন যে, চীনা আসনের ভার নিতে পিকিং থেকে কবে প্রতিনিধি আসছেন তা তিনি বলতে পারেন না।

নিকসনের প্রশংসায় পাক প্রতিনিধি। পাক প্রতিনিধি আগা শাহী বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। আমি একথাও স্বীকার করব প্রেসিডেনট নিকসনের নতুন নীতি এই জয়কে সম্ভব করেছে। কিন্তু এটি কোন দেশেরই পরাজয় নয়।

বিলম্ব করার পক্ষে যারা বক্তৃতা দেন তাঁরা হলেন জাপান, ফিলিপাইন ও লাইবিরিয়া। সকলেই একযোগে দুটি মার্কিন প্রস্তাব তুলেছিলেন।

এর বিরোধী সিরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও পাকিস্তান। এ'রা একযোগে আলবেনিয়ার সঙ্গে ওদের প্রস্তাবটি এনেছিলেন।

সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত জামিল বারুদি প্রস্তাবটি তুলে বলেন, ভোটাভুটির আগে তাঁর নতুন প্রস্তাব ও টিউনিসিয়ার তিনটি প্রস্তাব টেবিলে পেশ করতে হবে।

তিনি বলেন, কিছু দেশের তাঁর প্রস্তাবটি ও টিউনিসিয়ার তিনটি প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এর জন্য সময় দরকার। সুতরাং ভোট গ্রহণ মুলতুবি থাক।

সৌদী আরবের প্রস্তাবটি ৫৬—৫৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

তাইওয়ানের রাষ্ট্রদূত তার আগে বলেন, যেসব যুক্তি পেশ করা হয়েছে তা অকাট্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পরিষদ ন্যায় বিচারসহ তাইওয়ানকে বহিষ্কার করার সব চেষ্টা বানচাল করে দেবে। আপনাদের সিদ্ধান্তের উপরই চীনা, জনগণের ভবিষ্যৎ, এশিয়া ও সারা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আলবানিয়ার পররাষ্ট্র দফতরের উপমন্ত্রী আশা করেন, আলবানিয়ার প্রস্তাবের পক্ষ ভোটদানের ব্যাপারে যারা এখনও দোমনাভাব পোষণ করেন তাঁরা সেটি কাটিয়ে উঠবেন এবং তারা সকলেই ন্যায়ের দিকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবেন।

পরে ঐতিহাসিক চূড়ান্ত ভোটের আগেই তাইওয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চৌ সু কাই তাঁর প্রতিনিধিদের নিয়ে বার হয়ে যান এবং একজন প্রতিনিধি সদস্য বলেন, আমরা এই বিলডিংয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছেদ করলাম।

আলবানিয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণের এক ঘণ্টার মধ্যেই সেকরেটারি জেনারেল উ থানট পিকিং পররাষ্ট্র দফতরে তারবার্তা পাঠান।

আলবানিয়ার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটা শান্তিকামী জনগণের জয় এবং আমেরিকার পক্ষে একটি বিরাট পরাজয়।

দুই দেশেরই প্রতিনিধিরা সম্পর্কিত নীতি ২ আগসট ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই মুখ্য মার্কিন প্রতিনিধি বুস রাষ্ট্র দফতর ও বিদেশের বিভিন্ন মার্কিন দূতাবাস মারফৎ পক্ষে ভোটদানের জন্য প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করে আসছিলেন।

আমেরিকা ও তাইওয়ান সূত্র থেকে বলা হয় যে, ৫টি দেশ 'গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন' সম্পর্কিত প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা করেননি। সেই দেশগুলি হল ওমান, মরক্কো, টিউনিসিয়া, কাতার ও সাইপ্রাস।

—রয়টার ও এ পি

রাষ্ট্রপুঞ্জে উল্লাস

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৬ অকটোবর—গতকাল পিকিং-এর সমর্থকদের চূড়ান্ত জয়লাভ হলে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ উল্লাসে ফেটে পড়ে।

তানজানিয়ার সদস্যরা মাও সে-তুং-এর অনুরূপ পোষাক পরে এসেছিলেন। তাঁরা আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। ভারত, পাকিস্তান, সিরিয়া, কিউবা ও আলবানিয়ার সদস্যেরা ঊর্ধ্বে হাত তুলে হাসি মুখে উঠে দাঁড়ান।

সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত জ্যাকব মালিক সহ ইউরোপীয় সদস্যরা অপেক্ষাকৃত সংযত ছিলেন।

১৩১টি জাতির সদস্যদের অধিকাংশ প্রতিনিধিই তাইওয়ানকে বহিষ্কৃত করে চীন রাষ্ট্রপুঞ্জে আসন লাভ করায় আনন্দ প্রকাশ করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীজরজ বুস হতাশভাবে তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন।

আলবেনিয়ার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আর মালিক উচ্ছ্বসিত হয়ে ফরাসী ভাষায় বলেন : এই সিদ্ধান্তের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'বিরাট পরাজয়' হয়েছে।

শ্রীবুস তাঁর কান থেকে ইয়ারপুস টেনে ডেসকের উপর ফেলে দেন।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি শ্রীআদম মালিক শ্রীমালিকের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলেন যে, তিনি যেন আর কোন মন্তব্য না করেন।

এইভাবে যখন দীর্ঘ বাদানুবাদ শেষ হয়, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। একজন প্রতিনিধি শ্রীবুসের কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। পিছনের সারি হতে অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত শ্রী এস আর লরেনস তাঁর আসন থেকে উঠে শ্রীবুসের কনুই চাপড়ান। তারপর তাঁরা এক সঙ্গে হল থেকে বেরিয়ে যান। —এ পি

বাংলাদেশ নিয়ে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা

ব্রাসেলস, ২৬ অকটোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী গতকাল সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীপামের সঙ্গে টেলিফোনে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করেন।

শ্রীপাম এর আগেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সুইডেন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পরে তিনি সুইডেন পরিদর্শনে যাবেন এই কথা জানাবার জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীপামকে টেলিফোন করেন। শ্রীপাম ভারতের সীমান্তের অবস্থা সম্পর্কে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে খোঁজ খবর করেন এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তৃতভাবে সব কথা জানান।

—ইউ এন আই

বিদ্যুৎ পর্ষদের কিছু কর্মীকে সাসপেনড করার ব্যবস্থা

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

মধ্যে দুজন ওয়ারকারস ইউনিয়নের লোকাল ইউনিটের নেতা।

ওই মুখপাত্র বলেন, এই সাতজন কর্মীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরও জলঢাকায় স্বাভাবিক কাজের কোন বাধা হয়নি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জলঢাকা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

ওই মুখপাত্র বলেন, জলঢাকায় জাপানের একটি সংস্থার মাধ্যমে একটি বিশেষ কাজে হাত দেওয়ার ছিল। জাপান থেকে বিশেষজ্ঞরা এসেওছিলেন। কিন্তু জলঢাকায় কর্মীদের একাংশের অসহযোগিতার দরুন শেষ পর্যন্ত জাপানের ওই বিশেষজ্ঞদলটিকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছে। কর্মীদের বক্তব্য, আগে আমাদের ওই বিশেষ কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং তার পরই জাপানের ওই সংস্থাকে কাজ করবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

ওই মুখপাত্র বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে জাপানের ওই সংস্থার মাধ্যমে একটি নতুন জেনারেটিং ইউনিট নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাঁর আশা, অবস্থা স্বাভাবিক হলে জাপানের ওই বিশেষজ্ঞ দলটিকে আবার জলঢাকায় আনা হবে।

ওই মুখপাত্র বলেন প্রতি বছর বর্ষায় জলঢাকা বন্ধ রাখতে হয়। এ বছরও তাই রেখেছিলেন। বর্ষার পর জল পরিষ্কার হলে তাঁরা প্রকল্পটি সারাক্ষণের জন্য চালু করতে চান। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, একদল কর্মীর কর্ম মন্থরতা ও বাধাদানের ফলে তা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত অফিসারদের চেষ্টায় ১৭ অকটোবর প্রকল্পটি চালু হয়। এবং তখন থেকে এ পর্যন্ত তা চলুই আছে।

হলদিয়ায় সার কারখানা তৈরির শীঘ্র শুরু হবে

—রাজবাহাদুর

স্টাফ রিপোরটার

হলদিয়ায় সার কারখানা স্থাপনের প্রকল্পটি 'ছাড়' পেয়েছে এবং এটির কাজও শীঘ্রই শুরু হবে—কেন্দ্রীয় জাহাজ ও পরিবহণমন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর মঙ্গলবার কলকাতায় এই আশা প্রকাশ করেন।

রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্রও এদিন সাংবাদিকদের বলেন, সার কারখানাটি ফরাসী সহযোগিতায় স্থাপিত হচ্ছে। এ সংক্রান্ত কাগজপত্রও সই হয়ে গিয়েছে। জমি দখল ও বিলিও সারা। কারখানাটি হবে ভারতের ফারটিলাইজার করপোরেশনের অধীনে। তবে, কাজ শুরু ও সারার দিন এখনও অনিশ্চিত।

নৌ-সেনাদের স্কুল

হলদিয়ায় নৌ-সেনাদের জন্য একটি স্কুল হবে বলেও রাজ্য সরকারের ওই মুখপাত্র জানান। সব নিয়ে হলদিয়ার কাজ পুরোপুরি চালু হলে নিশ্চয় এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে রাজ্য সরকারের আশা।

সন্ধ্যায় কলকাতায় উক্ত সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীরাজবাহাদুর বলেন, ১৯৭৩ সালের জুন মাসের মধ্যে তৈল শোধনাগার নিয়ে হলদিয়া বন্দরের কাজ পুরোপুরি চালু হওয়ার সম্ভাবনা।

আশা ও ভাগ্যের বন্দর

শ্রীরাজবাহাদুর আরও বলেন, বন্দর নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হলে হলদিয়ায় এক লক্ষ টনের জাহাজও ভিড়তে পারবে। পরিপূরক হলদিয়া বন্দর নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা বন্দরের কাজকর্ম অনেক বেড়ে যাবে; সারা বছরই নিয়মিতভাবে মালপত্র আমদানি-রফতানি হবে। এই বন্দরগুলি দেশের হতাশার নয়, 'আশা ও ভাগ্যের বন্দর' হয়ে উঠবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এদিন শ্রীরাজবাহাদুর বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভায় বলেন, পঃ বঙ্গে উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার যেস কর্মসূচি নিয়েছেন তা রূপায় সরকার বদ্ধপরিকর এবং সেগু নির্ধারিত সময়সূচির মধ্যেই সম্প করা হবে।

সভার পক্ষ থেকে শ্রীক্ষীরে ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে প্রশ্ন কর হলদিয়া বন্দরের উন্নয়নের সঙ্গে সং কি কলকাতা বন্দরের কাজকর্ম ক যাবে। এ প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ বলেন, এ কখনোই নয়। পঃ বং নানাবিধ শিল্প স্থাপনের পরিকল্প করা হচ্ছে তাতে কলকাতা বন্দরে গুরুত্ব নিশ্চয়ই কমবে না।

বন্দর শ্রমিকদের দাবিদাওয়া

এদিন সকালে কলকাতা পোর শ্রমিক ইউনিয়ন ও নিখিল ভার বন্দর ও ডক কর্মী ফেডারেশনে সাধারণ সম্পাদক শ্রীমাখন চ্যাটারজি নেতৃত্বে শ্রমিক কর্মচারীদের এক প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। এতে বন্দর ও ডক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বেতন ও মহার্ঘভাতার সংযুক্তিকরণ, পেনশন স্কিম সহজ করা, বোনাসের হার বৃদ্ধি হলদিয়া বন্দরের নির্মাণ কাজ অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ করা ইত্যাদির দাবি জানানো হয়।

মন্ত্রী দাবিদাওয়াগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং দেশের বর্তমান সংকটে বন্দর শ্রমিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

পোরট কমিশনারস-এর সদর দফতরের সামনে জমায়েতের পর শ্রমিক কর্মচারীরা রাজভবনের কাছে যান এবং কলকাতা-হলদিয়া বন্দরের সমস্যা সম্পর্কে রাজ্যপাল শ্রীডায়াসের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

কিউবায় কোসিগিন

নয়াদিল্লি, ২৬ অকটোবর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেকসি কোসিগিন আজ কানাডা থেকে কিউবা এসেছেন বলে বি বি সি জানিয়েছে।

তাঁর স্বাগত সম্বর্ধনা জানানোর জন্য হাভানার রাজপথগুলি পতাকা ও ছবি দিয়ে সাজানো ছিল।

চীনা কূটনীতিকরা রাষ্ট্রপুঞ্জে আসবেন

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

হয়ত কানাডার চীনা দূতাবাস থেকে কয়েকজন কূটনীতিককে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিয়োগ করবেন।

পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চীন শুধু সাধারণ পরিষদেই যে স্থান পাবে তা নয় এমন কি নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী আসনের একটিও সে লাভ করবে।

হংকং-এর এক খবরে বলা হয়েছে যে, চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণ করার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সংবাদ শুনে পর্যবেক্ষকগণ বলছেন, চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইই হয়ত রাষ্ট্রপুঞ্জে যেতে পারেন।

—ইউ এন আই, এ এফ পি

তির্যক

নূতন উদ্বাস্তু

বিমান আক্রমণের সংকেত ধ্বনি সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

বিমান আক্রমণের সংকেত শুনলে নাগরিকদের কী করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করবার উদ্দেশ্যে খুব শীঘ্র বিমান আক্রমণের সংকেত ধ্বনি (উঁচু নিচু কাঁপা কাঁপা সুর) সাইরেন দিয়ে বাজানো হবে। নাগরিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন বিমান আক্রমণের সংকেত শুনবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি পালন করেন :—

(১) যদি বাইরে থাকেনঃ অবিলম্বে আশ্রয় নিন। সবচেয়ে কাছে যে ট্রেন্‌চ বা পাকা বাড়ী পাবেন সেখানে আশ্রয় নিন। এর কোন জায়গায় আশ্রয় না পেলে মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন, কনুই-এর উপর ভর দিয়ে মাটি থেকে বুক উঁচুতে রাখুন, দুই কান ও ঘাড় হাত দিয়ে ঢাকুন এবং দাঁতের ফাঁকে রুমাল বা কাপড় গুঁজে দিন।

(২) যদি মোটর গাড়ীতে, বাসে বা ট্রামে থাকেন : সংকেত শোনামাত্র সব গাড়ী থেমে যাবে। গাড়ী থেকে নেমে পড়ুন এবং উপরে ১নং-এর নির্দেশমত কাজ করুন। রাস্তায় থাকবেন না ও ছোটাছুটি করবেন না।

(৩) যদি সিনেমা বা থিয়েটারে থাকেনঃ আপনার জায়গায় বসে থাকুন—বাইরে আসবার চেষ্টা করবেন না।

(৪) যদি কর্মস্থলে থাকেনঃ আশ্রয়কক্ষে চলে যান (যদি নির্দিষ্ট করা থাকে)। তার ব্যবস্থা না থাকলে একতলায় সবচেয়ে ভেতরকার ঘরে চলে যান।

(৫) যদি বাড়ীতে থাকেনঃ আশ্রয় কক্ষে (যদি নির্দিষ্ট করা থাকে) চলে যান। তার ব্যবস্থা না থাকলে একতলার একটা নিরাপদ ঘরে ঢুকুন। ঢুকবার আগে বাড়ীর সব জানালা খুলে এবং সব আগুন ও আলো নিভিয়ে দিন। টেলিফোন করার চেষ্টা করবেন না, কাঁচের কাছে যাবেন না, রাস্তায় কি হচ্ছে তা দেখতে উঁকি মারবেন না।

শান্ত থাকুন, গুজবে কান দেবেন না এবং স্থানীয় ওয়ার্ডেনের নির্দেশমত কাজ করুন।

—কলিকাতা অসামরিক প্রতিরক্ষা কন্ট্রোলার কর্তৃক প্রচারিত—

সি. ডি ১/৭১

বংশীলাল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য

চণ্ডিগড়, ২৬ অকটোবর—আজ হরিয়ানার বিধানসভায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা তুমুল বিতর্কের পর বংশীলাল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা সূচক প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে অগ্রাহ্য হয়। —ইউ এন আই

যুদ্ধ চাপানো হলে তার পুরো দায়িত্ব পাকিস্তানের

—প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ অকটোবর—আজ এখানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম ঘোষণা করেন, যদি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে, তাহলে তার পুরো দায়িত্ব বর্তাবে পাকিস্তানের ওপর।

একটি টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারত বরাবরই শান্তির পক্ষপাতী। আমরা যুদ্ধ চাই না। সেই জন্যই প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে বিদেশ পরিভ্রমণের কর্মসূচি নিয়েছেন।

জলন্ধরে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যুদ্ধ হলে পাকিস্তানের মাটিতেই হবে, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারত এতকাল আত্মরক্ষামূলক নীতি পালন করে এসেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আক্রান্ত হলে সেই যুদ্ধটা সীমান্তে অথবা ভারতের মাটিতেই সংঘটিত হবে। আত্মরক্ষা নীতি নিশ্চিতই বোঝায় যে, আক্রমণকারীকে তার নিজের দেশেই ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এর মানে আক্রমণ বোঝায় না। আমরা যুদ্ধ চাই না। কিন্তু কেউ যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, আমরা আমাদের রক্ষা করবই।

—ইউ এন আই

চাষী ভাইয়ের প্রকৃত বন্ধু
ডানলপ
হেলিফ্লেক্স
হোস

একমাত্র পি ভি সি হোস যা একাধারে সাকশন এবং ডেলিভারী দুই কাজেই লাগে

হাল্কা অথচ মজবুত। চেপটে যায় না। স্পাইরাল দিয়ে সুরক্ষিত আশ্চর্য এই ডানলপ হেলিফ্লেক্স পি ভি সি হোস — সত্যি এর জুড়ি নেই। ● ডানলপ হেলিফ্লেক্স হোস খুব নমনীয় অথচ কিছুতেই পাক খায় না বা চেপটে যায় না। ● ডানলপ হেলিফ্লেক্স হোস যে-কোন আবহাওয়ার ধকল সইতে পারে। ● ডানলপ হেলিফ্লেক্স হোস পোকা-মাকড়-ইঁদুরের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং এতে কখনো ছাতা ধরে না। ● ডানলপ হেলিফ্লেক্স একমাত্র হোস যাতে নিপ্‌ল বা কাপলিং ল্যাগাতে কোন ক্লিপ বা ক্ল্যাম্প-এর দরকার হয় না। পি ভি সি-র দৌলতে এর গড়নটাই এমন যে নিপ্‌ল বা কাপলিং আপনা থেকেই শক্তভাবে এঁটে থাকে।

হাল্কা! মজবুত! চেপটে যায় না!
সহজে নাড়াচাড়া করা যায়!

বিনামূল্যে
বিনামূল্যে ডানলপ হেলিফ্লেক্স হোস পুস্তিকার জন্য এই কুপনটি কেটে নিচের ঠিকানায় পাঠান : পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট, ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ৩২এ, মির্জা গালিব স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

নাম..........
ঠিকানা..........
....
পেশা..........AB

ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস ডিভিসন
এ জি পেটজেটাকিস এস-এর অনুমতিক্রমে ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক তৈরি

DN1674N1 BEN

অন্যান্য চিত্রগৃহে

পার্বতী হাওড়া ৬৭ ২৮১১ — ২, ৪॥, ৭॥
জয় বাংলা

[illegible] ৩৫ ৩৫০৩ — ১২ ৩ ৬
সীতার বনবাস

শ্যামশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ — ২, ৫, ৮
জীবন জিজ্ঞাসা (২য় সপ্তাহ)

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ — ১॥ ৪॥ ৭॥
সীতার বনবাস

শ্যামলী ৬৭ ২৩৫৮ — ২ ৫ ৮
অঞ্জনা

জয়া — ১ ৪ ৭
মেরা গাঁও মেরা দেশ (৩য় সপ্তাহ)

জেম প্রভাত বেলা ১১-৩০ মিঃ (ইস্টম্যান কালারে)
বাজী

রূপম ফোন—৩৪-৪৩১৭ — ১ ৪, ৭
ত্রিনয়নী মা (২য় সপ্তাহ)

বিনোদিনী বাগুইআটি — ১, ৪, ৭
ধান্য মেয়ে

পূর্বাশা ৪৬-২৩০২ — ১, ৪, ৭
ইয়াদগার

নবীনা তাপনিয়ঃ ৪৬ ৮০৯১ — প্রত্যহ: ১২, ৩, ৬
আঁখে

অতীন্দ্র ব্যারাকপুর—৩৪০ — ১, ৪, ৭
মেরা গাঁও মেরা দেশ

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ — ১২॥ ৩॥ ৬॥
মেরা গাঁও মেরা দেশ

অলকা ফোন ৬৭-২০২৭ — ১॥, ৪॥, ৭॥
জয় বাংলা

নারায়ণী তাপনিয়ঃ ৫৬-০৩৩৬ — ১ ৪, ৭
দো রাস্তে

রঙমহল ফোন: ৫৫-১৬১৯
বৃহ ও শনি : ৬টায়
রবি : ২॥ ও ৬টায়
একটি পরিচ্ছন্ন পারিবারিক নাটক
উত্তরণ

স্টার থিয়েটার
(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)
স্থাপিত: ১৮৮৩ * ফোন: ৫৫-১১৩৯
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
কাল ও শনিবার : ৬টায়
রবিবার ৩১শে ২॥ ও ৬টায়

বিশ্বরূপা ফোন: ৫৫-৩২৬২
বৃহ ৬টা, শনি ও রবি ২॥ ও ৬
চৌরঙ্গী
নাটকত্ব নির্দেশনা
রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে—বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার অজয় গাঙ্গুলী, [illegible] দত্ত, প্রমোদ গাঙ্গুলী, পুতুল, মিস জে, নির্মল ঘোষ ও দিলীপ রায় এবং জয়শ্রী সেন

রঙ্গনা [illegible] (৫৫ ৬৮৪৬)
নান্দীকার
কাল ৬টায় ১১৯৩ম শো
মঞ্জুরী আমের মঞ্জুরী
শনি ৬টায় নতুন নাটকের ১১শ অভিনয়
হে সময় উত্তাল সময়
রবি ২॥টে ও ৬টায় ১৯০-১৯১তম অভিনয়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ সন্ধ্যা ৬॥টায়
বহুরূপী
• নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র •
আগামী রবিবার ৬টায়
অপরাজিতা
নির্দেশনা ও একক অভিনয়ে : তৃপ্তি মিত্র
২রা নভেম্বর মঙ্গলবার ৬॥টায়
রাজা অয়দিপাউস
• নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র •
এ্যাকাডেমী মঞ্চে। হলে টিকিট অভিনয়ের দিন সকাল ১০টা থেকে। অন্যান্য দিন—১টা—৭টা।

পূর্ণ ২ ৫॥ ৮॥
এক ফুল দো মালী
(কলার) * সাধনা সঞ্জয়
*
শ্রী ও উজ্জ্বলা
(বেলা ১২টায়)
সফর (কলার)
* শর্মিলা রাজেশ ফিরোজ
এবং পরবর্তী শুক্রবার ২৯শে হইতে

শেষ দুই দিন!
জীতেন্দ্র • মুমতাজ • হেলেন
কাঠপুতলী
ইন্দ : ২॥ ৫৮ ও ৯টায় ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ২৬ অক্টোবর—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয় মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৭০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৩০ পয়সা বহাল থাকবে।

আজ অগ্রিম টিকিট
উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত শরৎচন্দ্রের
রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত
শুক্রবার ২৯শে অক্টোবর
মিনার • বিজলী • ছবিঘর

এলিট জনাকীর্ণ দ্বিতীয় সপ্তাহ
৩, ৬ ও ৯টা
রাশিয়াতেও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত
SOVEXPORTFILM PRESENTS
CIRCUS ON PARADE
সঙ্গে : কালার ডীম (দো রীল)
সারা পরিবারের পরম উপভোগ্য
আজ থেকে ৩য় সপ্তাহের অগ্রিম বুকিং সুরু

সর্বত্র আলোড়ন!
সম্পূর্ণ রঙীন পৌরাণিক বাংলা চিত্র
সীতার বনবাসে
বীণা : সুরশ্রী : আলেয়া
(১২, ৩, ৬॥) (১২, ৩, ৬) (২, ৫, ৮)
রূপায়ণ (১॥, ৪॥, ৭॥) - ইলোরা - পারিজাত
নবরূপম্‌ - নিউ তরুণ - মীনা - জ্যোতি

'বেয়াড়া' ট্যাকসি — প্রতিকার কী

স্টাফ রিপোর্টার

ট্যাকসি অ্যাসোসিয়েশনগুলিও স্বীকার করেন, ট্যাকসিচালকরা অনেক সময়েই যাত্রীদের নিয়ে যেতে চান না, অসহায় অবস্থায় পড়লেও-না। কিন্তু এই ধরণের 'বেয়াড়া ট্যাকসি চালক'দের কোনও শাস্তি দেবার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

যাত্রীদের নিয়ে যেতে অস্বীকার করার অনেক যুক্তিও কয়েকজন ট্যাকসিচালক দিয়েছেন। যেমন, একজন ট্যাকসিচালক হাওড়া স্টেশনের স্ট্যান্ড থেকে বোঝাতে বোঝাতে আসছিলেন, ধরুন এই হাওড়া ব্রিজের ওপর ট্রাফিক জ্যাম, সারাদিন জ্যাম একবার পারাপার করতেই যদি এক-বেলা কেটে যায় তাহলে চলে কী করে বলুন। সেইজন্য হাওড়া ব্রিজ পার হবার নাম শুনলেই বলি, গাড়ি খারাপ, কিংবা খিদে পেয়েগিয়েছে অথবা মিটারের মাথায় 'গ্যারেজ' বোর্ড চড়িয়ে দিয়ে নিস্তার পাবার চেষ্টা করি।

সেই ট্যাকসিচালককেই জিজ্ঞেস করলাম, শুধু ট্রাফিক জ্যাম, হাওড়া ব্রিজের জন্যেই কি যাত্রীদের নিয়ে যেতে অস্বীকার করেন? অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আপনাদের বাঁধাধরা অভিযোগ বাদ দিয়েও বলা যায় বিনা কারণে ট্যাকসিচালকরা যাত্রীদের নিয়েযেতে অরাজী হন। এটা হয় কেন?

ট্যাকসিচালক : সত্যি কথা বলতে কি কিছু ট্যাকসিচালক উত্তর কলকাতায় যেতে হবে শুনলে মুখ ঘুরিয়ে নেন। কিংবা দক্ষিণ কলকাতা হলে রাস্তা যেন সরল রেখার মত হয় গলিতে ঢুকতে হলে অসন্তুষ্ট হন। তা ছাড়া সাটল ট্যাকসিতে লাভ বেশি। আর একটা কথা বলি, দেখছেন, এ বাজারে সবাই দু পয়সা উপরি রোজগার করে নিচ্ছে মানে গুছিয়ে নিচ্ছে। অগত্যা বেশ কিছু ট্যাকসিচালক আজকাল শেয়ারের ট্যাকসির ব্যবসায় মন দিয়েছে। সত্যি কথা বলছি, বলবেন না কাউকে, শেয়ারের ব্যাপার হলে অনেক ট্যাকসি কিন্তু তাঁদের গোঁড়ামি ছেড়ে দিয়ে যেদিকে যেতে বলবেন সেদিকে যেতেই রাজি। আর একটা হল কিছু কিছু জায়গায় আছে যেমন শনিবারের রেসের মাঠ, বড় বড় রেস্তরাঁ ইত্যাদি কয়েকটা নাম শুনলে ট্যাকসি আপনাকে আদর করে নিয়ে যাবে।

ট্যাকসিচালকদের এই সব যাঁব-পাঁচ অ্যাসোসিয়েশনগুলো ভাল করেই জানেন। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীকল্যাণ চন্দ্র মঙ্গলবার কথায় কথায় বললেন তাহলে শুনুন, যাত্রী নিতে অস্বীকার করার পিছনে যেখানে কোন যুক্তি পাওয়া যায় সে সব ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশন ট্যাকসিচালকদের পক্ষ নিয়ে সমস্ত সময় পুলিশের কাছে দরবার করেন। কিন্তু যেখানে কোন যুক্তি নেই সেখানে অ্যাসোসিয়েশন কিছুতেই সাহায্য করেন না। এই রকম যুক্তিহীন অভিযোগ প্রতি মাসে গড়ে ৪০টি আসে।

কল্যাণবাবু বললেন, তবে আমরা মনে করি, আদালতে ট্যাকসিচালকদের বড়জোর একশ টাকা জরিমানা হতে পারে, কিন্তু তাতে সাধারণ যাত্রীদের সমস্যার বিন্দুমাত্র সুরাহা হবে না। তার জন্য অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের কাছে কতকগুলি সুপারিশ করেছে। গত সপ্তাহেই কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছি।

সুপারিশ করা হয়েছিল : পুলিশের তরফ থেকে প্রতিদিন দু ঘণ্টা করে দশদিনের একটা করে নিয়মিত ক্লাস করা হোক। তাতে ট্যাকসিচালদের বক্তব্য শোনা হবে এবং তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এর নাম দেওয়া হবে ড্রাইভারস সেল। অ্যাসোসিয়েশনও সহযোগিতা করবে।

দ্বিতীয় সুপারিশ ছিল: পুলিশ, জনসাধারণ এবং অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক। সেই কমিটিই ওইসব অভিযোগের বিচার করবেন।

কল্যাণবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন কোন সুপারিশেই পুলিশ আমল দেয়নি। শেষ পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েশন নিজেই উদ্যোগী হয়েছে। আজ, বুধবার সমস্ত ট্যাকসি অ্যাসোসিয়েশন, ড্রাইভারস অ্যাসোসিয়েশন এক যুক্ত বৈঠকে আলোচনা করবেন। ওই বৈঠকের উদ্দেশ্য হল, সরকার, জনসাধারণ, যাত্রী, চালক এবং মালিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা। তবে শুধু এতে মূল সমস্যার সমাধান হবে না।

কী করে হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে কল্যাণবাবুর বক্তব্য হল রাস্তা-ঘাট মেরামত করতে হবে। অনেকবার আবেদন-নিবেদন করেছি, জানুয়ারির মধ্যে না হলে ট্যাক্স বয়কট করব। তা ছাড়া শতকরা ২০ ভাগ ভাড়া বাড়াতে হবে, আর ট্রাফিক জ্যামের সুরাহা করতে হবে।

শেষে কল্যাণবাবু বললেন, আপনাদের 'কলকাতার কড়চায়' লিখেছেন বাঙালীর ট্যাকসিতে পারতপক্ষে কেউ যেতে চায় না, যদি বদলে পাঞ্জাবী বা অবাঙালীর ট্যাকসি মেলে। এতে সত্যি সত্যিই আমরা শঙ্কিত।

খেজুরিয়া থেকে তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প সরানোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ

উত্তরবঙ্গের খেজুরিয়ার তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প হঠাৎ বাতিল করে তা বিহারের পূর্ণিয়ায় স্থাপনের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে মালদহ জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅসীম মৈত্র সোমবার এক বিবৃতি দিয়েছেন।

তিনি বিবৃতিতে বলেন, "খেজুরিয়ায় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেও তা হঠাৎ 'পরিবর্তন' করায় উত্তরবঙ্গের অবহেলিত মানুষ বিক্ষুব্ধ।"

শ্রীমৈত্র জানিয়েছেন, খেজুরিয়াতে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে সোমবার কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর নিকট তারবার্তা পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়কেও অনুরোধ করা হবে।

সোনা ও রূপা

২৬ অক্টোবর—আজ কলকাতার বাজারে বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্টান্ডার্ড ১০ গ্রাম)	২০৫,
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১৯৪,
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৪১,
ঐ খুচরা (১ কেজি)	৫৪৬,

সাদা মলম
বি-টেক্স
দাদ, চুলকানি, নালী ঘা, একজিমা, ফুস্কুড়ি গায়ে গোটা, ঠাণ্ডায় হাত পা ফাটা জীবজন্তুর দেহের ক্ষতে অব্যর্থ মহৌষধ। বি-টেক্স, বোম্বাই-৭৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
টেণ্ডার নোটিস

নিম্নে বর্ণিতমতো "বন্যাজনিত ক্ষতি মেরামতি কাজ"-এর জন্য এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ময়ূরাক্ষী নর্থ ক্যানেলস ডিভিসন, পোঃ অঃ রামপুরহাট (বীরভূম) কর্তৃক প্রকৃত, নির্ভরযোগ্য এবং সঙ্গতিপন্ন বাহিরের ঠিকাদার এবং আই অ্যান্ড ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর ঠিকাদার (১ এবং ২ নং কাজের জন্য)/১ম শ্রেণীর ঠিকাদারদিগের (৩ হইতে ৪ নং কাজের জন্য) নিকট হইতে বি এফ নং ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :

ক্রঃ নং	কাজের নাম	অনুমিত ব্যয়	বায়নার পরিমাণ
১	মুরারই থানাতে পলসা হইতে কালাহারপুর (রীচ-১) পর্যন্ত বাঁশলই নদীর রাইট ব্যাঙ্কের বন্যাজনিত ক্ষতি মেরামত এবং পুনর্নির্মাণ	৯৫,৬৫৪, টাকা	২,৩৯২, টাকা
২	মুরারই থানাতে কালাহারপুর হইতে আমডোল (রীচ-২) পর্যন্ত —ঐ—	৯৫,৩৯৭, টাকা	২,৩৮৫, টাকা
৩	মুরারই থানায় সমরপুরের লোয়ার এন্ড হইতে লক্ষ্মীনারায়ণপুর (রীচ-১) পর্যন্ত বাঁশলই নদীর লেফট ব্যাঙ্কের বন্যাজনিত ক্ষতি মেরামত এবং পুনরুদ্ধার	২,১৮,৫০০, টাকা	৪,৩৭০, টাকা
৪	মুরারই থানায় লক্ষ্মীনারায়ণপুর হইতে আমডোল (রীচ-২) পর্যন্ত —ঐ—	২,২৩,৯০০, টাকা	৪,৪৭৮, টাকা
৫	মহঃ বাজার থানায় খয়রাকুড় হইতে বড়গাছা (রীচ-১) পর্যন্ত ময়ূরাক্ষীর লেফট ব্যাঙ্কের বন্যাজনিত ক্ষতি মেরামত	২,৫৪,৩০০, টাকা	৫,০৮৬, টাকা
৬	থানা মহঃ বাজার ও সাঁইথিয়ায় বড়গাছা হইতে সাঁইথিয়া (রীচ-২) পর্যন্ত ঐ	২,৮৪,২০০, টাকা	৫,৬৮৪, টাকা

প্রত্যেক কাজ সমাপ্ত করিবার সময় : চার মাস। আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ প্রমাণপত্র দাখিলক্রমে ৩ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন অফিসের কার্যকালে পূর্বোক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে প্রতি প্রস্থ অফেরতযোগ্য ১০, টাকা মূল্যে টেণ্ডার ফরম এবং অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া যাইবে।

টেণ্ডার ৪ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত এবং তৎপর অব্যবহিত পরই খোলা হইবে।

ডব্লিউ বি/আই সি আর-৪০০৫(৩১)/৭১

বিনা খরচে জাপান ভ্রমণের
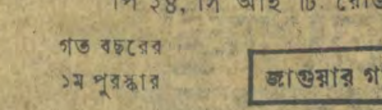
অপূর্ব সুযোগ
ডেনড্রাইট অ্যাডেসিভ
১ম পুরস্কার : বিমানে জাপান ভ্রমণ অথবা নগদে সমান টাকা
২য় পুরস্কার : বিমানে নেপাল ভ্রমণ অথবা নগদে সমান টাকা
এছাড়াও ২৭০টি আকর্ষণীয় সান্ত্বনা পুরস্কার ও ১০টি বাইসাইকেল।
ডেনড্রাইট পি. সি.-৬৫ অ্যাডেসিভ প্রতি ঘরে ও কলকারখানায় নানারকম কাজে ব্যবহৃত হয়।
গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য টিউব ও অন্যান্য কনটেনারের সঙ্গে দেওয়া লাকি টিকিট পূরণ করে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১-এর মধ্যে ডাকে পাঠিয়ে দিন :
চন্দ্রস্ কেমিক্যাল এণ্টারপ্রাইজেস (প্রাঃ) লিঃ
পি ২৪, সি আই টি রোড * কলিকাতা-১৪
গত বছরের ১ম পুরস্কার — জাগুয়ার গাড়ী — বিজয়ী মঃ সৈয়দ এসা ডিনডিগুল, মাদ্রাজ

একজনের ভালবাসার
আর
একজনের ভাল লাগার গল্প
উত্তম সুপ্রিয়া অভিনীত
জীবন জিজ্ঞাসা (A)
পরিচালনা পীযূষ বসু
সঙ্গীত শ্যামল মিত্র
উত্তরা • পূরবী • উজ্জ্বলা
উত্তরা-য় বেলা ১১॥টায় যাত্রিক ও শ.
পদ্মশ্রী ০ আলোছায়া
(২ ৪৮ ৭॥) (১॥, ৪॥ ৭॥)
শ্যামশ্রী - মায়াপুরী - মায়া - রূপশ্রী
নেত্র - শ্রীকৃষ্ণ - উদয়ন
স্বপ্না - রূপালী

পঞ্চম সপ্তাহ!
নাচ, গান প্রণয় আর দ্বন্দ্বের ঝড়ছবি
আশা পারেখ • জীতেন্দ্র
ক্যারাভ্যান
ইস্টম্যানকালার
ম্যাজেস্টিক — মুনলাইট
২-৩০, ৫-৪৫ ৯ — ২-৩০ ৫-৪৫ ৯
বসুশ্রী ২, ৫-৩০ ৮-৪৫

তরুণ মজুমদারের
কুহেলি
রাধা (২, ৫, ৮) : পূর্ণ (২॥, ৫॥ ৮॥)
(শেষ সপ্তাহ)

৩য় সপ্তাহ
ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা
মেরা গাঁও মেরা দেশ
প্যারাডাইস — রক্সি — দর্পণা
৩ ৬ ৯ — ৩, ৬ ৯ — ২॥ ৫॥ ৮॥
মেনকা — গ্রেস
২॥ ৫॥, ৮॥ — ২॥ ৫॥ ৮॥
লিবার্টি — ইণ্টালী — জয়া
১২॥ ৩॥, ৬॥ — ২, ৫॥, ৮॥ — ১ ৪ ৭
অশোকা ১২॥ ৩॥, ৬॥ - মাতৃমহল ৩ ৬. ৯
নবভারত ২, ৫ ৮ - শান্তি ১ ৪ ৭
অশোক ১২ ৩ ৬ - গৌরী ১॥ ৪॥ ৭॥
রিজেণ্ট ২॥ ৫॥, ৮॥ - অনন্যা ১ ৪ ৭
অতীন্দ্র ১, ৪, ৭ - শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল) ২, ৫, ৮ - শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া) ২, ৫ ৮
রূপকথা (আসানসোল) ২॥, ৫॥ ৮॥ - বনফুল (কৃষ্ণনগর) ২, ৫, ৮ - রূপকথা (মালদহ)
রূপক (পাটনা) - বিহার (ঝরিয়া) ২৮ ৬ ৯) রিগ্যাল (জামশেদপুর) ২, ৫॥ ৮৮ - জয়হিন্দ (ডেহরি-অন শোণ) - অপ্সরা (রাউরকেলা)
প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায় মেনকায় দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী "চায়না টাউন"

বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম
আজ : নূতন সূচী
(১) মহাকাশের ঘটনা ও রটনা (২) চিহ্নিত গ্রহনক্ষত্র (৩) ৭২ সালের গ্রহরাজি। ইংরেজি : বেলা ১১টা, ১-৩০টা ও বিকাল ৫-১৫টা। বাংলা: বেলা ১২-৩০টা, ২-৪৫টা ও রাত্রি ৮টা। হিন্দি : বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা।

শেয়ার বাজার তেজী চলছে

২৬ অক্টোবর—কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই তেজীভাব চলছে। আজ লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে।

বাজার খেলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল :—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

বিড়লা জুট ২২।৪০ ২২।২৫; ডানলপ ইন্ডিয়া ৩১।৫৫ ৩১।৩৫; গেস্টকিন উইলিয়ম ৩২।৬০ ৩২।৭৫; ইনড আলু: ৩২।৯০ ৩২।৪৫; ইনড কপার ৩।৬৫ ৩।৬০; ইন্ডিয়ান আয়রন ৯।৫০ ৯।৩০; জয়পুর উদ্যোগ ৮।৭০ ৮।৭৫; কেশোরাম ইনড ১৪, ১৪।০৫; ওরিয়েন্ট পেপার ৩২।৫০ ৩২।৬০; ওড়িশা সিমেন্ট ১৭, ১৭।১০; রাউস ৫।১৫ ৫।১০।

ক্লিয়ারিং তালিকা বহির্ভূত

সরকারী ঋণপত্র : ৩% (১৯৮৬) ৬০,; ৫¾% (২০০০) ৯৭।৬০; ৫¾% (২০০১) ১০০।২০ ১০০।২৫; ৫¾% (১৯৯২) ১০০।৬০।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!
DOL-327 BEN

২৪তম খেলা
রাজস্থান স্টেট লটারিজ
২৬-১০-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
প্রথম পুরস্কার—৫,০০০ টাকা A-063215
প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার ৪টি পুরস্কার
B-214194 C-178450 D-372290 E-459403
অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার।
ডিরেক্টর স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর
ADARTS/RSL/28/71

ম্যে সং নিউজিল্যাণ্ডের লোকার্নো চিত্রোৎসবে সম্বর্ধিত!
সিনেআই ফিল্মসের
সারা আকাশ
প্রযোজনা • পরিচালনা বাসু চ্যাটার্জী
লোটাস শুধু দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী প্রত্যহ ১১॥টায়

বিরাট ১১শ সপ্তাহ
রাজেশ খান্না তনুজা
হাথী মেরে সাথী
রিগ্যাল - প্রিয়া - মিত্রা
১, ২॥, ৫৮, ৯ — ২, ৫॥, ৮॥ — ২, ৫॥ ৮॥
জয়ন্তী (রিষড়া) এবং অন্যত্র।
প্রিয়া-তে বেলা ১১॥টায় আনোখি রাত

ভক্তিরসের মহান ঐশ্বর্যে
বিপুল বৈচিত্র্যের রঙীন চিত্র
নাগপূজা
নিউ সিনেমা : গণেশ : খান্না
(২॥, ৫॥, ৮॥) (১২ ৩, ৬, (১॥, ৪॥, ৭॥) ৮॥)
কালিকা : ভবানী : প্যারামাউণ্ট
(২॥, ৫॥ ৮॥) (২, ৫, ৮) (২॥, ৫॥, ৮॥)
বঙ্গবাসী - পিকাডিলি - লিলুয়া সিনেমা
[illegible] - লক্ষ্মী - রজনী - দীপক
আনন্দম্‌ এবং বিহারের ১৪টি চিত্রগৃহে

২য় মনোরম সপ্তাহ!
প্রেমের অনুপম অমিয় নির্ঝর
নবীন নিশ্চল • যোগীতা বালী • অমিতাভ বচ্চন
এন. সি. সিপ্পীর
পরওয়ানা
লাইটহাউস • জনতা • কৃষ্ণা
(৩ ৬, ৮৮) (৩, ৬, ৯) (২॥, ৫॥, ৮॥)
ছায়া : রে : চিত্রা
(২॥, ৫॥, ৮) (ধানবাদ). (আসানসোল)

সত্যজিৎ রায়ের অবিস্মরণীয় ছবি!

সীমাবদ্ধ
শংকরের উপন্যাস থেকে
শ্রী — প্রাচী — ইন্দিরা
(২৮, ৫॥, ৮॥) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৮॥)

সুনীল দত্ত, সরোজা দেবী, যমুনা ও মেহমুদ অভিনীত প্রসাদ প্রোডাকসন্সের
বেটী বেটে
জেম প্রত্যহ ২॥ ৫॥ ও ৮॥টায়

৫ম ও শেষ সপ্তাহ!
মন মন্দির
ইস্টম্যানকালার
জ্যোতি (২ ৫॥ ৮॥) এবং অন্যত্র।
শুক্রবার থেকে : ক্রাউন

লাইটহাউস
আড়ম্বর শুভমুক্তি শুক্রবার!
আজ টিকিট করুন!
নেপোলিয়ানের ভগ্নী রাজকুমারী পলিনের গভীর প্রণয়ের এক কলঙ্কময় প্রেম-কাহিনী।

Imperial Venus
TECHNICOLOR
GINA LOLLOBRIGIDA STEPHEN BOYD
(কেবল প্রাপ্তবয়স্ক) রঙিন

অসামান্য
সলিল দত্তের
খুঁজে বেড়াই (A)
সঙ্গীত রবীন চ্যাটার্জী
রূপবাণী • অরুণা • ভারতী
[প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫, ৮-৩০]
সুচিত্রা (২, ৫, ৮—৫ম) — মানসী (৫ম)
কল্যাণী (নৈহাটী, ৫ম) - অন্নপূর্ণা (২য়)
শো হাউস (২য়), ফাল্গুনী (২য়), গোধূলি (আসানসোল, ২য়), মহুয়া (মেদিনীপুর)

শেষ ২ দিন!
প্রথম প্রতিশ্রুতি
সংগীত : নীহার রায়
মিনার • বিজলী • ছবিঘর
(২॥, ৫॥, ৮॥)

আজ অগ্রিম টিকিট

মূলকাহিনী সমরেশ বসু
অনেক দিনের পরে (A)
পরিচালনা-অজিত লাহিড়ী/ সঙ্গীত-কালীপদ সেন।
শুক্রবার ২৯শে অক্টোবর
নিউ এম্পায়ার প্রত্যহ: ১২, ৩, ৬ ৮॥
শ্রী (প্রত্যহ: ১২টায়) নরীনা (১২, ৩ ৬॥)
আলোছায়া (১॥, ৪॥, ৭॥টা)
মৃণালিনী অলকা ॥ পার্বতী ॥ অনন্যা
(বরাহনগর) প্রফুল্ল (খড়দহ) রমা (বিরাটী)
বিজয়া (বারাসাত) ফাল্গুনী (বসিরহাট)
কৈরী (চুঁচুড়া)

ছায়াছবি নয়
একটি মহৎ প্রেরণা
সর্ব-কালের, সর্ব-যুগের, সর্ব-মানবের প্রাণ-প্রতিমা।
হৃষীকেশ বসাকী প্রযোজিত রূপকথি চিত্রমের
ত্রিনয়নী মা
পরিচালনা পর্ণেন্দু রায়চৌধুরী
চিত্রনাট্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সংগীত অনিল বাগচী
অমিয় মুখার্জী • এসোসিয়েটেড ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স
রূপম • মিত্রা • লীলা
(১, ৪, ৭) (সকাল ১১॥) (দমদম ২য়)
যোগমায়া (হাওড়া, ২য়) শ্রীমা (খড়দহ, ২য়)
বিধান (বারাসত ২য়) শ্রীরামপুর টকীজ (শ্রীরামপুর) শুক্রবার থেকে : শ্রীদুর্গা (কাঁচরাপাড়া) নিউ লাইট (ইছাপুর)

সোয়েটার
ফোম, টেরিউল সোয়েটার
এবারের নতুনত্ব দেখুন
হরলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৬, লুকাস লেন
কলিকাতা-১ । ফোন: ৩৩-৮৭৪৯

জঙ্গীশাহী পৈশাচিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে
আমি
মুজিব বলছি
রচনা ও পরিচালনা—অরুণ রায়
পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে
নিউ প্রভাস অপেরার বলিষ্ঠ প্রযোজনা

স্মরণ রাখবেন
ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির বৃহত্তর
কল্যাণের জন্য
HARYANA STATE LOTTERIES
তাঁদের ৩১তম খেলায় (নির্ধারিত তারিখ ১১-১১-১৯৭১)
দিচ্ছেন বিপুলতম পুরস্কার
২৫,০০,০০০ টাকা
প্রথম পুরস্কারে (৫টি) (প্রতি সিরিজে ৫ লাখ টাকা)
এবং হাজার হাজার নগদ পুরস্কার
প্রচারক/
ডিরেক্টর, হরিয়ানা স্টেট লটারিজ, চণ্ডীগড়

আমাদের নতুন টেলিফোন নম্বর

এখন থেকে আমাদের টেলিফোন নম্বর

৪৬-৩৪৬১

(৭টি লাইন)

ঊষা সোয়িং মেসিন ওয়ার্কস

কলকাতা-৩১

ছারপোকা?

আপনি কি ছারপোকা মারতে পারছেন না? স্মাইটক্সের শক্তিতে ভরপুর নতুন টিক-২০ দিয়ে একবার মেরে দেখুন!

নতুন টিক-20

আরো বেশী
আরো তাড়াতাড়ি
ছারপোকা মারবে

টাটা ফাইজারের তৈরী

ASP/TF-8

নিষ্প্রদীপ মহড়া সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে অধিক পরিমাণে অবহিত করার জন্য আগামী ৩০শে অক্টোবর দক্ষিণ কলিকাতায়, ৩১শে অক্টোবর মধ্য কলিকাতায় এবং ১লা নবেম্বর উত্তর কলকাতায় সন্ধ্যে ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত নিষ্প্রদীপের মহড়া করা হবে। ঐ সময় রাস্তার সর্বপ্রকার আলো নেভানো থাকবে। জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন নিষ্প্রদীপ মহড়ার সময় নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করে পুলিশ ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করেন :—

- ঘরের ভেতরের আলো এমনভাবে ঢেকে রাখবেন যাতে বাইরে থেকে না দেখা যায়। ঘরের ভেতরের টিউব লাইট ও নিওনলাইট পারতপক্ষে জ্বালাবেন না।
- ঘরের বাইরের সবরকমের আলো নিভিয়ে রাখবেন।
- আলোকসজ্জা বা বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত সবরকমের আলো নিভিয়ে রাখবেন।
- রাস্তার ব্র্যাকেটলাইটগুলো যার সুইচ আপনাদের আয়ত্তে আছে তা নিভিয়ে রাখবেন।
- টর্চের কাঁচের ওপর খবরের কাগজ জড়িয়ে শুধু নীচের দিকে মুখ করে জ্বালাবেন।
- লণ্ঠন, গ্যাস-লাইট বা অন্য কোন প্রকারের বাতি খোলা জায়গায় নিতে হলে এমনভাবে ঢেকে রাখবেন যাতে তার আলো একটি মোমবাতির আলোর চেয়ে জোরালো না হয়।
- মোটরগাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে রাখবেন। শুধু সাইড-লাইট জ্বালাতে পারেন।
- ঘোড়ারগাড়ি, ঠেলা বা অন্য কোন প্রকার গাড়ির আলো এমনভাবে ঢেকে রাখবেন যাতে তা একটি মোমবাতির চেয়ে জোরালো না হয়।

—কলিকাতা অসামরিক প্রতিরক্ষার কন্ট্রোলার কর্তৃক প্রচারিত

সি ডি-২/৭১

সোনালী মুকুট

...পরা একটি চমৎকার সুগন্ধী সিগারেট। ধূমপানের সব অভিজ্ঞতার শেষ কথা। আমেজভরা ধূমপানের আনন্দ লাভ করুন!

ম্যাকরোপোলোস্ গোল্ড টিপড্

ব্রাউন
পারফিউমড্
সিগারেট

১.৫০টাকা
১০ সিগারেটের
এক প্যাকেটের দাম

ডি. ম্যাকরোপোলো এণ্ড কোং, লিমিটেড
বোম্বাই • কলিকাতা • নিউ দিল্লি

BENSON/7746-BEN

বেতার বার্তা

বুধবার—২৭ অকটোবর

১ম অধিঃ- (৪৪৭.৮ মীঃ) ৬টা সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-২৫ সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য : কথিকা; ৬-৩০ সুবন্ধ সংগীত : খেয়াল—ভীমসেন যোশী; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ প্রভাস দত্ত—গীটার (ইং সং); ৭-০৫ প্রভাস দত্ত—গীটার; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ ননী দত্ত—ভক্তিমূলক গান (বাং সং); ৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪০ বিমলভূষণ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা কল্পনা দে—লোকগীতি; ৮-১৫ ভারতী করচৌধুরী—রাগপ্রধান ও ভজন; ৮-৩০ ইশ্তিয়াক হোসেন খাঁ—খেয়াল; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত—কল্যাণী ঘোষ; ৯-১৫ আধুনিক—অনুপ ঘোষাল; ৯-৩০ ব্রজগোপাল দাস—ঠুংরী; ৯-৪৫ দেবী মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা অবকাশরঞ্জন; ১০-০৫ জয়তী মুখোঃ—সরোদ; ১০-৩০ বিভূতি চট্টোঃ—সেতার; ১১টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ-** ১২-৩০ সময় সঙ্কেত, রবীন্দ্রসংগীত—অরবিন্দ বিশ্বাস; ১টা এন রাজম—বেহালা (বাং সং); ১-৫০ সুগম সংগীত—ঊষা ভাটিয়া, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোঃ এবং সুজাতা চক্রঃ; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা; (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (অষ্টম শ্রেণী); ২-৫০ প্রভাস দত্ত—গীটার; ৩টা শিবানী পাল—আধুনিক; ৩-১৫ রবীন মুখোঃ—শ্যামাসংগীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ-** ৫টা সময় সঙ্কেত, দুলাল সেন—সরোদ, ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজুমদার মণ্ডলী : মহাভারতের কথা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; ৬-৩০ বিচিত্রানুষ্ঠান (বাং সং); ৭-৩৫ সমীক্ষা; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৫০ দেবী মুখোঃ—আধুনিক; ৮টা রবীন্দ্রসংগীত; ৮-১৫ ননী দত্ত—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৩০ কল্পনা দে—আধুনিক; ৮-৪৫ বাংলা কথিকা; ৯টা মাল বকা কানন—খেয়াল; ৯-৩০ অনুরোধের আসর; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা; ১০-৩০ ভারতী করচৌধুরী—আধুনিক; ১০-৪৫ বিমলভূষণ—নজরুলগীতি; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ- ৯টা হিন্দী শিক্ষা; ৯-১৫ সমাপ্ত। **২য় অধিঃ-** ১টা হাইলাইটস অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক; ১-০৪ পাশ্চাত্য সংগীত (সং); ২-১০ পাশ্চাত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতির ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্ত। **৩য় অধিঃ-** ৮টা হিন্দী কার্যক্রম, ৮-৩০ ব্রজগোপাল দাস—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লী থেকে); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রম : কথিকা (দিল্লী থেকে); ৯-৪৫ পাশ্চাত্য সংগীত; ১০-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান : (২২৭.৩ মীঃ) (সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০ মিঃ)।

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান : (৫০৮.৫ মীঃ) **১ম অধিঃ-** ৫-৩০ সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম : দেশগান; ৫-৪৫ ত্রিবেণী গুপ্ত—লোকগীতি (সং); ৬-০৫ রমা বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-২০ বাংলা সংবাদ; ৬-৩০ সমাপ্ত। **২য় অধিঃ-** ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-২০ বাংলা সংবাদ (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি); ৮-৩০ সংবাদ পর্যালোচনা; ৮-৩৫ বাংলা কথিকা; ৮-৪৫ ত্রিবেণী : রবীন বন্দ্যোঃ—দ্বৈত জলতরঙ্গ; নিশীথ সাধু—রজনীকান্তের গান, শ্রীলা সেন—অতুলপ্রসাদের গান; ৯টা কলিকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ-** (২৬৫.৫ মীঃ) ৫টা সময় সঙ্কেত, হিন্দী সংবাদ; ৫-০৫ ত্রিবেণী গুপ্ত—লোকগীতি; ৫-১৫ রমা বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৫-৩০ রবীন মুখোঃ—নজরুলগীতি; ৫-৪৫ শিবানী পাল—আধুনিক; ৬টা বিশেষ ঘোষণা/সংগীত; ৬-০৫ প্রভাস দত্ত—গীটার; ৬-১০ জয়তী মুখোঃ—খেয়াল; ৬-৩০ ব্রজগোপাল দাস—ঠুংরী; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা হিন্দী সংবাদ; ৭-০৫ প্রভাস দত্ত—গীটার; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ রবীন্দ্রসংগীত; ৭-৪৫ লোকগীতি; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-০৫ দেশগান; ৮-১৫ বাংলা কথিকা; ৮-৩০ উর্দু অনুষ্ঠান; ৮-৪৫ লোকগীতি (সং); ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লী থেকে); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ বাংলা কথিকা; ৯-৪০ কলিকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ বিচিত্রা; ১০-৩০ বিভূতি চট্টোঃ—সেতার; ১১টা সমাপ্তি।

মুখবার্তা (৩০০ মীঃ) **১ম অধিঃ**—৭টা সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম, অলোর গান : জয়শ্রী পাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-০৫ দিনের আলোয় : রবীন্দ্ররচনা থেকে পাঠ—সোমনাথ দে; ৭-১০ রাগরঙ : জয়তী বাগচী—খেয়াল; ৭-৩০ মুখবার্তা : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৭-৩৫ সুরের আলো : শম্ভু দাস—গীটার; ৭-৪০ নানা-রঙের গান : ফাল্গুনী চক্রঃ—নজরুলগীতি ও শ্যামাসংগীত, এবং করুণা রায়—আধুনিক ও ভজন; ৮টা কথিকা/বাংলায় সাক্ষাৎকার; ৮-০৫ শ্রুতিতরঙ্গ : শম্ভু দাস—গীটার; ৮-১০ গীতাঞ্জলি : নৃপুরে লাহিড়ী—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-২০ যন্ত্রসংগীত; ৮-২৫ দিগন্তের গান : শম্ভু দাস—গীটার; ৮-৩৫ সংবাদ : (বাং সংবাদ); ৮-৪০ সুরকল্লোল : শম্ভু দাস—গীটার; ৮-৪৫ শাস্ত্রীয় সংগীত; **৩য় অধিঃ-** ৫টা সময় সঙ্কেত, আজ ও কালকের খবরাখবর : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মেঠোসুর : ফাল্গুনী চক্রঃ—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি—রণজৎকুমার সাহা; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : শম্ভু দাস—গীটার; ৫-৩০ সংবাদ : (বাং সংবাদ); ৫-৩৫ দেউল : করুণা রায়—শ্যামাসংগীত ও ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : শম্ভু দাস—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : জয়শ্রী পাল—রবীন্দ্রসংগীত (সং); ৬-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত; ৬-৩০ স্পোর্টস অ্যান্ড স্পোর্টসমেন; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : নৃপুরে রায়—নজরুলগীতি এবং করুণা রায়—আধুনিক; ৬-৫০ রাগরঙ : জয়তী বাগচী—খেয়াল; ৭-১০ স্টুডিওর বাইরে থেকে; ৭-৩০ গানের বৈঠক : জয়শ্রী পাল—রবীন্দ্রসংগীত, নৃপুরে লাহিড়ী—নজরুলগীতি ও ভজন, গোপাল নাগ—আধুনিক এবং ফাল্গুনী চক্রঃ—শ্যামাসংগীত ও লোকগীতি।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দবাজার পত্রিকা

[শনিবার ১০ই কার্তিক ১৩৪১ ইং ২৭-১০-৩৪]

বোম্বাই সমুদ্র-সৈকতে ভারতের মুক্তিযজ্ঞের অষ্ট-চত্বারিংশ বার্ষিক উৎসব

(ইউনাইটেড প্রেসের বিশেষ তার)

কংগ্রেসনগর (বোম্বাই) ২৬শে অক্টোবর

অস্তগামী সূর্যের শেষ আভা নিস্তরঙ্গ সমুদ্র সলিলে ম্লান হইয়া আসিতেছিল। পূর্বাকাশের দিকচক্রবাল তখনও উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই, তমসাচ্ছন্ন ঊর্ধ্ব গগনে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল মাত্র। ঠিক এমনি সময়ে ওলি সমুদ্রসৈকতের সমস্ত দীপালোকদীপ্ত প্রাঙ্গণে ভারতের মুক্তিযজ্ঞের বাৎসরিক উৎসবের উদ্বোধন হইল।...

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইলে পর বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতিরূপে আসন গ্রহণ করেন।

*

বিশ্বভারতী শিল্প ও কলা প্রদর্শনী

মাদ্রাজে উদ্বোধন উৎসব

মাদ্রাজ, ২৭শে অক্টোবর

অদ্য কংগ্রেস ভবনে শ্রীযুক্তা সুব্বারায়ণ বিশ্বভারতী শিল্প ও কলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনীতে বহু বিখ্যাত শিল্পীর নানাবিধ চিত্রাবলী স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৫৫ খানি এবং শ্রীযুত নন্দলাল বসুর ১০খানি চিত্র আছে। এতদ্ব্যতীত প্রদর্শনীতে বহু মূর্তি কাষ্ঠ খোদাই ফলক, চিত্র ও চর্ম-নির্মিত জিনিষপত্রাদিও রহিয়াছে।

আইন-আদালত

ব্যাংক কর্মচারীদের উপর ইনজাংশন, বার্ষিক সম্মেলন বন্ধ

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার কর্মচারী শ্রীসুধীরকুমার দাসশর্মা ও আরও ১৯ জনের এক আবেদনক্রমে কলকাতা নগর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীচুনীলাল ঘোষ একটি অন্তর্বর্তী ইনজাংশন জারি করে বিবাদী শ্রীতারাদাস এবং ওই ব্যাংকের আরও ২৯ জন কর্মচারীকে কলকাতায় আয়োজিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারী সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে আপাতত যোগ না দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

জজ শ্রীঘোষ বিবাদীদের ওপর কারণ দর্শাবার জন্য একটি রুলও জারি করেছেন।

ইউ এন আইয়ের খবর নগর দেওয়ানী আদালতের এই আদেশের ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারী সংঘের ১৫তম বার্ষিক সম্মেলনের শেষ দিনের অধিবেশন বন্ধ রাখা হয়।

পুলিশ অফিসারকে হত্যার চেষ্টা, ৪ জনের জামিন অগ্রাহ্য

বেলেঘাটা থানার ও সি অনিল চ্যাটার্জি ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীদের হত্যার চেষ্টা ও সশস্ত্র দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগে বেলেঘাটার অসীমকুমার দাস, স্বরাজমোহন সরখেল, গৌরাঙ্গপদ সরকার ও সুনীলকুমার ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হয়। শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীঅরুণকুমার মিত্র আসামীদের জামিন অগ্রাহ্য করেছেন।

দিনপঞ্জিকা

আজ অষ্টমী : গোষ্ঠাষ্টমী

দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ১০ কার্তিক, ১৩৭৮ (৫ কার্তিক, ১৮৯৩ শক), ২৭ অকটোবর, ১৯৭১, ৬ রমজান। অষ্টমী রাত্রি ঘঃ ১১।২ মিঃ পর্যন্ত। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১১।৫৮ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৪১।৫১ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৯।২৫ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগ ও নক্ষত্রাদিদোষ। গোষ্ঠাষ্টমী। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র কার্তিক (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—...

বুধবার, ৯ কার্তিক, ১৩৭৮ (৫ কার্তিক, ১৮৯৩ শক) ২৭ অকটোবর, ১৯৭১, ৬ রমজান। অষ্টমী সন্ধ্যা ঘঃ ৫।৩৯।১৯ সেঃ পর্যন্ত। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৭।৫৩।৩ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৪১।৫২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৯।২৪ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ। ব্রাহ্মতযোগ উত্তর ও দক্ষিণে নাস্তি। গোষ্ঠাষ্টমী মুখ্য ও গৌণচান্দ্র কার্তিক (শুক্লপক্ষ)।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে]

অনঙ্গমোহন হরিসভা : ৬।।টায় ১৮, ডবলিউ সি ব্যানার্জি স্ট্রীটে অষ্টোত্তরশত শ্রীরামনাম কীর্তন—শ্রীশিবকৃষ্ণ দত্ত ও ভক্তসম্প্রদায়। **জে পি সি—এস ই এ ক্লাব :** ৬।।টায় হিন্দি হাই স্কুলে (১, ময়রা স্ট্রীট) প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রধান অতিথি শ্রীমনিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর)। **আকাদেমী অব ফাইন আরটস :** ৬টায় জাপানী রঙিন চলচ্চিত্র প্রদর্শন। **বিড়লা আকাদেমী :** ৬।।টায় ১০৮—১০৯, সাদারন এভিনিউতে অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর মহাভারত সম্পর্কে আলোচনা। **রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অব কালচার** (গোল পার্ক) : ৬।।টায় শিবানন্দ হলে রবীন্দ্র চেতনায় গীতার প্রভাব বিষয়ে বাংলায় বক্তৃতা; বক্তা — শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। **ইনসটিটিউট অফ ইনজিনিয়ারিং (ভারত)** (৮, গোখেল রোড) : ইনসটিটিউট হলে ৬টায় সভা। **ফোরাম অফ ফ্রি এনটারপ্রাইজেস** (৩৮/২, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট) : ৫।।টায় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ১নং বেঙ্কুইট রুমে ৬ষ্ঠতম এ ডি শ্রফ স্মরণী সভা। 'ব্যবসায় দর্শন' সম্পর্কে বক্তৃতা—শ্রী এস এস কানোরিয়া। **হাতিবাগান সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা :** উদ্বোধন ৭টায়। **চেতলা সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি :** ৭।।টায় উদ্বোধন। সভাপতি—শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী। **নব যুব সংঘ** (৬৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট) : সকাল ১০টায় দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ। **সবুজ সংঘ** (২২/১০, কানেল ইস্ট রোড) : ৬টায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধন এবং বিচিত্রানুষ্ঠান। উদ্বোধক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র।

শোক-সভা : আজ বুধবার বিকাল ৫।।টায় আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের পাতিলার হলঘরে আনন্দবাজার পত্রিকার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও ইউনিয়নের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীকৃষ্ণলাল দাশগুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য এক সভা হবে। প্রত্যেক কর্মীকে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে যুগ্ম সম্পাদক অনুরোধ জানিয়েছেন।

আজ হুগলি জেলার শিল্পাঞ্চলে অপ্রদীপের মহড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা

আজ বুধবার সন্ধ্যায় ৬টা থেকে সাড়ে ছটা—আধ ঘণ্টা হুগলি জেলার শিল্পাঞ্চল ত্রিবেণী-বাঁশবেড়িয়া এবং হুগলি-চুঁচুড়ায় অপ্রদীপের মহড়া চলবে। হুগলির জেলা শাসক শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী জানিয়েছেন, এটি অসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মসূচির অঙ্গীভূত। আজ রাত্র পৌনে ৭টা থেকে ৭টা ১৫ মিনিট শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, ভদ্রকালী এবং উত্তরপাড়ায়ও অপ্রদীপের মহড়া।

জেলা শাসক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, অপ্রদীপ মহড়ার সময় রাস্তার সমস্ত আলো নিবিয়ে ফেলা হবে। যানবাহনের হেড লাইট নিভিয়ে দিয়ে সুবিধামত জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়তে হবে এবং ঘরের আলো যাতে আদৌ বাইরে না ছড়ায় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

কলকাতায় তোড়জোড়

স্টাফ রিপোর্টার জানান : কলকাতায় এরই মধ্যে বিভিন্ন এলাকার ওয়ারডেনদের বৈঠক শুরু হয়ে গিয়েছে। রেল, বন্দর প্রভৃতিতে নিজস্ব সংগঠনভিত্তিক অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও হচ্ছে বলে ওই মুখপাত্র জানান।

এদিন বিকালে স্বরাষ্ট্রসচিবের কামরায় এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সমস্ত পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়।

শনিবার দুর্গাপুরে অপ্রদীপ মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর, ২৬ অকটোবর—আগামী শনিবার গোটা দুর্গাপুরে অপ্রদীপের মহড়া হবে। সময়—সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটা।

আয়কর অফিসে জনসংযোগ অফিসার

আয় করের ব্যাপারে জনসাধারণকে সাহায্যের জন্য শহরের দুইটি প্রধান আয়কর অফিস—চৌরঙ্গি স্কোয়ারস্থিত "আয়কর ভবন" ও ১৮, রবীন্দ্রসরণী (পোদ্দার কোরট) অফিসে দুজন জনসংযোগ অফিসার আছেন। তা ছাড়া উভয় জনসংযোগ অফিসে (আয়কর ভবনের নিচ তলায় ও পোদ্দার কোরটের চার তলায়) একজন করে ইনসপেকটার আছেন। তাঁরা কর সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের বক্তব্য ও অভিযোগ শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

গঙ্গায় জোয়ার ভাটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাটা আরম্ভ	
বুধবার	৫-৩	৫-২১	৯-২৯	৯-২৪

পূর্ব রেলওয়ে

জগদ্ধাত্রী পূজার সময় স্পেশাল ট্রেন

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা দর্শনার্থী যাত্রীদের ভিড় সামলাইবার জন্য ২৯-১০-৭১, ৩০-১০-৭১ ও ৩১-১০-৭১ তারিখে একখানি করিয়া, লোকাল ট্রেনগুলিতে প্রাপ্তব্য মত অ্যাকোমোডেশন-যুক্ত তিনখানি স্পেশাল ট্রেন (সমস্ত স্টেশনে থামিবে) যথোপযুক্ত সংখ্যক যাত্রী হইলে চন্দননগর হইতে ০-০৫ ঘণ্টায় ছাড়িয়া ডাউনের দিকে হাওড়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী অনুসারে চলিবে :

ব্যাণ্ডেল ... ছাঃ ২৩-৫০—২৮-১০-৭১, ২৯-১০-৭১ ও ৩০-১০-৭১ তারিখে
চন্দননগর ... ছাঃ ০০-০৫—২৯-১০-৭১, ৩০-১০-৭১ ও ৩১-১০-৭১ তারিখে
শ্রীরামপুর ... ছাঃ—০০-২৩
হাওড়া ... পৌঃ—০০-৫৯

স্টেশন মাস্টারগণের নিকট হইতে বিস্তারিত তথ্য জানা যাইবে।

ডিভিসন্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, হাওড়া

ফিলিপ্‌স
ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্পের যে অনন্যসাধারণ অংশটি চোখে দেখা যায় না

ল্যাম্প তৈরীতে ফিলিপ্‌স-এর একটি অসামান্য অবদান তার ৮০ বছরের দুনিয়াজোড়া অভিজ্ঞতা—যা অন্য কোনো ল্যাম্প প্রস্তুতকারীর কাছ থেকেই আশা করা যায় না। ফিলিপ্‌স অন্য সবার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে তার কারণ ফিলিপ্‌স-এর প্রযুক্তি জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত আর এই জন্যেই ল্যাম্প তৈরীর কলাকৌশলে ফিলিপ্‌স অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই কারিগরী দক্ষতাই ফিলিপ্‌স TL ল্যাম্পের সেই অদৃশ্য অংশ যা সত্যি অতুলনীয়।

ফিলিপ্‌স TL ল্যাম্পই কেন

ফিলিপ্‌স TL ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্প এমন বিশেষ ডিজাইনে তৈরী যে এতে আলো পাওয়া যায় বেশী কিন্তু কারেন্ট টানে কম। আলোর সঙ্গে উজ্জ্বলতাকে এমনভাবে মানিয়ে দেওয়া হয় যে প্রচুর আলোতেও জিনিসের রঙ ঠিক ঠিক ধরা যায়—যা দেখবেন স্বাভাবিক রঙেই দেখবেন। ফিলিপ্‌স TL ল্যাম্প অন্য যে কোনো ল্যাম্পের চেয়ে অনেক-অনেক বেশী সময়—৫০০০ ঘণ্টার ওপর—একেবারে নতুনের মত ঝলমলে আলো দেয়। আপনার পয়সা খরচ সার্থক হয়!

এসব কারণেই বাড়িতে, অফিসে, দোকানে, কারখানায় আলোর জন্যে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোক ফিলিপ্‌স TL ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্পই কেনেন।

ফিলিপ্‌স

আলোর মত আলো চাই—ফিলিপ্‌স আছে ভাবনা নাই

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

PHL 2577

অধিক ফসলের জন্য
মায়া গার্ডেনিং ও ইকনমিক
হ্যাণ্ডপাম্পের অবদান অসামান্য
মায়া ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৯০০এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন : ৪৬-৩০৩৪
IPB

বিশ্ব হকি কাপে কারচুপি

বিশেষ সংবাদদাতা

পাকিস্তান প্রদত্ত ৫ হাজার পাউনড মূল্যের ওয়ারলড কাপ হকি ট্রফিটিতে খোদাই করা বিশ্ব মানচিত্রে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকারূপে দেখান হয়েছে। বারসিলোনায় যোগদানকারী ভারতীয় হকি কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি জানতে পারেন গত ২৪ অকটোবর।

পাকিস্তানের এ ধরনের হীন কার্যকলাপের প্রতিবাদে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সহ-সভাপতি সাঙ্গনী এক কড়া চিঠিতে ইনটারন্যাশনাল হকি ফেডারেশনের সভাপতি রেনে ফ্র্যাংকের কাছে পাকিস্তান কৃত এই কীর্তি অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন করেছেন। এফ আই এইচের পক্ষে ফ্র্যাংককে ব্যক্তিগতভাবে জনসমক্ষে পাকিস্তানের এই অখেলোয়াড়োচিত রাজনৈতিক কারসাজি থেকে বিরত থাকার জন্যও সাঙ্গনী অনুরোধ করেছেন।

জনৈক ভারতীয় সাংবাদিক রেনে ফ্র্যাংককে এই খবরটি দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই অবাঞ্ছিত ঘটনার নিন্দা করেন।

ফিলিপস-এর আরেকটি অসাধারণ রেডিও
২১০,
ফিলিপস্ প্রিন্স ডি লাক্স॥
সবচেয়ে শক্তিশালী ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর
*এক্সাইজ সমেত। অন্যান্য ট্যাক্স অতিরিক্ত
PHILIPS
অনুমোদিত ফিলিপস্ রেডিও ডীলার
পি কে সাধুখাঁ
জান মহম্মদ ঘাট রোড, নৈহাটি ফোন : ভাটপাড়া-৫৫
PHRC-9 BEN

লায়ন প্লাস্টার করে উপশম!
এটিই একমাত্র বেলেডোনা প্লাস্টার যাতে আছে ক্যাপসিকাম-প্লাস
যা শরীরের ভেতরে গিয়ে মচকানির ব্যথা, পিঠের বেদনা, নিউরালজিয়া, পেশী ও গাঁটের বেদনায় চমৎকার আরাম দেয়।
বেলেডোনা থাকায় লায়ন প্লাস্টার শরীরের গভীরে যেখানে পৌঁছানো শক্ত, সেখানেও ব্যথা-বেদনার উপশম করে।
ক্যাপসিকামের আশ্চর্য প্রভাবে দ্রুত রক্ত-চলাচল শুরু হয়, পেশী, স্নায়ু ও গাঁটের বেদনা শান্ত করে।
ওপর ব্যথা-বেদনা হবেই...
লায়ন প্লাস্টার চাইবেন
LION PLASTER BELLADONNA AND CAPSICUM
বায়ারসডর্ফ এ.জি. পশ্চিম জার্মানীর সহযোগিতায় তৈরি করেছেন
লিউকোপ্লাস্ট (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, কুর্তি/পোণ্ডা/গোয়া
mcm/lp/4a ben

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড
(রিফাইনারিজ ডিভিশন)
হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট

টেণ্ডার নোটিস

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার হলদিয়াতে হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্টের জন্য নিম্নবর্ণিত কাজের নির্মাণ সুদৃঢ় কারিগরী সামর্থ্য ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন অভিজ্ঞ, সুপ্রতিষ্ঠিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে জেনারেল ম্যানেজার, ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (রিফাইনারিজ ডিভিশন), হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট পক্ষে সীলকরা আইটেম রেট টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের নাম	টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য	বায়নার পরিমাণ	কার্য-সমাপ্তির মেয়াদ
১৫৮টি রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার্সে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়ার জন্য টাউনশিপের এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন	১০, টাকা	১১০০, টাকা	২½ মাস

ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণকে এই কাজটি অন্যনিরপেক্ষভাবে হ্যাণ্ডলিং করিতে সমর্থ হইতে হইবে। অফেরতযোগ্য ১০, টাকা (দশ টাকা মাত্র) দিলে ১-১১-৭১ তারিখ হইতে ৬-১১-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন অফিসের কার্যকালে নিম্নলিখিত অফিসগুলি হইতে টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে; উক্ত টাকা নগদে বা মনিঅর্ডারে দিতে হইবে।

১। চীফ এঞ্জিনীয়ারের অফিস, হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট, ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ (আর ডি), পোঃ অঃ হলদিয়া, জেলা মেদিনীপুর, পঃ বঃ

২। ম্যানেজার (এ আণ্ড টি), ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ (আর ডি), ৯, সৈয়দ আমীর আলী অ্যাভেনিউ (৪র্থ তল), কলিকাতা-১৭

যে সমস্ত ঠিকাদার এই ধরনের কাজে যে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম আছে, তাহা প্রামাণিক কাগজপত্রদ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে।

উপরোক্ত বায়নার টাকা টেণ্ডারের সঙ্গে নগদে অথবা ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ, রিফাইনারিজ ডিভিসন, হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট, পোঃ অঃ হলদিয়া, জেলা মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এর অনুকূলে কাটা ব্যাংক ড্রাফটে জমা দিতে হইবে।

টেণ্ডার হলদিয়ায় চীফ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে ১০-১১-৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ২টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সম্মুখে খোলা হইবে।

ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজ বণ্টন করিয়া দেওয়ার অধিকার ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ (আর ডি), হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্টের সংরক্ষিত এবং ঐরূপ সিদ্ধান্তে টেণ্ডারদাতাগণ বাধ্য থাকিবেন। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকারও কর্পোরেশনের সংরক্ষিত।

চীফ এঞ্জিনিয়ার

১৯৭১ কলকাতা লীগ ফুটবলের শেষ গোল। মহমেডান গোলরক্ষক পাশা প্রতীক হয়ে রয়েছে মরশুমের হতাশা ও বিভ্রান্তির

১৯৭১ ফুটবল লীগের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল

বিশেষ প্রতিনিধি

ইস্টবেংগল—১ : মহমেডান—০
(পিণ্টু চৌধুরী)

মংগলবার কলকাতা প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলের শবদেহটি কবর থেকে তুলে, রেফারী ও লাইনসম্যানদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে ইসটবেংগল ও মহমেডান স্পোরটিং-এর ২২ জন খেলোয়াড় ৭০ মিনিট বহন করলেন। প্রায় দশ হাজার লোক এই দৃশ্য দেখতে টিকিট কিনে মাঠে হাজির ছিলেন।

ইসটবেংগল ১—০ গোলে জিতেছে। গোলটি হওয়ার কথা নয়, ৫৭ মিনিটে ২২ গজ থেকে পিণ্টু চৌধুরীর ভুঁইছোঁয়া সহজ শট মহামেডান গোলের ডানদিকে যাচ্ছে, পাশা বলটি ধরার জন্য ডাইনে শরীর হেলিয়েছে, ইতিমধ্যে জন পাবাড়িয়ে বলটি আটকাতে গেল। বল তার বুটের ডগায় লেগে ছিটকে মহমেডান গোলের বাঁ-দিক দিয়ে ঢুকে গেল। পাশা বোকার মত তাকিয়ে দেখল। জন মাথায় করাঘাত করল। গ্যালারি থেকে পটকা ফাটার বা উল্লাসধ্বনিজনিত যে শব্দ উত্থিত হল পরিমাণে, তারজ টেলিগ্রাফ বা স্পোরটিং ইউনিয়নকে দ্বিতীয় গোল দেওয়ার সমতুল।

দুটি দলই বাধ্য হয়েছে বেমরশুমে খেলতে। এজন্য তারা দায়ী নয়। দুই দলের সমর্থকরা বাধ্য হয়েছে এই চ্যারিটি খেলাটি দেখতে এবং তারা জানতেন এই খেলার ফলাফলের কোনই মূল্য নেই। খেলোয়াড়রাও সে কথা জানতেন। খেলা শেষে ইসটবেংগল অধিনায়ক সুনীলের তোলা ক্লাব পতাকা যখন হেমন্তের নিরুত্তাপ সূর্যের নীচে, হিমেল হাওয়ায় কেঁপে উঠল তখন উদ্দীপনা প্রকাশের জন্য খুব বেশি কণ্ঠ কোলাহল তোলেনি। ১৯৭১-এর প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগের শেষকৃত্য সমাধা হল অনাড়ম্বরে। সেই সংগে সংযোজিত হল আই এফ এ-র ইতিহাসে নতুন এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

এ খেলার বিবরণ দেওয়া নিরর্থক। ছটফটে গোয়ার হাবিব আজ ঝিমিয়েছে। গোলের পাঁচ গজ দূরে মাথায় বল পেয়েও সে মাথার ধাক্কা দিতে আলস্য বোধ করে। সুধীরের চুলে বিদেশী ফুটবলের পরশ লেগেছে বটে, কিন্তু আজ সে বহুবার গ্যালারিতে বল পাঠিয়েছে। নেহাতই গ্রাম্য কায়দায়, আশোক চ্যাটারজির অদম্য এক গোছা স্প্রিং-এর মত শরীরটা আজ মরচে ধরার চিহ্ন দেখা গেল। গোলের ৫ গজ দূরে থেকে হেড দিয়ে বল বাইরে পাঠিয়েছে, আর একটু তীব্রতা থাকলে গোলকীপারের হাত থেকে ছিটকে গোলে ঢুকত, এমন একটি ভলিও করেছে।

নয়ীম ভারতীয় ফুটবলের দুর্লভ আরটিসটদের অন্যতম, অজ খেলেছে স্মৃতি থেকে। একবারের জন্যও সে ঠকাতে ঠকাতে বলপায়ে উঠে এল না গোলে শট নিতে। নিজ এলাকার বাইরে যেতে আজ সে অনিচ্ছুক।

তবু খেলা শেষের এক মিনিট আগে পাওয়া ফ্রী-কিকটিকে জোরে মারার বদলে আলতো চীপ করে ইসটবেংগল দেওয়াল টপকে গোল এরিয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া থেকে সে বুঝিয়ে দিল শিখা নেই বটে, কিন্তু স্ফুলিংগ আছে। চীপকরা বলটিতে আকবর শান্তকে পিছনে দিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে শট করে। অরুণের তিন গজ দূর থেকে সেই শট সোজা তার হাতে না এসে ১২ ইনচি এ পাশ-ও পাশ দিয়ে গেলে এ খেলার ফল হত ১—১।

আই এফ এ যতক্ষণ না ঘোষণা করছেন, সরকারীভাবে ইসটবেংগল ততক্ষণ ১৯৭১ লীগ চ্যাম্পিয়ন নয়। কেননা, লীগের যে খেলাগুলি অনুপস্থিত দলের জন্য সম্পন্ন হয়নি, তার পয়েনট বণ্টন কিভাবে হবে, তা এখনো আই এফ এ জানায়নি, জানাবার আগে, আজ খেলা শেষে লীগের প্রথম তিনটি দলের পয়েনট নিম্নোক্তরূপ।

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইসটবেংগল	১৬	১৫	১	০	৪৯	১	৩১
মোহনবাগান	১৫	১৪	১	০	৪৯	৩	২৯
মহামেডান	১৯	১৩	৩	৩	৩৪	৬	২৯

আজকের খেলায় খেলেছে

ইসটবেংগল—অরুণ ব্যানারজি; সুধীর কর্মকার, অশোক ব্যানারজি, সুনীল ভট্টাচার্য ও শান্ত মিত্র; কাজল মুখারজি ও পিণ্টু চৌধুরী, স্বপন সেনগুপ্ত, অশোক চ্যাটারজি হাবিব ও নাজির।

মহমেডান স্পোরটিং—পাশা; বদরু আলম, জন, নায়িম ও আল্লারাখা; বরুণ মিশ্র ও লতিফ; নাজিম, বিমান লাহিড়ী, ইকবাল ও আকবর।

রেফারি—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ।

লাইনসম্যানদ্বয়—সুনীল ঘোষ ও দিলীপ সেন।

এক নমবর অজিত বসু অমিতের কাছে পরাজিত

মংগলবার ভবানীপুর বয়েজ অ্যাথলেটিক ক্লাবের টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপসের উল্লেখযোগ্য জয় অমিত মিত্রের। সে বাংলার পয়লা নমবর অজিত বসুকে পরাস্ত করে (২১-১৯, ১৯-২১, ২১-১৬)। অমিত ফাইনালে দীপক চ্যাটারজির সংগে খেলবে। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় চৌরংগী ওয়াই এম সি এ-তে ফাইনালের খেলাগুলি শুরু হবে।

আজ বুধবার ক্যালকাটা হারড কোরট টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ওপেন সিংগলসের দ্বিতীয় রাউনডের খেলায় জয়দীপ মুখারজি, নরেন্দ্র সিং, আখতার আলি, আনন্দ অমৃতরাজ ও জয়কুমার রয়াপ্পা অংশ গ্রহণ করছেন। খেলা বেলা ২-৩০ মিনিটে সাউথ ক্লাবের কোরটে শুরু হচ্ছে।

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে এক্সিকিউটিভ কমিটি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ৪ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে পৌঁছা চাই। [ক্লাবের রুলস-এর রুল ৪১(সি) দ্রষ্টব্য]।

স্বাঃ এস সি মিত্র,
অনাঃ জেনারেল সেক্রেটারি।

২৭ অক্টোবর, ১৯৭১
২, মুলেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-২০।

(২৭৭৯)

জওয়ালকরের জয়জয়কার

আমেদাবাদে ২৮তম জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপসে মহারাষ্ট্রের মাইকেল জওয়ালকার বালক বিভাগে একাই তিনটি বিষয়ে রেকরড করেছে।

তিনদিনে মোট ৯টি জাতীয় রেকরড হয়েছে। মহারাষ্ট্র পাঁচটি বিষয়ে পশ্চিম বাংলা এবং সার্ভিসেস প্রত্যেকেই দুটি বিষয়ে রেকরড করেছে।

তৃতীয় দিনের ফলাফল

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক (মহিলাদের) ফাইনাল :—১ম দীপ্তি দীক্ষিত (গুজরাট), ২য় পি গুরুজি (মহারাষ্ট্র), ৩য় শিখা দে (পশ্চিমবঙ্গ)। সময় :—৩ মিঃ ২৯·১ সেঃ।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (বালিকাদের) ফাইনাল :—১ম ই ক্রিডন (দিল্লি), ২য় কে মিরচান্দানি (মহারাষ্ট্র), ৩য় এস দেশপানডে (মহারাষ্ট্র)। সময় :—১ মিঃ ১৭·৪ সেঃ।

২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি (মহিলাদের) ফাইনাল :—১ম জি হিউম (মহারাষ্ট্র), ২য় এস পি দেশাই (মহারাষ্ট্র), ৩য় দীপ্তি দীক্ষিত (গুজরাট)। সময় :—২ মিঃ ৫৯·১ সেঃ।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (বালক বিভাগ) ফাইনাল :—১ম এস জওয়ালকর (মহারাষ্ট্র), সময় ১ মিঃ ১·৩ সেঃ (নতুন রেকরড); ২য় সান্তনু পুরকায়স্থ (পশ্চিমবংগ), সময় ১ মিঃ ৪·৫ সেঃ; ৩য় সুধীর দাস (পশ্চিমবংগ), সময় ১ মিঃ ০·৫ সেঃ।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (পুরুষ) ফাইনাল :—১ম এম এস রানা (সারভিসেস), ৪ মিঃ ৫৬·৬ সেঃ; ২য় মাখন সিং (সারভিসেস); ৩য় জ্ঞানরঞ্জন দাস (রেলওয়েজ), সময় ৫ মিঃ ৭·৩ সেঃ।

৪×২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে (পুরুষ) ফাইনাল :—১ম সারভিসেস ৯ মিঃ ২১·২ সেঃ ২য় পশ্চিমবংগ (জে মিত্র, পি মিত্র, পি নাথ ও এস সাহা), সময় ৯ মিঃ ৩৮·৯ সেঃ; ৩য় মহারাষ্ট্র।

স্প্রিং বোরড ডাইভিং (বালকদের) ফাইনাল :—১ম চারুচন্দ্র শর্মা (রাজস্থান) ১৭০·৭৫ পয়েনট; ৪র্থ রণবীর দত্ত (পশ্চিমবংগ) ১২৩·৫৫ পয়েনট।

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক (মহিলা) ফাইনাল :—১ম জে হিউম (মহারাষ্ট্র), ১ মিঃ ৩৪·৪ সেঃ; ৫ম শিখা দে (বাংলা), ১ : ৩৯·৩; ৬ষ্ঠ কল্পনা মল্লিক (বাংলা), ১ : ৪১·৭।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক (বালিকা) ফাইনাল :—১ম জিয়া ব্রফ (মহারাষ্ট্র), ১ : ৩০·৫; বাংলার কোন মেয়ে স্থান পায়নি।

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (মহিলা) ফাইনাল :—১ম জি হিউম (মহারাষ্ট্র), ২ মিঃ ৪৬·৮ সেঃ; ৪র্থ অনন্যা সেন (বাংলা), ৩ : ৯·৬ সেঃ।

৪×১০০ মিটার মেডাল রিলের হিটে সারভিসেস দল রেকরড করে। সময় : ৪ মিঃ ৩১·০ সেঃ। বাংলার স্থান দ্বিতীয়। সময় ৪ মিঃ ৫৩·৯ সেঃ।

ওয়াটারপোলো : লীগ-পুল ম্যাচে মহারাষ্ট্র হারায় দিল্লিকে (১৮—৫)।

HARYANA STATE LOTTERIES
31st BUMPER DRAW 11·11·71
Rs. 25 LACS IN FIRST PRIZES (V)
২৬-১০-১৯৭১ তারিখ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত দৈনিক খেলার ফলাফল :
প্রথম পুরস্কার (১টি)—৫,০০০, টাকা C-395589
দ্বিতীয় পুরস্কার (১০টি)—প্রত্যেকটি ২৫০ টাকা
A-179673 AA-194369 B-500122 BB-421554 C-208616
CC-194872 D-425932 DD-371377 E-340523 EE-111969
C সিরিজ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সিরিজে 395589 নম্বরযুক্ত টিকিট
প্রত্যেকটি ১০০ টাকার লাকি পুরস্কার (৯টি)
ডিরেক্টর, হরিয়ানা স্টেট লটারিজ
NAA/6.

সবার সেরা....
"মমতা" কুকার
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাইবেন

দু'টিরই কাজ অপূর্ব
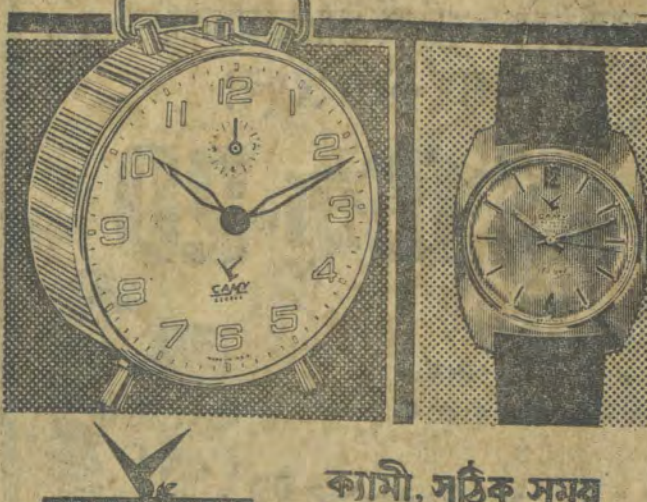
CAMY GENEVA
ক্যামী, সঠিক সময় দেয় সারা বিশ্বময়
Ratan Batra/CW/Ben/07
পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে ক্যামী অ্যালার্ম টাইমপিসের ডিস্ট্রিবিউটর
সানাই ওয়াচ কোং ১২৯ রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

সুচিত্রা দেবী বলেনঃ
"ভাগ্যিস্ 'হরলিক্স' ছিল! 'হরলিক্স' বাড়তি পুষ্টি দেয় বলেই না এত কাজ করে উঠতে পারি"

সব দিকে নজর রেখে ঘরকন্নার কাজে আনন্দ আছে বৈ কি। কিন্তু এতে খাটুনিও বড়ো কম নয়। এই জন্যেই, সুচিত্রা দেবী 'হরলিক্স' খেতে কখনো ভুল করেন না। তিনি জানেন, 'হরলিক্স' সত্যিকারের পুষ্টি দেয়। 'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ।
বাড়তি পুষ্টি আর শক্তিদায়ী প্রোটিন যোগায় বলেই হরলিক্সের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস।
'হরলিক্সে' আছে মাখন-না-তোলা খাঁটি দুধের প্রোটিন আর সুপক্ব গমের সারাংশ। আর এসব স্বাস্থ্যদায়ী প্রাকৃতিক উপাদানে 'হরলিক্স' এমনভাবে তৈরী যে সহজেই হজম হয়। দৈনন্দিন আহারে পুষ্টির অভাবটুকু পূরণ ক'রে 'হরলিক্স' প্রতিদিন নতুন উৎসাহ এনে দেয়, শক্তি গড়ে তোলে আর বাড়তি পুষ্টি যোগায়।
পৃথিবীর সব দেশেই মায়েরা 'হরলিক্স' পেলে আর কিছু চান না। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা 'হরলিক্স' খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন। 'হরলিক্স' খান। নিজেকে এবং বাড়ির সবাইকে সুস্থসবল রাখুন। 'হরলিক্স' পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়। সত্যিকারের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তির জন্যে চাই 'হরলিক্স'।

'হরলিক্স' – পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়
'হরলিক্স'-রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক
HL 2900

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার